ড. ইউসুফ আল কারযাভী

আমাদের দাওয়াত

জীবনবিধান ইসলাম

অনুবাদ

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন

‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স’-এর
ইশতেহার

আমাদের দাওয়াত

জীবনবিধান ইসলাম

الإسلام الذي ندعو إليه

www.bjilibrary.com

আমাদের দাওয়াত

জীবনবিধান ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন

প্রচ্ছদ প্রকাশন

www.bjilibrary.com

আমাদের দাওয়াত

জীবনবিধান ইসলাম

মূল : ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ : মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৭৮১-১৭২০২৬, ০১৩১৫-৩৭৩০২৫

prossodprokashon@gmail.com

১ম সংস্করণ

১ম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২২

২য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২২

৩য় মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০২২

৪র্থ মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২৩

অনুবাদ-স্বত্ব : প্রচ্ছদ প্রকাশন

সম্পাদনা : তারিক মাহমুদ, আবু সুফিয়ান

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

একমাত্র পরিবেশক : একাত্তর প্রকাশনী

প্রকাশনাক্রম : ৩৮

মূল্য : ২৮০/- (দুইশত আশি টাকা)

JIBONBIDHAN ISLAM

by Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Translated by Md. Sazzad Hossain Khan

Published by Prossod Prokashon

ISBN: 978-984-95921-4-3

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্যই নিবেদিত, যার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা পায় এবং সফলতার বন্দরে নোঙর করে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি ও নেতা, আদর্শ ও ভালোবাসা মুহাম্মাদ মুসতফা সা.-এর ওপর।

ইমামুল ওয়াসাতিয়্যাহ উসতায ইউসুফ আল কারযাভীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছুই নেই; উসতাযের নামই তাঁর পরিচয়। ইজতিহাদি দক্ষতার মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যা, সংকট ও পরিস্থিতিতে পথনির্দেশনা দিয়ে গেছেন আজীবন।

২০০৪ সালে উসতায ইউসুফ আল কারযাভীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল ইত্তিহাদুল আলামি লি উলামাইল মুসলিমিন' (International Union of Muslim Scholars)। সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উম্মাহর আলিমদের মাঝে একতা আনয়ন এবং উম্মাহর সকল সদস্যের উন্নয়নকল্পে কাজ করে যাওয়া। সংগঠনটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে *Wayback Machine* আর্কাইভে বলা হয়েছে—

> "IUMS is not a local or a regional union, neither an Arab nor a national one, neither an eastern, nor a western union; rather, it represents all of the Muslims in the entire Islamic world, as well as all of the Muslim minorities and Islamic groups outside of the Muslim world."

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন উসতায ইউসুফ আল কারযাভী রহ., আর বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত আলিম ড. সালিম সিগাফ আল জুফরি। তিনি 'উসতাযুল মাকাসিদ' খ্যাত মরক্কোর বিখ্যাত আলিম উসতায ড. আহমাদ আর রাইসুনির পদত্যাগের পর সংগঠনটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সংগঠনের সাথে যুক্ত প্রসিদ্ধ আলিমদের মাঝে আরও রয়েছেন—

www.bjilibrary.com

শাইখ আবদুল্লাহ বিন বাইয়াহ, শাইখ সালমান আল আওদাহ, মৌরিতানিয়ার শাইখ মুহাম্মাদ হাসান ওলাদ আদ দাদাও, মসজিদুল আকসার খতিব শাইখ ইকরিমা সাবরি, ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল খলিলি, মালয়েশিয়ান ইসলামিক পার্টি (PAS)-এর আমির আবদুল হাদি আওয়াং, ড. আলি কারাদাগি, ড. মুহাম্মাদ গরমেজ, ফাইসাল মাওলাওয়ি, ড. জামাল বাদাভি, ড. ইসাম আল বাশির, রাশিদ গানুশি, তহা আব্দুর রহমান, ড. আলি সাল্লাবি, সালমান হুসাইনি নদভি, ড. জাসির আওদাসহ আরও অনেকেই।

এখানে International Union of Muslim Scholars-এর পরিচয় ও ভূমিকা টানার কারণ হচ্ছে—আপনাদের সামনে উপস্থাপিত বইটি এর সাথে সম্পৃক্ত। এই বইটি এই সংগঠনের চার্টার বা সনদ। উসতায কারযাভী কর্তৃক এই সনদ রচিত হয় এবং আলিমদের সভায় এটা উত্থাপিত হওয়ার পর সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে সংগঠনের সনদ হিসেবে গৃহীত হয়।

এই গ্রন্থে উসতায কারযাভী ত্রিশটি মূলনীতি উপস্থাপন করেছেন। এই ত্রিশ মূলনীতিকে আমরা তিন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি :

১. এই ত্রিশ মূলনীতি আলিমদের ঐক্যের মূলনীতি। আমরা সর্বদাই বিভিন্ন ঘরানার আলিমদের মাঝে ঐক্যের কথা বলি, ঐক্যের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আলিমরা কীসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবেন? কোন মূলনীতি অনুসরণ করে তারা একসাথে কাজ করবেন? উসতায কারযাভী এই গ্রন্থে আলিমদের ঐক্যের জন্য ত্রিশটি মূলনীতি প্রস্তাব করেছেন।

২. আমরা অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দিই; আহ্বান জানাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'ইসলাম' কী? আমাদের এই দাওয়াতে আমরা ইসলামের কোন কোন মৌলিক বিষয়ের দিকে তাদের আহ্বান করি? আমাদের দাওয়াত কী? উসতায কারযাভী বলছেন, আমাদের দাওয়াত এই ত্রিশ মূলনীতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. আমরা মুসলিমদেরও ইসলামের দাওয়াত দিই। কারণ, বহু মুসলিমই খণ্ডিত ইসলাম চর্চা করে, তারা সামগ্রিক ইসলামকে মননে ও অনুশীলনে ধারণ করে না। এই ত্রিশ মূলনীতি মুসলিমদের সামনে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের একটি সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করবে।

www.bjilibrary.com

সর্বোপরি, এই গ্রন্থে উসতায কারযাভী বলতে চেয়েছেন—এই ত্রিশ মূলনীতি আমাদের দাওয়াত এবং জীবনবিধান ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা অঙ্কনের একটি প্রয়াস। এই মূলনীতিগুলোর দিকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে আমরা আহ্বান করি; এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘরানার আলিমদের নিয়ে একসাথে উম্মাহর কল্যাণার্থে কাজ করতে চাই।

অনুবাদক হিসেবে আমি আমার জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাও দুঃসাহস দেখিয়েছি এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অনুবাদ করার। পাঠকের কাছে আরজ—অনুবাদের ব্যাপারে যেকোনো সংশোধনী বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিতে পারি।

আশা করছি, এই বইটি উম্মাহর ঐক্যপ্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং দাঈদের দাওয়াতের বাহন হবে। আল্লাহর কাছে এই অনুবাদকর্মটির কবুলিয়ত কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কর্মতৎপরতা কবুল করুন। আমিন।

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
টঙ্গী, গাজীপুর
০৭.১১.২০২৩

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

	ভূমিকা	১১
১.	মুসলিম উম্মাহ	১৫
২.	এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী উম্মাহ	২০
৩.	আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস	২৭
৪.	সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস	৩৪
৫.	ইবাদত	৩৯
৬.	আখলাক	৪৩
৭.	শরিয়াহ ও দণ্ডবিধি	৫১
৮.	ইসলামের নির্ভুল উৎস : কুরআন ও সুন্নাহ	৫৭
৯.	শরিয়াহ ও ফিকহ	৬৪
১০.	ইসলাম ও ইজতিহাদ	৬৮
১১.	আহলুল কিবলার একতা	৭২
১২.	ইসলাম ও মতপার্থক্য	৭৭
১৩.	কোনো মুসলিমকে কাফির বলা থেকে সতর্কতা	৮১
১৪.	আকল ও ইলম	৮৬
১৫.	ইসলাম ও তারবিয়া পদ্ধতি	৯২
১৬.	মধ্যমপন্থা ও পরিপূরকতা	৯৫
১৭.	ইসলাম ও সভ্যতা	১০০
১৮.	নারী ও পরিবার	১০৪

www.bjilibrary.com

১৯. ইসলাম ও সমাজ	১১০
২০. ইসলাম ও রাষ্ট্র	১১৪
২১. সম্পদ ও অর্থনীতি	১১৭
২২. ইসলাম শান্তির দ্বীন	১২০
২৩. সহিংসতা ও সন্ত্রাস	১২৬
২৪. স্বাধীনতা ও মতভিন্নতা	১৩৫
২৫. শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা	১৩৯
২৬. পরিবেশ সুরক্ষা	১৪২
২৭. অমুসলিমদের প্রতি আমাদের নীতি	১৪৮
২৮. ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম	১৫২
২৯. ইসলাম ও পাশ্চাত্য	১৫৭
৩০. ইসলাম ও বিশ্বায়ন	১৬২
পরিশিষ্ট	১৬৮

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা লাভ করে; যিনি আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন; তিনি যদি পথের দিশা না দিতেন, তবে আমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারতাম না। পবিত্রতম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা, ইমাম, আদর্শ, বন্ধু ও শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত, মুমিনদের জন্য নিয়ামত এবং সকল মানুষের জন্য প্রমাণস্বরূপ পাঠিয়েছেন। আরও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ, সৌভাগ্যবান চিরভাস্বর সাহাবিগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল একনিষ্ঠ অনুসারীর ওপর।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া, অনুগ্রহ ও তাওফিকের ফলে উম্মাহর একদল শ্রেষ্ঠ আলিম ও স্কলারের কর্মপ্রেরণায় গঠিত হয়েছে— الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (International Union of Muslim Scholars), যা বিভিন্ন ঘরানার মুসলিম স্কলারদের একত্রিত করতে কাজ করবে। এই সংস্থা উম্মাহর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল সদস্যের ওপর আপতিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুসলিম আলিমদের এক কণ্ঠে কথা বলতে প্রেরণা জোগাবে। এই সংস্থা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানাবলির আলোকে বাস্তবজীবন ও বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন করে তার বক্তব্য তুলে ধরবে।

ইনশাআল্লাহ, এই সংস্থা আল্লাহর ব্যাপারে কোনো জালিমের শত্রুতা ও কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। এই সংস্থা শাসকদের পরামর্শ দেবে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের। উম্মাহর সামগ্রিক শক্তিকে স্বাধীনতা, একতা ও গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে এই সংস্থা প্রেরণা জোগাবে। এ কারণে এই সংস্থা তার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে কুরআনের এই আয়াত—

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

www.bjilibrary.com

"তারা আল্লাহর বার্তাসমূহ পৌঁছে দেয়, আর কেবল আল্লাহকেই ভয় করে। (তারা) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পরোয়া করে না। (কেননা) হিসাব গ্রহণে তো আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা আহযাব : ৩৯

আমরা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, সংস্থাটি সফলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছে। সংস্থাটি বিভিন্ন বিষয়ে তার ভাষ্য ও মতামতও প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তা ছাড়া এ সংস্থাটি আরও বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

এ সংস্থার সম্পাদক পরিষদ মনে করেছে—সংস্থার একটি সনদ থাকা দরকার, যা উম্মাহর প্রধান প্রধান বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। এ ছাড়াও যারা এ সংস্থায় যোগদান করতে চাইবেন, তারা যেন এ সনদটিকে সংস্থার মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করেই যোগদান করতে পারেন। আর সেই লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স তার ফতোয়া ও গবেষণা পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ ও সম্পাদক পরিষদ-এর মাধ্যমে প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সনদটির খসড়া নিয়ে কাজ করেছে। বহু বড়ো বড়ো আলিম ও গবেষকের সাথে পরামর্শের পরে সংস্থাটি তার সনদ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি, এ সনদটি মৌলিক ও সামসময়িক ইসলামি চিন্তাধারায় নতুন একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা আরও আশা করছি, এ সনদটি সমকালীন ইসলামি চিন্তার পুনর্বিন্যাসে সাহায্য করবে—যেন এ চিন্তা বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতার আলাপে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশেষত, এ সনদটি আমরা দুনিয়ার সকল মুসলিমের সম্মুখে পেশ করছি, যাতে তারা এই মূলনীতির আলোকে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সকল প্রকার বিভক্তি, প্রান্তিকতা ও জড়তার আহ্বানকে উপেক্ষা করে। আমরা এ সনদ সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখেও উপস্থাপন করছি, যাতে বর্তমান যুগের প্রধান প্রধান ইস্যুগুলোতে সর্বশেষ আসমানি রিসালাত ও সুমহান আদর্শ ইসলামের রূপরেখা কী—তা তাদের জানাতে পারি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাসকারী আমাদের আলিম ভাইগণ, যারা প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সহনশীল, তাদের সম্মুখে আমরা এ মূলনীতিগুলো রাখছি। এ মূলনীতিগুলো আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করে দেবে। এ মূলনীতিগুলো পরিষ্কার করে দেবে—আকিদা, আমল ও চিন্তার ক্ষেত্রে এবং সামষ্টিক বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

www.bjilibrary.com

আমরা আশা করছি, আলিমগণ এ মূলনীতির ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবেন। আমরা আরও আশা করছি, এ মূলনীতিগুলো তাদের প্রদত্ত বক্তব্য, দারস ও দিক-নির্দেশনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। তাই আমরা এ মূলনীতিগুলোর সতর্ক অধ্যয়ন কামনা করি।

আমরা চাই, সম্মানিত আলিমগণ আমাদের কাছে এ বিষয়ে তাদের সামগ্রিক অবস্থান এবং এই সংস্থায় যোগদানের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সম্পর্কে লিখে পাঠাবেন। এ ছাড়াও আমরা আশা করছি, তারা নিজেদের বিস্তারিত মন্তব্যও লিখে পাঠাবেন—যাতে পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি।

আমাদের প্রণীত এ সনদের কোনো বিষয়ে যদি মুসলিম আলিমদের কারও মতভিন্নতা থাকে, তাহলে সেটা সমস্যার কিছু নয়। তারা যদি আমাদের এ মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একমত হন, তাহলে এটাই যথেষ্ট। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অভিমতে আমাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে হবে—এমন কোনো কথা নেই; বরং অধিকাংশ বিষয়ে একমত হওয়াই যথেষ্ট। কারণ, শাখাগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি বিষয়ে সকল মানুষের একমত হওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয় এবং প্রায় অসম্ভবই বলা চলে; বরং অবিচল মনোভাব ও বিশুদ্ধ নিয়তসহ একসাথে কাজ করে যাওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ... ﴿١١٢﴾

"আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তাতে অবিচল থাকুন।" সূরা হুদ : ১১২

আল্লাহর রাসূল সা. বলেন—

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।"[১]

আমরা আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি, তিনি যেন আমাদের নিয়তকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ করে দেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন হয়, তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করা।

---

১. বুখারি, বাদউল ওহি : ১; মুসলিম, ইমারত : ১৯০৭; মুসনাদে আহমাদ : ১৬৮

www.bjilibrary.com

... رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

"হে আমাদের রব! আমরা শুধু আপনার ওপর নির্ভর করছি এবং আপনার অভিমুখী হয়েছি। আর প্রত্যাবর্তন তো শুধু আপনার কাছেই। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" সূরা মুমতাহিনা : ৪-৫

ড. ইউসুফ আল কারযাভী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারস

১. মুসলিম উম্মাহ

মুসলিম উম্মাহ মধ্যমপন্থি উম্মাহ। কুরআনে হাকিম মুসলিম উম্মাহকে এ গুণে বিভূষিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ... ﴿١٤٣﴾

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মাহ বানিয়েছি, যেন তোমরা বিশ্ববাসীর জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পারো।" সূরা বাকারা : ১৪৩

মুসলিম উম্মাহ ওহিভিত্তিক বিশ্বাস ও বার্তাকে ধারণ করে। এ উম্মাহ এমন কোনো বর্ণবাদী জাতিগোষ্ঠী নয়—যা নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা বংশের সাথে সম্পৃক্ত। এ উম্মাহ কোনো আঞ্চলিক জাতিগোষ্ঠীও নয়—যা নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা ভূখণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। এ উম্মাহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকলকে একত্রকারী উম্মাহ। এ উম্মাহ কোনো নির্দিষ্ট ভাষার সাথে সম্পৃক্ত ভাষাভিত্তিক জাতি বা গোষ্ঠীও নয়।

মুসলিম উম্মাহ বিশ্বজনীন উম্মাহ। এক আকিদা, এক শরিয়ত, এক মূল্যবোধ ও এক কিবলা ইসলামের সন্তানদের একতাবদ্ধ করেছে; যদিও তাদের বংশ, দেশ, ভাষা ও বর্ণে বৈচিত্র্য রয়েছে। আরব-অনারব, সাদা-কালো, প্রাচ্যবাসী-পাশ্চাত্যবাসী, আফ্রিকান, ইউরোপীয়, এশিয়ান, আমেরিকান বা অস্ট্রেলিয়ান সকল মুসলিমকে এ উম্মাহ একটি কালিমার ওপর ঐক্যবদ্ধ করে। এ উম্মাহ মানুষের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী সকল বিষয় সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়।

মানুষের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো হচ্ছে—বংশ, বর্ণ, ভাষা, ভূখণ্ড, মর্যাদাবোধ ইত্যাদি। এ উম্মাহ ঘোষণা দেয় যে, সকল মানুষ সমান। এ উম্মাহ সকল মুসলিমের মাঝে এক গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে। এ ভ্রাতৃত্ববোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে—এক রব, এক কিতাব, এক রাসূল ও এক পথের প্রতি বিশ্বাস। এটা তাদের ঐক্যবদ্ধ করে; তাদের সম্পর্ককে আরও গভীরতর করে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ ...﴿۱۵۳﴾

"এটাই আমার নির্দেশিত সরল পথ। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ করো; ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরী হয়ো না। নাহয় সেগুলো আল্লাহর পথ থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।" সূরা আনআম : ১৫৩

এ উম্মাহর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা.। আল্লাহ তায়ালা এ উম্মাহর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

كُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...﴿۱۱۰﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ; মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব করা হয়েছে।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

এ উম্মাহ নিজ স্বার্থের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি। এ উম্মাহ মানবতার কল্যাণ সাধনে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। এ উম্মাহ মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য পৃথিবীতে এসেছে। মানবজাতির জীবনকে সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় করতে এ উম্মাহ পৃথিবীতে এসেছে। এ উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

... تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ ...﴿۱۱۰﴾

"তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।" সূরা আলে ইমরান : ১১০

অতএব, এ উম্মাহ সর্বজনীন, মানবিক ও ঐশী রিসালাত বহনকারী উম্মাহ। এ রিসালাতের সারকথা দুটি—

প্রথমত : এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস তিনটি মৌলিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা—

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ওলি তথা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবে না।

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শাসক ও বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করবে না।

www.bjilibrary.com

এ তিনটিই তাওহিদের মূল ভিত্তি– যা সূরা আনআমে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও উসুলুত তাওহিদ (তাওহিদের মূলনীতি) এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

দ্বিতীয়ত : এ উম্মাহ সত্য, কল্যাণ ও উত্তম আদর্শের দিকে আহ্বান করে। কুরআন যাকে আমর বিল মারুফ (সৎকাজের আদেশ) এবং নাহি আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) হিসেবে অভিহিত করেছে।

> **মারুফ :** মারুফ একটি ব্যাপক শব্দ। এটি আকিদার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা, কথার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা, চিন্তার ক্ষেত্রে যথার্থতা, কাজের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতা এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতাকে নির্দেশ করে।
>
> **মুনকার :** মুনকার মারুফের বিপরীত। এটা আকিদার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি, কথার ক্ষেত্রে মিথ্যা, চিন্তার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, কাজের ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতা ও আচরণের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতাকে নির্দেশ করে।

মুসলিম উম্মাহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা পৃথিবীতে ভ্রষ্টতা ঠিক করবে, ফাসাদ সংশোধন করবে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই হবে সফলকাম।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪

রাসূল সা.-এর সাহাবিগণও এ কথা অনুধাবন করতেন যে, রাসূল সা. যে বার্তা মানবজাতির কাছে প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরাও একই বার্তা প্রচার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূল সা. বলেন–

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"তোমরা সহজ করতে প্রেরিত হয়েছ; কঠোর করার জন্য প্রেরিত হওনি।"[২]

---

২. বুখারি : অজু [২২০], মুসনাদে আহমাদ [৭২৫৫], আবু দাউদ [৩৮০], তিরমিযি [৩৮০], নাসায়ি [৫৬]। শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. থেকে তাহারাত অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

রাবি ইবনে আমির রা. পারস্য সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি রুস্তমকে লক্ষ করে বলেছিলেন–

> "মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামির দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং মিথ্যা ধর্মসমূহের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের অভিমুখী করতে আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন।"[৩]

ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এ উম্মাহ নানা বিপদ, পরীক্ষা, আক্রমণ ও যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– পূর্ব দিক থেকে মোঙ্গলদের আক্রমণ ও পশ্চিম দিক থেকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ এসেছে তাদের ওপর। এ সকল আক্রমণ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু অতি দ্রুতই আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু মানুষকে প্রেরণ করলেন, যারা উম্মাহকে এ মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে পুনর্জীবিত করে তুলল। যেমন– ইমাদুদ্দিন জঙ্গি, নুরুদ্দিন জঙ্গি, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সাইফুদ্দিন কুতুজ প্রমুখ। আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। তারা নৈরাশ্য ও বিচ্ছিন্নতার বেড়াজাল ছিন্ন করে উম্মাহর মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ও জীবনীশক্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। যুদ্ধ ও সংঘাত মোকাবিলা করে উম্মাহকে নবজীবনে উজ্জীবিত করেছিলেন।

বর্তমানে উম্মাহ নতুন এক যুদ্ধের সম্মুখীন। এ যুদ্ধের ধরন ও পন্থাও নতুন। বিরোধী শক্তিগুলো উম্মাহকে স্বীয় অনুসারীদের হাতে ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে। তারা এ উম্মাহর মূল পরিচয় ও বিশ্বাস পরিবর্তন করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা দ্বীন ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, দুনিয়া ও আখিরাত, মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে চাচ্ছে।

মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের রবের রশি ও অবিচ্ছিন্ন সুদৃঢ় হাতলকে আঁকড়ে না ধরে, তবে তারা এই নতুন তাগুতের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। আর সে রশি ও সুদৃঢ় হাতল হলো ইসলাম।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন–

> "আমরা একটি লাঞ্ছিত জাতি ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তাই যখনই আমরা ইসলাম

৩. তাবারানি ফিত-তারিখ [৪০১/২]

www.bjilibrary.com

ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় সম্মান অনুসন্ধান করব, আল্লাহ তায়ালা আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।”[৪]

এ ব্যাপারে দারুল হিজরতের ইমাম মালিক বলেন–

“এ উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম যে পন্থায় সংশোধিত হয়েছে, উম্মাহর শেষাংশও একই পন্থায় সংশোধিত হবে।”

উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম আল্লাহর কিতাব, রাসূল সা.-এর সুন্নাহ ও ইলাহি নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমেই সংশোধিত হয়েছিল–

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... ﴿١٠٣﴾

“তোমরা সকলে আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” সূরা আলে ইমরান : ১০৩

৪. ইবনু আবি শায়বা : ফিত-তারিখ [১০/৭], হাকিম : ঈমান [১২০/১], হাকিম শায়খাইনের শর্তে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। যাহাবি এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনে আসাকির : তারিখে দামেশক [৫/৪৪]। তারা সবাই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

২. এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী উম্মাহ

ইসলামি বিশ্বাস নামক মূল ভিত্তির ওপর মুসলিম উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত। তাই এ বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করা, এর পরিচর্যা করা, সুদৃঢ় করা, সুরক্ষা করা এবং পৃথিবীতে এর আলো ছড়িয়ে দেওয়া মুসলিম উম্মাহর প্রধান মিশন।

ইসলামি বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো হলো আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

"রাসূল তাঁর প্রতি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন। আর মুমিনরাও ঈমান এনেছে। তাদের সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা আল্লাহর রাসূলগণের মাঝে কোনো তারতম্য করি না। তারা আরও বলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের রব! আমরা তোমার ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তো শুধু তোমার কাছেই।" সূরা বাকারা : ২৮৫

এ বিশ্বাস বিনির্মাণ করে; বিনাশ করে না। এ বিশ্বাস মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে; কস্মিনকালেও মানুষের মাঝে বিভাজনের রেখা টানে না। কারণ, এটা পুরোপুরিভাবে ইলাহি রিসালাতের ঐতিহ্য ও সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআনে বক্তব্য হলো– "আমরা আল্লাহর রাসূলগণের মাঝে কোনো তারতম্য করি না।" সূরা বাকারা : ২৮৫

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকে অস্বীকার করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট।" সূরা নিসা : ১৩৬

www.bjilibrary.com

কুরআন-বর্ণিত ঈমানের এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সাথে সুন্নাহ আরেকটি বিষয় যোগ করেছে, তা হলো– তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস। তবে এটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাকদির আল্লাহর জ্ঞান, ইচ্ছা ও কুদরতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। পৃথিবীতে সংঘটিত প্রতিটি কর্মই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির ও পরিচালনারীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। কোনো কিছুই অনর্থক বা নিয়মহীনভাবে সংঘটিত হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

"নিশ্চয় প্রতিটি বিষয়কে আমি সৃষ্টি করেছি নির্ধারিতভাবে।" সূরা কামার : ৪৯

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۙ ﴿٢٣﴾

"জমিনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদই আসে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও। আর যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তার জন্য যেন অতি আনন্দে উদ্ধত না হও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোনো উদ্ধত দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।" সূরা হাদিদ : ২২-২৩

এ বিশ্বাসমালাকে সামগ্রিকভাবে একটি মূল স্লোগানের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়– "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

এ বিশ্বাসের মাধ্যমে এ জগৎ ও জগৎস্রষ্টা, প্রকৃতি ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বস্থিত বিষয়, দুনিয়া ও দুনিয়া পরবর্তী জীবন, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– সৃষ্টি ও স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাত এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি এ বিশ্বাসের মাধ্যমেই জানা যায়।

যদি কেউ দুনিয়ায় এই মৌলিক সত্য থেকে গাফেল থাকে, তাহলে আখিরাতে তার অজ্ঞতার পর্দা দূর করে দেওয়া হবে। ফলে, সে এই সত্যকে প্রত্যুষের উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতোই দেখতে পাবে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর তিনি তাদের বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে।" সূরা মারইয়াম : ৯৩-৯৫

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানে এটাই যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। সমস্ত বিনয় ও ভালোবাসার একমাত্র প্রাপক আল্লাহ তায়ালা। তাঁর বান্দা হিসেবে আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করব, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করব এবং তাঁরই কাছে সমর্পিত হব। মুমিনরা প্রতি সালাতের প্রতি রাকাতে এই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। আমরা বলি–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই।" সূরা ফাতিহা : ৫

তিনিই একমাত্র সত্তা– যার আদেশে সকল মস্তক নুয়ে পড়ে। তিনিই একমাত্র সত্তা– যার সম্মানার্থে সকল কপাল সিজদাবনত হয়। তিনিই একমাত্র সত্তা– যার প্রশংসায় সকল জবান তাসবিহ পাঠ করে। তিনিই একমাত্র সত্তা– যার হুকুমে সকল অন্তর, বিবেক ও দেহ আত্মসমর্পণ করে। তিনিই একমাত্র সত্তা– যার দিকে গভীর ভালোবাসার সাথে অন্তরসমূহ অভিমুখী হয়। তিনিই একমাত্র পূর্ণতার অধিকারী সত্তা; আর মানুষ তো ভালোবাসে পূর্ণতার অধিকারীকেই। তিনি সকল সৌন্দর্যের উৎস। সৃষ্টির যত সৌন্দর্য আছে, তার সবটুকুই তাঁর থেকে আগত। আর মানুষ তো সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের অধিকারীকে ভালোবাসে। তিনি সকল নিয়ামত ও ইহসানের একমাত্র উৎস ও মালিক। কুরআনের বাণী–

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ... ﴿٥٣﴾

"তোমাদের কাছে যত নিয়ামত আছে, তার সবই তো আল্লাহর কাছ থেকে আগত।" সূরা নাহল : ৫৩

ইহসান ও নিয়ামতের ব্যাপারটাও এমন যে, মানুষ সব সময় এগুলোকে এবং এগুলোর অধিকারীকে ভালোবাসে।

www.bjilibrary.com

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানে হলো– আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য সকল কিছুর দাসত্ব ত্যাগ করা, আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য সকল হুকুম পরিত্যাগ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের অভিভাবকত্ব ত্যাগ করা এবং আল্লাহর ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ছাড়া সকল ভালোবাসা পরিত্যাগ করা। আর এ পবিত্র তাওহিদি কালিমার উদাহরণ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

"তুমি কি দেখেছ, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে উপমা পেশ করেন? এ পবিত্র কালিমার উপমা তো উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মতো, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত; প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তা সব সময় ফলদান করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সামনে বিভিন্ন উপমা পেশ করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" সূরা ইবরাহিম : ২৪-২৫

এই পবিত্র তাওহিদি কালিমার বৃক্ষের ফল হচ্ছে– সৃষ্টির পক্ষ থেকে আগত সকল প্রকার ভয় ও লাঞ্ছনা থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক স্বাধীনতা। এ কালিমার ফল হলো– সকল মানুষের মাঝে সমতার উপলব্ধি, কোনো মানুষ কোনো মানুষের প্রভু নয়; বরং সকল মানুষই এক পিতার সন্তানের মতো একজন আরেকজনের ভাই।

রাসূল সা. কর্তৃক কায়সার ও অন্যান্য আহলে কিতাব সম্রাটদের নিকট প্রেরিত চিঠিগুলোতে এ আয়াত লিপিবদ্ধ থাকত–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

"আপনি বলুন, হে কিতাবিধারীরা! এসো সেই কথার দিকে– যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। আর তা হলো– আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না; কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরিক করব না। আর আল্লাহ ছাড়া একে অপরকেও আমরা প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদের বলে দিন– তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।"[৫] সূরা আলে ইমরান : ৬৪

৫. বুখারি : বাদউল ওহি [৭], মুসলিম : আল জিহাদ ওয়াস সাঈর [১৭৭৩], মুসনাদে আহমাদ [২৩৭০]। হাদিসটি আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম পুরোহিততন্ত্র সমর্থন করে না। ইসলামে কারও পুরোহিতের মর্যাদা নেই, যারা দ্বীনের ধারক হয়ে দ্বীনি বিষয়ে অন্য সকল মানুষের অনুভূতিকে শাসন করবে, যারা মানুষের জন্য আল্লাহর দরজাকে বন্ধ করে দিয়ে বলবে, তাদের মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে; তাদের অভিব্যক্তি এমন– যেন তারাই মানুষকে বঞ্চিত করে এবং মুক্তি দেয়। ইসলামে এ জাতীয় কোনো ধর্মীয় যাজকতন্ত্রের স্থান নেই। ইসলামে প্রত্যেক মানুষ তার নিজ দ্বীনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ মানুষের শাহরগের চেয়েও বান্দার নিকটবর্তী। একজন মুসলিম নামাজসহ তার রব কর্তৃক নির্দেশিত ফরজ ইবাদতগুলো যেকোনো স্থানেই আদায় করতে পারে। রাসূল সা. বলেন–

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ

"গোটা পৃথিবীকেই আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমার কোনো উম্মত নামাজের সময় হলে তা আদায় করে নেবে (সে যেখানেই থাকুক না কেন)।"[৬]

সালাতে ইমাম হলেন নেতা; তিনি কোনো পুরোহিত নন। আর যেকোনো মুসলিমই ইমাম হতে পারেন– যদি তিনি কুরআন পাঠে দক্ষ হন।

একজন মুসলিম তার সকল ফরজ ইবাদতসমূহ কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সম্পাদন করতে পারে। হজের ক্ষেত্রে মানুষ মাধ্যম হিসেবে যে মুয়াল্লিমকে জরুরি মনে করে, শরিয়তে এরও কোনো ভিত্তি নেই। হজ করার সময় হাজি মুলাক্কিন– তথা মুয়াল্লিমের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়।

আবার কোনো মুসলিম বান্দা যদি কোনো সগিরা বা কবিরা গুনাহ করে ফেলে, তবে আল্লাহ নিজেই তাকে এ গুনাহ থেকে পবিত্র ও মুক্ত হওয়ার বহুবিধ পন্থা বাতলে দিয়েছেন। যেমন– অজু, সালাত, সাওম, সদাকা, আল্লাহর যিকর, বান্দার ওপর আপতিত কষ্ট ও বিপদ এবং তাওবা-ইসতিগফার। এক্ষেত্রেও বান্দা কোনো পুরোহিতের মুখাপেক্ষী নয়, যার কাছে তাকে স্বীয় গুনাহের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার মাধ্যম হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

---

৬. বুখারি : তায়াম্মুম [৩৩৫], মুসলিম : মাসাজিদ [৫২১], মুসনাদে আহমাদ [১৪২৬৪], নাসায়ি : আল গোসলু ওয়াত-তায়াম্মুম [৪৩২]। হাদিসটি জাবির রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"(হে নবি!) আমার বান্দা যদি আপনার কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে বলে দিন, আমি তাদের কাছেই আছি। যে-ই আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই।" সূরা বাকারা : ১৮৬

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

"(হে নবি! আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, ও আমার বান্দারা– যারা নিজেদের নফসের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" সূরা যুমার : ৫৩

ইসলামে একজন আলিমের মর্যাদা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ হিসেবে। তিনি যে বিষয়টা জানেন, তা তার কাছে জানতে চাওয়া হবে। সাধারণ যেকোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে যেমন সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হতে হয়, ইসলাম সম্পর্কে জানতেও আলিমদের দ্বারস্থ হতে হয়। আলিমদের বিশেষত্ব এখানেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

"জ্ঞানী ব্যক্তিকে তাঁর (আল্লাহর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো।" সূরা ফুরকান : ৫৯

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"আর জ্ঞানী ব্যক্তির মতো আর কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।" সূরা ফাতির : ১৪

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

"তোমরা না জানলে যারা জানে তাদের জিজ্ঞাসা করো।" সূরা নাহল : ৪৩

আর প্রত্যেক মুসলিমই ইচ্ছা করলে অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে আলিম হতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্র, উপাধি ও বেশভূষার দ্বারা আলিম হওয়া যায় না। এ বিষয়ে কারও জন্য একচেটিয়া কোনো বিশেষত্ব নেই।

www.bjilibrary.com

ইসলাম মানুষের মাঝে বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির মাঝে দ্বীনি ও দ্বীনি নয়– এমন বিভাজনকেও ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। মানুষ, শিক্ষা, আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান এগুলোর কোনোটির বিভাজনকেই দ্বীন ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের বক্তব্য হলো– সবকিছুকেই দ্বীনের অনুগামী হতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যু মানবজীবনের শেষ পরিণতি নয়। মানুষকে স্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ এক জীবন থেকে স্থানান্তরিত হয় আরেক জীবনে। মৃত্যুর মাধ্যমে সে পরীক্ষার জীবন থেকে প্রতিদানের জীবনে স্থানান্তরিত হয়। অতএব, দুনিয়া হলো কর্মক্ষেত্র; বিচারালয় নয়। আর আখিরাত হচ্ছে বিচারালয়; কর্মক্ষেত্র নয়। বিচার দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

"সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে– যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখতে পাবে, আর অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।" সূরা যিলযাল : ৬-৮

প্রতিটি আসমানি দ্বীনই আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়েছে। প্রত্যেক নবিই পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তি তথা জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করেছে। বিশেষ করে দ্বীন ইসলামে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস। কুরআনের বহু স্থানে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন এ ব্যাপারে সেসব আরব মুশরিকদের মিথ্যা দাবির প্রতিবাদ করেছে, যারা মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করে। কুরআন বলেছে– যে আল্লাহ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ ব্যাপার। যিনি আকাশ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

কুরআন বর্ণনা করছে– সুমহান জ্ঞানী বিশ্বপ্রভুর হিকমত দাবি করে যে, সৃষ্টিজগতের জীবনধারার গতি এ পৃথিবীতেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

www.bjilibrary.com

কেননা, এ পৃথিবীতে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, কেউ-বা সীমালঙ্ঘন করেছে, কেউ জুলুম করেছে; অথচ জালিম তার কাজের প্রতিফল পায়নি, আবার মজলুমও তার অধিকার ফিরে পায়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۭ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿۲۷﴾ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۸﴾

"আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা হলো তাদের, যারা কুফরি করে। কাজেই যারা কুফরি করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমি কি তাদের জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করব? মুত্তাকিদেরকে কি অপরাধীদের সমান গণ্য করব?" সূরা সাদ : ২৭-২৮

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿۱۱۶﴾

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদের কি আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? প্রকৃত মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত; তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।" সূরা মুমিনুন : ১১৫-১১৬

মানবজাতিকে যদি পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার জন্য পুনরুত্থিত না করা হয়, তাহলে মানবসৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন, অনর্থক ও হিকমতশূন্য বলে বিবেচিত হবে। বস্তুবাদী ও নাস্তিকরাই মানবসৃষ্টিকে উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক ধারণা করে থাকে। এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ভ্রান্ত, তারা বলে–

...نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ ...﴿۲۴﴾

"আমরা মরি ও বাঁচি কেবল এখানেই (পৃথিবীতেই)। আর কালের প্রবাহ ছাড়া অন্য কিছু তো আমাদের ধ্বংস করে না।" সূরা জাসিয়া : ২৪

তাদের দৃষ্টিতে জীবন মানে শুধু এটাই যে, আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করব, আর মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাব। এ ছাড়া আর কিছুই হবে না। জীবন যদি আসলে এমনই হতো, জীবনের শেষ পরিণতি যদি এটাই হতো, তাহলে সে জীবন হতো কতইনা তুচ্ছ ও মূল্যহীন!

www.bjilibrary.com

কুরআন সেসব মুশরিকদের দাবিরও প্রত্যুত্তর দিয়েছে, যারা পুনরুত্থানকে আল্লাহর জন্য অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করে। তারা মনে করে, মৃত্যুর পর মানুষের অস্থিসমূহ যখন মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তাদের পুনরুত্থিত করতে সক্ষম হবেন না।

কুরআন তাদেরও প্রত্যুত্তর দিয়েছে, যারা আল্লাহর ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে ধারণা করত যে, এ পৃথিবীতেই জীবনধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে; সৎকর্মকারীকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে না, অসৎকর্মকারীকেও তার মন্দ কাজের প্রতিফল দেওয়া হবে না, যেন এ মহাজগতের কোনো প্রতিপালক নেই, তা যেন এমনিতেই চলছে!

কুরআন তাদের দাবিরও প্রতিবাদ করেছে, যারা এ ধারণা পোষণ করত যে, আখিরাতে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাজে আসবে। ফলে, এ সুপারিশের জোরে তারা আল্লাহর ইনসাফের নীতিকে বদলে দিতে পারবে।

আবার অনেকে মনে করত, দুনিয়াতে জুলুম ও পাপ কাজ করার পরেও আখিরাতে তাদের জন্য সে সমস্ত ইলাহ ও পুরোহিতরা সুপারিশ করবে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের কাছে বিভিন্ন কিছু চায়। তারা ধারণা করত, তারা যাদেরকে আল্লাহ ও তাদের মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের জন্য সুপারিশ করবে। মুশরিকদের চিন্তা-চেতনা ছিল এমনই। কতিপয় আহলে কিতাবও এমন ধারণা পোষণ করত। কুরআন তাদের এ ভ্রান্ত দাবি স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

"যে সৎকাজ করে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেও জালিম নন।" সূরা হা-মিম সাজদাহ : ৪৬

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

"যে সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে তো নিজের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে। কোনো বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না। আর রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদানকারী নই।" সূরা ইসরা : ১৫

www.bjilibrary.com

...مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ... ﴿٢٥٥﴾

"কে তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে?" সূরা বাকারা : ২৫৫

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

"আসমানে রয়েছে বহু ফিরিশতা। তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তার ব্যাপারে সুপারিশের অনুমতি দেওয়ার পর তা ফলপ্রসূ হতে পারে।" সূরা নাজম : ২৬

...وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ... ﴿٢٨﴾

"তারা (ফিরিশতা বা নেককার বান্দাগণ) শুধু তার জন্যই সুপারিশ করবে, যার প্রতি তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট।" সূরা আম্বিয়া : ২৮

কুরআন মুশরিকদের সম্পর্কে বলছে–

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

"(বিচার দিবসে) কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।" সূরা মুদ্দাসসির : ৪৮

কুরআন বর্ণনা করছে, শাফায়াত তথা সুপারিশ শুধু আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হবে। রাসূল বা ফিরিশতাদের মধ্যেও এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে। আবার এ কথাও প্রমাণিত যে, সবার জন্য সুপারিশ করাও হবে না। যে ব্যক্তি শিরক ও কুফরির ওপর অটল থেকে মারা গেছে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন না। যদি কেউ সুপারিশ করে, তবুও তা গৃহীত হবে না। কেননা, শাফায়াত বা সুপারিশ শুধু গুনাহগার মুমিনদের জন্যই কাজে আসবে।

আখিরাতে প্রত্যেককে তার আমলনামা দেওয়া হবে আর স্থাপন করা হবে মিযান তথা ন্যায়দণ্ড। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামা পাঠ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

"তোমার কিতাব পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।" সূরা ইসরা : ১৪

www.bjilibrary.com

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

"(সেদিন) উপস্থাপন করা হবে আমলনামা (কর্মের ফিরিস্তি), তাতে যা লেখা থাকবে– তার কারণে অপরাধীদের দেখবেন, তারা আতঙ্কিত। তারা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের। এটা কেমন কিতাব, এখানে তো ছোটো-বড়ো কোনো কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসাব করে রেখেছে! আর তারা যা আমল করেছে, তা সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার রব তো কারও প্রতি জুলুম করেন না।" সূরা কাহাফ : ৪৯

প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন স্বীয় আমলনামা পড়তে পারবে– সে শিক্ষিত হোক বা মূর্খ হোক। এ ব্যাপারটি যেন এমন একটি ক্যাসেটের মতো, যাতে বান্দার সকল আমল অডিও ও ভিডিও সহ সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। এ সংরক্ষিত ক্যাসেট তার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক– সেদিন এতে সে তার সমস্ত জীবন ও কর্ম দেখতে পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

"সেদিন প্রত্যেকে যা ভালো আমল করেছে, তা উপস্থিত পাবে। যা মন্দ আমল সে করেছে, তাও উপস্থিত পাবে। তখন সে কামনা করবে– যদি মন্দ কাজ ও তার মধ্যে বহুদূর ব্যবধান হতো। আল্লাহ তোমাদেরকে সাবধান করেছেন তাঁর নিজের ব্যাপারে। আর আল্লাহ তায়ালা তো বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।" সূরা আলে ইমরান : ৩০

তখন সেখানে মানুষ তার আমল উপস্থিত পাবে। তার সামনে দেখতে পাবে তার আমল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

"আমাদের এ লেখনী তোমাদের ব্যাপারে যথার্থ কথাই বলবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা করতে– আমি তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।" সূরা জাসিয়া : ২৯

এভাবে আমলনামা মানুষের ব্যাপারে যথার্থ সাক্ষ্য দেবে। তারপর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিমাপকারী 'মিযান' স্থাপন করবেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ؕ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿۴۷﴾

"কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। ফলে, কারও প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। আমল যদি শস্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয়, তবুও তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" সূরা আম্বিয়া : ৪৭

মানুষকে তিনটি দলে বিভক্ত করার মাধ্যমে এই বিচারপ্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটবে–

১. السابقون المقربون (অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত)

২. أصحاب اليمين (ডানদিকের লোকজন)

৩. أصحاب الشمال (বামদিকের লোকজন)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হাকিমে এ তিন শ্রেণির পরিচয় উল্লেখ করে বলেন–

فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿۸۹﴾ وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۰﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۱﴾ وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۹۲﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿۹۳﴾ وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿۹۴﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۹۵﴾

"আর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্য রয়েছে সুরভিত ফুলেল উদ্যান আর নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত। আর সে যদি ডানদিকের লোকদের একজন হয়, তাহলে তাকে বলা হবে– 'হে ডান পার্শ্ববর্তী! তোমাকে সালাম।' আর সে যদি হয় বিভ্রান্ত মিথ্যাবাদীদের একজন, তবে তার আতিথ্য হবে টগবগে ফুটন্ত পানি আর জাহান্নামের দহন। এ তো নিশ্চিত সত্য বিষয়।" সূরা ওয়াকিয়া : ৮৮-৯৫

জান্নাতে বস্তুগত ও মানসিক এমন নিয়ামত থাকবে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, আর কোনো হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾

"কোনো ব্যক্তিই জানে না, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ চোখ জুড়ানো কী কী তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে!" সূরা সাজদাহ : ১৭

www.bjilibrary.com

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ীরূপে বসবাস করবে। আরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই মহাসাফল্য।" সূরা তাওবা : ৭২

জাহান্নামে বস্তুগত ও মানসিক এমন শাস্তি থাকবে, যা কুরআন বর্ণনা করেছে। আর এ ব্যাপারে মুমিনদের সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। আর জাহান্নামে নিয়োজিত আছে নির্মম ও কঠোরস্বভাব ফিরিশতারা, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেছেন, তা কখনও অমান্য করে না আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়, শুধু তা-ই করতে থাকে।" সূরা তাহরিম : ৬

...كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

"যখনই তাদের চামড়া পুড়ে পাকা দগ্ধ হবে, তখনই তার স্থলে আমি নতুন চামড়া বদলে দেবো– যাতে করে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" সূরা নিসা : ৫৬

www.bjilibrary.com

৪. সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও অশেষ দয়ার অধিকারী। তিনি মানবজাতির প্রতি তাঁর দয়াকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দিশাহীনভাবে ছেড়ে দেননি; বরং মানুষের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূলদের পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ... ﴿١٦٥﴾

"এটা এজন্য যে, রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর প্রতি মানুষের অনুযোগের কোনো সুযোগ যেন না থাকে।" সূরা নিসা : ১৬৫

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জাতির কাছেই রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴿٣٦﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।" সূরা নাহল : ৩৬

...وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

"এমন কোনো জাতি নেই, যাদের প্রতি কোনো সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।" সূরা ফাতির : ২৪

কুরআনের বর্ণনামতে, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির কাছে তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে প্রমাণ সাব্যস্ত করা ব্যতীত তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। রাসূল এসে তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেবেন। তিনি মানুষকে রবের প্রতি তাদের কী কর্তব্য তা বুঝিয়ে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"আর আমি রাসূল পাঠানো ছাড়া শাস্তি প্রদানকারী নই।" সূরা ইসরা : ১৫

www.bjilibrary.com

এ কারণে বিজ্ঞ আলিমরা এ মত পোষণ করেন যে– অমুসলিম জাতিগুলোর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের কাফির এবং পরকালে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত করা হবে না। তারা যেন দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা, গবেষণা ও অনুসন্ধান করে তা অনুধাবন করার সুযোগ পায়। এমনকি, অপূর্ণাঙ্গ ও বিকৃত দাওয়াত পৌঁছলেও তাদের অবহেলা প্রদর্শনকারী বা বিরোধিতাকারী সাব্যস্ত করা হবে না।

এ কথা চিরসত্য যে, মানুষ চিরকাল নবিদের আনীত হিদায়াতের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল এবং থাকবে। কারণ, আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে নবি আলাইহিমুস সালামদের নির্বাচিত করেছেন, অনুসরণীয় হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং চরিত্রগত দিক থেকে সম্মানিত করেছেন। সর্বোপরি, তাদের আকল ও হিকমত দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ...﴿١٢٤﴾

"আল্লাহই ভালো জানেন তাঁর রিসালাতের জন্য কাকে মনোনীত করতে হবে।"
সূরা আনআম : ১২৪

আকল (মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি) একাকী সব হাকিকত উদ্‌ঘাটনে সক্ষম নয়; বিশেষত আল্লাহ তায়ালার প্রিয় ও সন্তুষ্টিমূলক বিষয়গুলোর ব্যাপারে। এ কারণে, আকল সব সময় এমন একটি সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী– যা তাকে চলার পথে ভুল করলে শুধরে দেবে এবং বিকৃত পথ ধরে এগোলে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আর সে-ই সাহায্যকারী হলো– 'ওহি'। এমনকি, কোনো বিষয়ে আকল যদি প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়ও, তবে সে বিষয়েও ওহি তার জন্য প্রাপ্তির চেয়ে বেশি প্রাপ্তি স্বরূপ (নূরুন আলা নূর) হবে।

রাসূলদের দায়িত্ব হলো– মানুষকে আল্লাহ-নির্দেশিত সিরাতে মুস্তাকিম দেখিয়ে দেওয়া। বান্দারা যে পথে চললে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন, তা-ই সিরাতে মুস্তাকিম। নবি-রাসূলদের আরও দায়িত্ব হলো, মানবজীবনের বড়ো বড়ো ক্ষেত্রগুলোতে ন্যায়ের পথ বাতলে দেওয়া– যে ইস্যুগুলোতে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি খুব কমই মতৈক্যে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ...﴿٢٥﴾

"অবশ্যই, আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি। আর তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"
সূরা হাদিদ : ২৫

www.bjilibrary.com

মানুষের মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করাও রাসূলদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বিধানকে কোনো মুমিন ব্যক্তি কখনোই পরিত্যাগ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ ...﴿٢١٣﴾

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাহ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নবিগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। আর তাদের সাথে নাযিল করেন সত্যসহ কিতাব– যাতে মানুষ যে বিষয়ে মতভেদ করে, সেসবের মীমাংসা করতে পারেন।" সূরা বাকারা : ২১৩

ইতিহাস ও মানব-অভিজ্ঞতা এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মানুষ সব সময় তার চেয়ে উঁচু কোনো শক্তিশালী সত্তার প্রতি মুখাপেক্ষী; যে শক্তিশালী সত্তা তাকে শুধু আকলের ওপর ছেড়ে না দিয়ে তার জন্য ভালো ও কল্যাণকর বিষয়গুলোকে আবশ্যক করে দেবে। আমরা দেখি, অধিকাংশ সময় মানুষের কাছে অকল্যাণ থেকে কল্যাণ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও ত্বরিত স্বার্থচিন্তার কাছে পরাজিত হয়ে যায়। ফলে তারা এমন আইন ও বিধানেরও স্বীকৃতি দেয়, যা আদতে তাদের উপকার করে না; বরং ক্ষতি করে।

আমরা আমেরিকায় দেখেছি, মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিকগুলো প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তারা মাদক নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু তারা তাদের প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে গেল। ফলে তারা আবারও মাদক উৎপাদন, প্রচার-প্রসার, ক্রয়-বিক্রয় ও পান আইনসিদ্ধ করে নিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞার দাবি এটাই যে, প্রত্যেক রাসূলই স্বীয় জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হবেন। তাঁর রিসালাত একটি নির্দিষ্ট যুগের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে, যেন আল্লাহ তায়ালা আরেকজন নবি পাঠাতে পারেন আর সে নবির জন্য পূর্ববর্তী রিসালাতের বিধিবিধান থেকে সময় ও স্থান উপযোগিতা বিবেচনা করে যা রহিত করতে চান, তা যেন রহিত করতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۭ ...﴿٤٨﴾

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি শরিয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।" সূরা মায়িদা : ৪৮

www.bjilibrary.com

নবি আলাইহিমুস সালামগণ তাদের পূর্ববর্তী রাসূলের শরিয়াহর অনুগামী হতেন। উদাহরণত, বনি ইসরাইলের অধিকাংশ নবি তাদের পূর্ববর্তী রাসূলের শরিয়তকে অনুসরণ করেছেন।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সা.-কে সকল যুগ, স্থান ও সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য রিসালাহ দিয়ে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাত সকল যুগের জন্য উপযোগী, সকল কালের জন্য চিরস্থায়ী এবং মানুষের সকল বিষয় শামিলকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

"আমি আপনাকে বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ ... ﴿٤٠﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবি।" সূরা আহযাব : ৪০

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

"আমি আপনার প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, দয়া ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ কিতাব নাযিল করেছি।" সূরা নাহল : ৮৯

মানুষ এখন তার সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ রাসূলকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব দিয়ে পাঠালেন। কেননা, মানুষের নিকট এখন সর্বশেষ কিতাব ও সর্বশেষ শরিয়াহসহ সর্বশেষ রাসূল পাঠানোর উপযুক্ত সময় হয়ে গেছে। আর এ শরিয়াহ এমনসব মূলনীতি ধারণ করে– যা তাকে সকল যুগ ও কালের উপযোগী করে তোলে।

আল্লাহ তায়ালা এ শরিয়াহকে চিরস্থায়ী ও ব্যাপকতার উপাদানে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, যার ফলে এ শরিয়াহ অগ্রযাত্রার মিছিল থেকে কখনও পিছিয়ে যাবে না। এ শরিয়াহ সব যুগের সব রোগীর সব সমস্যা নিজস্ব ফার্মেসির ওষুধ দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম।

ইসলামি শরিয়াহর মূল উৎসসমূহে এমন প্রাচুর্যতা ও প্রশস্ততা রয়েছে যে, যার ফলে এ শরিয়াহ কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম এবং সকল সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতেও সমর্থ।

www.bjilibrary.com

ইসলামি আকিদা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কারণ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কিতাব ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসকে ঈমানের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে। এটা ব্যতীত ঈমান বিশুদ্ধ হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ ... ﴿۱۷۷﴾

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানো প্রকৃত সৎকর্ম নয়; বরং সৎকর্ম হলো– আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবিগণের প্রতি ঈমান আনা।" সূরা বাকারা : ১৭৭

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

"তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি– যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে; যা ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে; আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিগণকে তাদের রবের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে; আমরা তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।" সূরা বাকারা : ১৩৬

এ আকিদা গড়ার কাজ করে; ধ্বংস করে না। এ আকিদা পূর্ণতা দানকারী, পরিশুদ্ধকারী ও সত্যায়নকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূল সা.-কে লক্ষ করে বলেন–

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ... ﴿۴۸﴾

"আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যসহ কিতাব, যা পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।" সূরা মায়িদা : ৪৮

৫. ইবাদত

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা সকল মুকাল্লাফ[৭]-কে যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তিনি তাদের স্রষ্টা। তিনি অসংখ্য নিয়ামতের মাধ্যমে তাদের জীবন পূর্ণ করে দিয়েছেন। এসব নিয়ামতের মধ্যে রয়েছে তাদের জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষা, পৃথিবীর সবকিছু তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করা, তাদের কাছে প্রেরিত রাসূল এবং রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করা কিতাব। আর এ সকল নিয়ামত, যার ছায়ায় সমস্ত সৃষ্টিজগৎ বসবাস করছে, তার সবকিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ... ﴿٥٣﴾

"তোমাদের কাছে যেসব নিয়ামত রয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত।" সূরা নাহল : ৫৩

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا... ﴿١٨﴾

"তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।" সূরা নাহল : ১৮

আর এ কারণে, সুমহান প্রতিপালক, যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন, যিনি তাকদির নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর পথের দিশা দিয়েছেন (সূরা আলা : ২-৩), তাঁর অধিকার হলো– সকল মানুষ ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর অভিমুখী হবে। কারণ, এ ইবাদতকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।

---

৭. 'মুকাল্লাফ' শব্দের শাব্দিক অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত বা যার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– যার ওপর শরিয়তের হুকুম বর্তায় বা যে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম পালন করতে দায়বদ্ধ, তাকেই মুকাল্লাফ বলা হয়। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" সূরা যারিয়াত : ৫৬

এ ইবাদতের মধ্যে কিছু আছে বাধ্যতামূলক (ফরজ), কিছু আছে অতিরিক্ত (নফল); কিছু আছে প্রকাশ্য, কিছু অপ্রকাশ্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য ইবাদতগুলো হলো দ্বীনের প্রধান 'শিয়ার' বা নিদর্শনমূলক ইবাদত। এসব ইবাদতকে ইসলামের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। তা হলো– নামাজ, যাকাত, রোজা ও বায়তুল্লায় হজ আদায়। যে ব্যক্তি এসব ইবাদতের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে বা এর কোনোটির মর্যাদা হালকা করে দেখবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার ওপর মুরতাদের বিধান আরোপিত হবে। কারণ, ইসলাম যেসব বিষয় আবশ্যক করে দিয়েছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এ সকল ইবাদতের মধ্যে কিছু ইবাদত শারীরিক; যেমন– সালাত ও সাওম। সালাত হলো 'কিছু করা' আর সাওম হলো 'কিছু না করা'। আবার, কিছু ইবাদত আছে, যা নিরেট আর্থিক; যেমন– যাকাত। আর কিছু ইবাদত আছে, যা শারীরিক ও আর্থিক উভয়টির সমন্বয়ে হয়ে থাকে; যেমন– হজ।

এ সকল ফরজ ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু নফল ইবাদত আছে। যেমন– নফল সালাত, নফল সদাকা, নফল সাওম, নফল হজ তথা উমরাহ।

আরও বিভিন্ন নফল ইবাদত আছে। যেমন– কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল, তাকবির, দুআ-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার যিকর, নবি সা.-এর প্রতি দুরুদ পাঠ প্রভৃতি।

কিছু অপ্রকাশ্য ইবাদতও রয়েছে। দ্বীন-ইসলামে এসব অপ্রকাশ্য ইবাদতের রয়েছে যথার্থ মর্যাদা, আর আল্লাহর নিকটও এসব ইবাদতের বিশাল প্রতিদান রয়েছে। যেমন– বিশুদ্ধ নিয়ত, তাওবা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, নিয়ামতের শুকরিয়া, বিপদে সবর, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর জন্য ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা, তাঁর আযাবের ভয় এবং প্রতিটি কাজে তাকে স্মরণ করা।

www.bjilibrary.com

আরও কিছু ইবাদত রয়েছে– যা দ্বীনের 'শিয়ার' বা নিদর্শন নয় বটে, কিন্তু আবশ্যকীয়। যেমন– পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, প্রতিবেশীর সাথে সদাচার, দুর্বলদের প্রতি কল্যাণকামিতা, দুঃখীকে সাহায্য করা, বিপদগ্রস্তদের বিপদ লাঘবকরণ, কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, কল্যাণের প্রতি আহ্বান, দ্বীনের ক্ষেত্রে কল্যাণকামিতা, পারস্পরিক হক ও সবরের উপদেশ, এতিমের প্রতি সদাচার, মিসকিনদের খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান, জুলুম ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ, হাত বা মুখ অথবা অন্তর দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। অবশ্য অন্তর দ্বারা মন্দের প্রতিবাদ করা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। আরও রয়েছে হাত বা সম্পদ অথবা মুখ দিয়ে জিহাদ করা।

একজন মুসলিম ব্যক্তির অন্য যেকোনো মানুষের জন্য করা প্রতিটি ভালো কাজই একেকটি ইবাদত; হোক তা একটি মিষ্টি হাসি, একটি উত্তম কথা বা রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।

এ সকল কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ– যা আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় সকল কথা ও কাজকে শামিল করে। আর সে কাজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারাও হতে পারে, আবার অন্তর দ্বারাও হতে পারে।

এমনকি কোনো ব্যক্তির জীবিকা উপার্জনের প্রচেষ্টাও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম– যদি তাতে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলা হয় এবং অন্য মানুষের হক নষ্ট করা না হয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক চাহিদাও হালাল পন্থায় মেটায় আর তাতে নিয়তের পরিশুদ্ধি থাকে, তবে তা-ও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। হাদিসে এসেছে–

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " .

"রাসূল সা. বলেন– 'তোমাদের স্ত্রীদের যোনিতেও (স্ত্রী-মিলনে) তোমাদের জন্য সদাকা রয়েছে।' সাহাবারা (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! একজন তার চাহিদা মেটাবে, এটাতেও কি তার জন্য সওয়াব আছে?' রাসূল সা. বললেন– 'যদি সে এ চাহিদা হারাম পন্থায় মেটাত, তবে তার কি গুনাহ হতো না? সে যেহেতু হালাল পন্থায় তার চাহিদা মিটিয়েছে, তাই সে সওয়াব পাবে'।"[৮]

৮. মুসলিম : যাকাত [১০০৬], আহমাদ [২০৪৯৬], হাদিসটি আবু যার রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

ইবাদত সমগ্র জীবনকে অন্তর্ভুক্তকারী বিস্তৃত বিষয়। মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজকেই তা শামিল করে। ফলে, একজন মুসলিম সদিচ্ছা ও বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে সহজেই তার সকল অভ্যাসগত কর্ম ও সাধারণ জীবনাচারকে ইবাদত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে পারে। রাসূল সা. বলেন–

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।"[৯]

এভাবেই সমস্ত দুনিয়া মুসলিমের জন্য মসজিদ ও ইবাদতগাহে পরিণত হয়। তারা দুনিয়ায় যে কাজই করুক না কেন– তা আল্লাহর ইবাদত হিসেবেই করে। একজন কৃষক উত্তমরূপে চাষাবাদের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে। একজন শিল্প-কারিগর সঠিক পন্থায় তার কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে। একজন ব্যবসায়ী সৎপন্থায় সুচারুরূপে ব্যাবসা করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে। একজন কর্মকর্তা তার নিজস্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে। একজন ছাত্র সঠিকভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে।

প্রতিটি মানুষ তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব যথাযথ পালনের মাধ্যমে তার রবের ইবাদতই করে। আর এভাবেই জীবন উন্নত হয়, মানুষ পরিশুদ্ধ হয়। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে একটি জাতি সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে যায়, যখন তারা তাদের হাত আল্লাহর হাতে রাখে। ফলে, শয়তান পরাজিত ও বিতাড়িত হিসেবে তাদের কাছ থেকে দূরে পলায়ন করে।

৯. বুখারি : ওহির সূচনা [১]

www.bjilibrary.com

৬. আখলাক

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম আখলাকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" সূরা কালাম : ০৪

রাসূল সা. আখলাকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

"আমি উত্তম আখলাকের পূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।"[১০]

দ্বীনের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ফরজ ইবাদতগুলোর আখলাক সংক্রান্ত কিছু মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) রয়েছে। ইসলাম চায় ফরজ ইবাদতসমূহ পালনের মাধ্যমে মানুষ চারিত্রিক গুণ অর্জন করবে। যদি এ গুণগুলো অর্জন না হয়, তবে তাদের ইবাদত অন্তঃসারশূন্য ও আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সালাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ...﴿٤٥﴾

"নিশ্চয় সালাত (আদায়কারীকে) অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" সূরা আনকাবুত : ৪৫

---

১০. মুসানাদে আহমাদ [৮৯৫২], এ কিতাবে সালিহুল আখলাক শব্দে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ শক্তিশালী। বুখারি ফিল আদাবিল মুফরাদ [১০৪/১], হাকিম ফি তাওয়ারিখিল মুতাকদ্দিমিন [৬৭০/২], হাকিম হাদিসটিকে মুসলিমের শর্তে সহিহ বলেছেন। যাহাবিও এতে একমত পোষণ করেছেন। বায়হাকি ফিশ-শুয়াব : হুসনুল খুলক [২৩০/৬], বায়হাকি ফিল কুবরা : শাহাদাত [১৯১/১০], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি তাঁর সহিহায় হাদিসটি সহিহ হিসেবে গণ্য করেছেন [৪৫]।

www.bjilibrary.com

যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا... ﴿١٠٣﴾

"এর ফলে তুমি তাদের পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও উন্নত করবে।" সূরা তাওবা : ১০৩

সিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"যাতে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে।" সূরা বাকারা : ১৮৩

হজ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ... ﴿٢٨﴾

"যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।" সূরা হজ : ২৮

ইবাদতের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত না হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন–

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

"অনেক সিয়াম পালনকারী আছে, যাদের সিয়ামের বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। অনেক সালাত আদায়কারী আছে, যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না।"[১১]

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করবে না, তার খাদ্য ও পানীয় বর্জনে (রোজা রাখায়) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"[১২]

---

১১. ইবনে মাজাহ : সিয়াম [১৬৯০], তিরমিযি : রিকাক [২৭২০], নাসায়ি ফিল কুবরা : সিয়াম [৩৯০/২], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি তাঁর 'সহিহি ইবনে মাজাহ'-তে হাদিসটি সহিহ হিসেবে গণ্য করেছেন [১৩২১]।

১২. বুখারি : সাওম [১৯০৩], মুসনাদে আহমাদ [৯৮৩৯], আবু দাউদ : সাওম [২৩৬২], তিরমিযি : সাওম [৭০৭], ইবনে মাজাহ : সিয়াম [১৬৮৯], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম আখলাককে ঈমানের বাস্তব রূপদানকারী হিসেবে অভিহিত করেছে। কুরআন মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলছে–

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ﴿٤﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ﴿٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ﴿٨﴾

"যারা তাদের সালাতে ভীত-অবনত। যারা অনর্থক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। যারা পরিশুদ্ধির কাজে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত– এতে তারা নিন্দিত হবে না। যারা এদের বাইরে অন্য কিছু কামনা করবে, তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।" সূরা মুমিনুন : ২-৮

সহিহ হাদিসগুলোতে আখলাক ও উত্তম মানবীয় গুণাবলিকে 'শুআবুল ঈমান' তথা ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[১৩]

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

"মুমিন তো সে-ই, যার নিকট অন্য মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ।"[১৪]

---

১৩. বুখারি : আদাব [৬১৩৮], মুসলিম : ঈমান [৪৭], মুসনাদে আহমাদ [৯৫৯৫], আবু দাউদ : আদাব [৫১৪৫], তিরমিযি : সিফাতুল কিয়ামাত [২৫০০], ইবনে মাজাহ : ফিতান [৩৯৭১], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৪. মুসনাদে আহমাদ [৮৫৭৫], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ শক্তিশালী। তিরমিযি : ২৬২৭, তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন। নাসায়ি [৪৯৯৫], তিরমিযি ও নাসায়ি উভয় কিতাবে হাদিসটি ঈমান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হিব্বান : ঈমান [৪০৬/১], হাকিম : ঈমান [৫৪/১], হাকিম হাদিসটিকে মুসলিমের শর্তে সহিহ বলেছেন। আর, যাহাবি এ সম্পর্কে চুপ থেকেছেন। হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আর যে ব্যক্তি অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করে, তার থেকে ঈমানের ছায়া উঠিয়ে নেওয়া হয়। রাসূল সা. বলেন–

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...

"কোনো ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। কোনো মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। কোনো চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না...।"[১৫]

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ.

"ওই ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে; অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও উদরপূর্তি করে রাত্রি যাপন করে।"[১৬]

ইসলাম আখলাককে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আখলাকের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নায় আদেশ-নিষেধ এসেছে। সুতরাং, উত্তম আখলাক আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট আবশ্যক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, মন্দ আখলাক আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ হারাম বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ওয়াদা পালন, সৃষ্টির প্রতি দয়া, সুখ-দুঃখে সবর, লজ্জাশীলতা, বিনয়, ঈমান নিয়ে সম্মানবোধ, সাহসিকতা, বদান্যতা, সংযম, সহিষ্ণুতা, প্রতিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া, রাগ সংবরণ করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, নিকটাত্মীয়দের প্রতি দানশীলতা, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণ, এতিম-মিসকিন-পথচারী ও চাকর-বাকরদের প্রতি দয়া করা, দুর্বলকে সাহায্য করা এবং দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো– এ সকল উত্তম গুণাবলি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এ গুণাবলির ব্যাপারে মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সৎকর্মশীল আল্লাহভীরু বান্দাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

---

১৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি। বুখারি : মাযালিম [২৪৭৫], মুসলিম : ঈমান [৫৭], মুসনাদে আহমাদ [১০২১৬], তিরমিযি : ঈমান [২৬২৫], নাসায়ি : কাতয়ুস সারিক [৪৮৭১], ইবনে মাজাহ : ফিতান [৩৯৩৬]। হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৬. তাবারানি ফিল কাবির [২৫৯/১], হাদিসটি আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। হায়সামি তাঁর মাজমায়ুয-যাওয়ায়িদে বলেন, হাদিসটি তাবারানি ও বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। বাজ্জারের সনদটি হাসান। নাসির উদ্দিন আলবানি তাঁর সহিহুল জামিতে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন [৫৫০৫]।

www.bjilibrary.com

এ গুণাবলির ব্যাপারে সূরা আনফালের প্রথমাংশ, সূরা মুমিনুনের প্রথমাংশ, সূরা রাদের মধ্যবর্তী অংশ এবং রহমানের বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা ফুরকানের শেষাংশে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা যারিয়াত ও সূরা মাআরিজসহ কুরআনের আরও অসংখ্য সূরায় আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল বান্দাদের গুণাবলি হিসেবে এ উত্তম গুণাবলিগুলো বর্ণিত হয়েছে। আর সহিহ হাদিসও এসব উত্তম গুণাবলিকে 'শুআবুল ঈমান' বা ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে।

মন্দ আখলাক হচ্ছে– জুলুম, সীমালঙ্ঘন, মিথ্যা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ওয়াদাভঙ্গ, নিষ্ঠুরতা, নির্লজ্জতা, অহমিকা, নতজানুতা, পরনিন্দা, চোগলখোরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীল কর্ম, মদ্যপান, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, মিসকিন ও মুসাফিরের সাথে দুর্ব্যবহার করা, সত্য-সবর-দয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক উপদেশ প্রদান ত্যাগ করা, অন্যায় কাজে বাধা না দেওয়া, জুলুম ও জুলুমের সাহায্যকারীর বিরোধিতা করতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি।

ইসলামে এ সকল নিন্দনীয় গুণাবলি হারাম ও মুনকার কাজের অন্তর্ভুক্ত; এমনকি এর মধ্যে কিছু কিছু কবিরা গুনাহও। এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নায় আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে-ই তো এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর মিসকিনদের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।" সূরা মাউন : ১-৩

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহমিকা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৭]

---

১৭ মুসলিম : ঈমান [৯১], মুসনাদে আহমাদ [৩৭৮৯], আবু দাউদ : লিবাস [৪০৯১], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস-সিলাহ [১৯৯৮], ইবনে মাজাহ : মুকাদ্দামা [৫৯]। হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ...

"কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে।"[১৮]

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ...يَا عِبَادِي، إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلاَ تَظَالَمُوا.

"কারও সাথে শরিক হওয়া থেকে আমিই অধিক অমুখাপেক্ষী। যদি কেউ এমন আমল করে, যাতে আমার সাথে অপরকে শরিক করা হয়, আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি...। আমি নিজের জন্য জুলুম করাকে হারাম করেছি। আর এ জুলুম তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। অতএব, তোমরা পরস্পরের প্রতি জুলুম করো না।"[১৯]

فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

"পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ মৃত্যুতুল্য ভয়াবহ।"[২০]

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ

"মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শিরকের সমপর্যায়ভুক্ত।"[২১]

---

১৮. মুসলিম : আল বিররু ওয়াস-সিলাহ [২৫৬৪], মুসনাদে আহমাদ [৭৭২৭], আবু দাউদ : আদাব [৪৮৮২], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস সিলাহ [১৯২৭], ইবনে মাজাহ : যুহদ [৪২১৩], আবু দাউদ : আদাব [৪২৩৮]। এই হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৯. মুসলিম : আল বিররু ওয়াস-সিলাহ [৪৬৭৪], মুসনাদে আহমাদ : [২১৪২০], হাদিসটি আবু যার গিফারি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২০. মুসনাদে আহমাদ [২৭৫০৮], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ সহিহ। আবু দাউদ : আদাব [৪৯১৯], তিরমিযি : সিফাতুল কিয়ামাত [২৫০৯], তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন। ইবনে হিব্বান : আস-সুলহ [৪৮৯/১১], হাদিসটি আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২১. মুসনাদে আহমাদ [১৬৯৪৩], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদটি সুফিয়ান আল আসফারির পিতার সম্পর্কে না জানা থাকার কারণে দুর্বল। আবু দাউদ : আকদিয়া [৩৫৯৯], তিরমিযি : শাহাদাত [২৩০০], তিরমিযি বলেন, হাদিসটি আমার নিকট অধিক বিশুদ্ধ। ইবনে মাজাহ : আহকাম [২৩৭২], হাদিসটি খুরাঈম ইবনে ফাতিক থেকে বর্ণিত। আলবানি তাঁর 'যয়িফি আবি দাউদ'-এ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।

www.bjilibrary.com

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ

"এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে যাবে। সে বিড়ালটিকে (খাবার না দিয়ে) আটকে রেখেছিল। ফলে সেটি মারা যায়।"[২২]

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

"আমি কি তোমাদের সবচেয়ে ভয়াবহ কবিরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো– আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যতা।"[২৩]

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

"কোনো (আত্মীয়তার সম্পর্ক) ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২৪]

قاطع বা ছিন্নকারী শব্দটি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। এটাই অগ্রগণ্য। قاطع শব্দটি ডাকাত অর্থেও ব্যাখ্যা করা হয়।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"কোনো চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২৫]

قتات শব্দটি চোগলখোর অর্থ প্রকাশ করে।

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

---

২২. বুখারি : বাদয়ুল খলক [৩৩১৮], মুসলিম : সালাম [২২৪২]। হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. বুখারি : শাহাদাত [২৬৫৪], মুসলিম : ঈমান [৮৭], মুসনাদে আহমাদ [২০৩৮৫], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস-সিলাহ [১৯০১], হাদিসটি হযরত আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২৪. বুখারি : আদাব [৫৯৮৪], মুসলিম : আল বিররু ওয়াস সিলাহ [২৫৫৬], মুসনাদে আহমাদ [১৬৭৩২], আবু দাউদ : যাকাত [১৬৯৬], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস-সিলাহ [১৯০৯], হাদিসটি যুবাইর ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২৫. বুখারি : আদাব [৬০৫৬], মুসলিম : ঈমান [১০৫], মুসনাদে আহমাদ [২৩২৪৭], আবু দাউদ : আদাব [৪৮৭১], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস-সিলাহ [২০২৬], হাদিসটি হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

"কোনো ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। কোনো চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোনো মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ্যপান করে না।"[২৬]

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় আখলাক প্রতিটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলাম জীবনের কোনো অঙ্গন থেকে মূল্যবোধকে পৃথক করে না, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ভিন্ন এক দর্শন লালন করে। তারা জ্ঞান ও আখলাক, অর্থনীতি ও আখলাক, রাজনীতি ও আখলাক, যুদ্ধ ও আখলাকের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আর ইসলামে এ বিষয়গুলো আখলাকের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

'উদ্দেশ্য সৎ হলে পদ্ধতি নির্দোষ'– ইসলাম এ মতবাদে বিশ্বাসী না। ফলে, ইসলাম মহৎ উদ্দেশ্য পৌঁছাতে অন্যায় ও আখলাকবিরোধী কোনো পন্থা অবলম্বন করাকে বৈধ জ্ঞান করে না। ইসলাম পবিত্র পন্থায় মহৎ উদ্দেশ্যে পৌঁছতে চায়। ইসলাম কখনও মিথ্যার সাহায্যে সত্যের কাছে পৌঁছানোকে সমর্থন করে না। ফলে সুদ, ঘুস ও মজুদদারির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করাও সমর্থন করে না। রাসূল সা. বলেন–

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।"[২৭]

---

২৬. বুখারি : আশরিবা [৫৫৭৮], মুসলিম : ঈমান [৫৭], নাসায়ি : কাতউস সারিক [৪৮৭০], ইবনে মাজাহ : ফিতান [৩৯৩৬], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

২৭. মুসলিম : যাকাত [১০১৫], মুসনাদে আহমাদ [৮৩৪৮], তিরমিযি : তাফসিরুল কুরআন [২৯৮৯], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৭. শরিয়াহ্ ও দণ্ডবিধি

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামি শরিয়াহ একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ। একজন ব্যক্তির সাথে তার প্রভু, তার ব্যক্তিসত্তা, তার পরিবার, সমাজ, জাতি, গোটা মানবজাতি এবং সর্বোপরি তার আশেপাশের সবকিছুর মাঝে সম্পর্কের মূলনীতিসমূহ সুবিন্যস্ত করতেই ইসলামের আবির্ভাব।

ইসলাম মানবজীবনের সকল ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়। ইসলাম ইবাদত ও ইবাদতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি যেমন– মানত, শপথ, কুরবানি ও যবেহ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিবাহ ও পরিবার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকেও (ফিকহুল উসরাহ) অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যাবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনও ইসলামি বিধিবিধানের মধ্যে শামিল।

ইসলাম রাজনৈতিক বিধান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন খিলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থা, মন্ত্রণালয়, শাসকের ওপর জনগণের অধিকার ও জনগণের ওপর শাসকের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়েও কথা বলে। একইভাবে যুদ্ধ ও সন্ধিকালীন সময়ে মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য জাতির সাথে কীরূপ পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করবে, তার মূলনীতিও ইসলাম বর্ণনা করে। অপরাধ ও এর প্রতিবিধান নিয়েও ইসলাম কথা বলে– যা ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধির ফিকহ হিসেবে পরিচিত; যেমন– হুদুদ ও কিসাস।

ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি বিশাল-বিস্তৃত ইসলামি শরিয়াহর একটি দিক মাত্র। কিন্তু আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ করি যে, যারা মানুষকে শরিয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানায়, তারা শরিয়াহ বলতে শুধু শাস্তি ও দণ্ডবিধিগুলো যেমন– চোরের হাত কাটা, যিনাকারীকে বেত্রাঘাত বা রজম করা এবং মদপানকারীকে বেত্রাঘাত ইত্যাদি বোঝায়।

অধিকাংশ দণ্ডবিধি মাদানি যুগের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থিতিশীলতা লাভ করেছে।

www.bjilibrary.com

চুরির দণ্ডবিধি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا ...﴿٣٨﴾

"পুরুষ চোর ও নারী চোর– উভয়ের হাত কেটে দাও।" সূরা মায়িদা : ৩৮

আল্লাহ তায়ালা ডাকাতির দণ্ড সম্পর্কে বলেন–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا ...﴿٣٣﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে।" সূরা মায়িদা : ৩৩

সকল দণ্ডবিধি কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামি শরিয়াহকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এমন সমাজে চুরির দণ্ডবিধি কার্যকর করা বৈধ হবে না, যেখানে মানুষ বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও সম্পদের অসম বণ্টননীতির করাল গ্রাসে জর্জরিত। এমন সমাজে চুরির দণ্ডবিধি কার্যকর করা বৈধ নয়, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার অনুপস্থিত। এমন সমাজে চুরির দণ্ডবিধি কার্যকর করা যথার্থ নয়, যে সমাজ ফরজ যাকাত আদায় করে না, বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে না, ক্ষুধার্তের খাবারের ব্যবস্থা করে না, বস্ত্রহীনের বস্ত্রের ব্যবস্থা করে না, গৃহহীনের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে না এবং নিরক্ষরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে না।

উমর রা. দুর্ভিক্ষের সময় চুরির দণ্ড স্থগিত রেখেছিলেন। কেননা, শুবহাত (সন্দেহ) থাকলে হুদুদ (দণ্ড) রহিত হয়। আর দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ দৃষ্টিতে শুবহাত এটাই যে, মানুষ এ অবস্থায় হয়তো অত্যধিক অভাবে পড়ে নিরুপায় হয়ে চুরি করেছে। আর এটাই দণ্ডকার্য রহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর এ নীতি এ উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে যে, যাতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, দণ্ডবিধি শুধু মানুষের মধ্যে যারা পথবিচ্যুত, তাদের জন্যই প্রণীত হয়েছে। আর সমাজের অধিকাংশ লোক পথবিচ্যুত বা বিকৃত নয়। বিকৃতিকারী ও ধ্বংসাত্মক চরিত্রের লোক সংখ্যায় সীমিত।

আসলে ইসলাম শুধু এজন্য আসেনি যে, অপরাধীদের দণ্ডবিধান করাই তার একমাত্র কাজ; বরং সর্বসাধারণকে পথ নির্দেশনা দিতে এবং তাদের বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলাম আগমন করেছে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম দণ্ডবিধান বাস্তবায়নকে অপরাধ দমনের প্রধান নিয়ামক মনে করে না। ইসলাম মনে করে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে তার মূল কারণগুলো নির্মূল করাই অপরাধ দমনের প্রধান নিয়ামক। কারণ, শাস্তিবিধানের চেয়ে অপরাধ ঘটার আগে তা প্রতিহত করাই অধিক কল্যাণকর পদ্ধতি।

আমরা যদি ব্যভিচারের মতো পাপের কথা বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, কুরআনে সূরা নূরের প্রথম দিকে একটিমাত্র আয়াত এ অপরাধের দণ্ড বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি হলো–

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার সময় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" সূরা নূর : ২

অথচ সূরা নূরেই আরও দশটি আয়াত আছে, যা এ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার গোঁড়ার কারণগুলো নির্মূলে নির্দেশনা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার এ কথাই যথেষ্ট যে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

"নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার করতে চায়, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন; তোমরা জানো না।" সূরা নূর : ১৯

আল্লাহ তায়ালা পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ ও এর আদব বর্ণনা, অপরের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে গৃহবাসীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার নির্দেশনা দিয়ে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" সূরা নূর : ২৭

www.bjilibrary.com

আর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– মুমিন পুরুষ ও নারীদের চারিত্রিক নির্মলতা ও নিষ্কলুষতার ওপর গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে এ অপরাধ গোড়াতেই নির্মূল করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চোখ অবনমিত রাখা ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করা এ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে হবে অন্তরায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ... ﴿۳۱﴾

"বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের গলা ও বুক অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে।..." সূরা নূর : ৩০-৩১

এ আয়াতে ব্যভিচার ও যৌন অপরাধ দমনে নতুন আরেকটি নীতি নির্দেশিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে– নারীদের এমন সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা পুরুষদের উত্তেজিত ও প্ররোচিত করে। এমন সৌন্দর্য, যা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ... ﴿۳۱﴾

"তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে।..." সূরা নূর : ৩১

আর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতটির সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে–

وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

"মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।" সূরা নূর : ৩১

ব্যভিচার দমনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইসলাম সমাজকে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে নির্দেশনা প্রদান করে। এটাকে একটা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ... ﴿٣٢﴾

"তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং যাদের স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা চরিত্রবান তাদেরও বিয়ে দাও। যদি তারা অভাবী হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন।..." সূরা নূর : ৩২

এ ব্যাপারে সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্বের দায়িত্ব হলো– হালাল সম্পর্ক স্থাপনের উপায় সহজ করা এবং হারামের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া। যেমন– বিবাহ ইচ্ছুকদের সামনে যে সকল বস্তুগত ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আছে– তা দূর করে দেওয়া। যেমন– মহরের পরিমাণে আধিক্য, ওলিমা অনুষ্ঠান ও সাজসজ্জায় অত্যধিক খরচসহ এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়। সারকথা হলো, দণ্ডবিধানই সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় নয়।

প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচারের ব্যাপারে অধিকাংশ আলিমের মত হচ্ছে– শরিয়াহর শর্তানুযায়ী অপরাধী যদি বিচারালয়ে স্বীয় অপরাধের চারবার স্বীকৃতি না দেয় অথবা চারজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে, তাহলেও দণ্ডবিধি কার্যকর যাবে না। আর একসাথে এরকম চারজন সাক্ষী আনয়ন করা আসলেই একটি কঠিন ব্যাপার। ফলে, রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোনো যিনার অপরাধ এরকম সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি। ইসলামি শরিয়াহর একটি মূলনীতি হলো, অপরাধ জনসম্মুখে প্রকাশ ও প্রচার না করা। আর যদি কেউ গোপনে এ পাপের দ্বারা পরীক্ষিত হয় এবং তাতে লিপ্ত হয়, তাহলে সে দুনিয়াবি শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু আখিরাতে তার হিসাবের ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালার ওপরই ন্যস্ত।

আমরা যদি আরেকটি অপরাধ যেমন চুরির দিকে তাকাই তাহলে দেখব, কুরআনুল কারিম শুধু সূরা মায়িদার দুটি আয়াতেই এর দণ্ডবিধি বর্ণনা করেছে। আয়াত দুটো হলো–

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾
فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

www.bjilibrary.com

"চোর পুরুষ হোক বা নারী হোক, তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি, আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড, আল্লাহ দুর্জয় শক্তিমান মহাপ্রজ্ঞাময়। তবে জুলুম করার পর কেউ যদি তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" সূরা মায়িদা : ৩৮-৩৯

মাক্কি ও মাদানি সূরা তথা পুরো কুরআনেই অগণিত আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জুলুমের প্রতিবিধান, মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বাস্তবায়ন, দরিদ্রদের খাবার দান, যাকাত প্রদান ও সমাজের অসহায় মানুষ তথা এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের মাঝে যুদ্ধলব্ধ ও অন্যান্য সম্পদের বণ্টন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে– যাতে সম্পদ শুধু ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।

চোরের হাত কাটাকে আজ আমরা আমাদের প্রধান দায়িত্ব মনে করেছি; এটা মস্ত বড়ো ভুল। আমরা অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারিনি, গৃহহীন লোকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারিনি, ক্ষুধার্তদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিনি এবং নিরাপত্তাহীন লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আল্লাহ তায়ালা কুরাইশদের খাদ্য ও নিরাপত্তা দান করেছেন; পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে ইবাদত দাবি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"অতএব, তারা যেন এ ঘরের রবের ইবাদাত করে, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।" সূরা কুরাইশ : ৩-৪

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাওবার মাধ্যমে অপরাধীর দণ্ড রহিত হয়ে যায়, যদি তাওবার সমস্ত নির্দশন স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে থাকে।

অনেকে ইসলামের দণ্ডবিধি ও শারীরিক শাস্তি বাতিল করার দাবি জানায়। তাদের লক্ষ্য, পাশ্চাত্যকে খুশি করা। আমি তাদের এ ধরনের দাবির কঠোর নিন্দা জানানোকে আবশ্যক মনে করছি। এ পাশ্চাত্য মন্দকে উত্তম এবং হারামকে হালালে পরিণত করেছে। তারা সকল নবির নবুওয়াতি আদর্শ থেকে বের হয়ে গেছে। এমনকি, তারা পুরুষ-পুরুষ ও নারী-নারী বিয়ে হালাল করে দিয়েছে। বস্তুত, যখন তোমার লজ্জা হারিয়ে যাবে, তখন তুমি যা মন চাইবে তা-ই করতে পারবে।

www.bjilibrary.com

৮. ইসলামের নির্ভুল উৎস : কুরআন ও সুন্নাহ

আমরা বিশ্বাস করি– ইসলামি জীবনব্যবস্থায় আকিদা, শরিয়াহ, আখলাক, মূল্যবোধ ও সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি সকল কিছুর প্রথম উৎস হলো কুরআন। এটি এমন এক নির্ভুল উৎস, যার মধ্যে কোনো দিক দিয়েই কোনো মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটি সকল নীতির মূলনীতি। এটি সকল উৎসের মূল উৎস। এ উৎস দ্বারাই ইসলামি জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। কুরআনের মাধ্যমেই আমরা সুন্নাহর প্রামাণ্যতার যুক্তি উপস্থাপন করি।

কালিমায় বিশ্বাসী এমন কোনো মুসলিম পাওয়া যাবে না, যে কুরআনের প্রামাণ্যতার বিষয়ে বিরোধিতা করে; সে যে কোনো মাযহাব বা দলেরই হোক না কেন। এমনকি এ ব্যাপারে সুন্নি, জাফরি, যায়দি, ইবাদি সবাই একই বিশ্বাস পোষণ করে।

জাফরি শিয়াদের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তারা কুরআনকে বিকৃত বা অপূর্ণাঙ্গ মনে করে, কিন্তু এ কথা তাদের বিজ্ঞ আলিমরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর আমরা তাদের থেকে যে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি, তাও এ কথাকে ভুল প্রমাণিত করে। আমরা যে কুরআনের সাথে পরিচিত, তাদের শিশুরা এই একই কুরআন মুখস্থ করে এবং মুখস্থের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখে। তাদের থেকে আমরা কুরআন মুখস্থকরণে এমনও অনেক বিরল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই– যা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই একই কুরআন তাদের আলিমরা তাফসির করে এবং আকিদার কিতাবে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। এই কুরআনই তারা তাদের ফিকহের কিতাবে প্রমাণস্বরূপ নিয়ে আসে। তাদের কাছে একই মাসহাফ বিদ্যমান– যা আমাদের কাছে আছে। এই একই মাসহাফই পড়া হয়, প্রচার করা হয় এবং শিক্ষা দেওয়া হয়।

কুরআন সকল মুসলিমের কিতাব। কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট, সহজ ও সুরক্ষিত করেছেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

"তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছেন।" সূরা নিসা : ১৭৪

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

"আমি কুরআনকে উপদেশ লাভের জন্য সহজ করেছি। উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" সূরা কামার : ১৭

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"আমি এ বাণী অবতীর্ণ করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষক।" সূরা হিজর : ৯

আল্লাহ তায়ালা এ কিতাবকে আরবি কুরআন ও বিধান হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনের ভাষা আরবি, কিন্তু বিষয়সূচি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে কুরআন বিশ্বজনীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

"কতই-না বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (ফুরকান) অবতীর্ণ করেছেন– যেন তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" সূরা ফুরকান : ১

বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তরজমা করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য– যাতে তারা সকল মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারে, নিজেদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শনের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে এবং ইসলামের বিশ্বজনীনতাকে প্রমাণ করতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে যে, এ তরজমাকে 'কুরআন' বলা যাবে না। এটা হলো কুরআনের ভাষ্য বা অর্থের অনুবাদ। এ কারণেই এ অনুবাদ অনুবাদকারীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। কিন্তু কুরআন কারও দিকে সম্পৃক্ত করা হয় না। একজনের অনুবাদ অন্যজন থেকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কুরআন কখনও ভিন্ন হয় না এবং এতে কোনো বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয় না।

সুন্নাহ হলো ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সা.-কে কুরআন বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...﴿٤٤﴾

"আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি 'আয-যিকর' (আল কুরআন)। তাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, তা যেন মানুষকে আপনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন।" সূরা নাহল : ৪৪

কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য 'ইলাহি পথনির্দেশ' আর সুন্নাহ সকল মানুষের জন্য 'নববি বায়ান'। সুন্নাহ হলো– যা নবি সা. থেকে কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি হিসেবে এসেছে।

কুরআন যা কিছু মুজমাল (অস্পষ্ট) রেখেছে, সুন্নাহ তা মুফাসসার (স্পষ্ট) করেছে। কুরআন যা আম (সাধারণ) রেখেছে, সুন্নাহ তা খাস (বিশেষায়িত) করেছে। কুরআন যা মুতলাক (শর্তহীন) রেখেছে, সুন্নাহ তা মুকাইয়াদ (শর্তযুক্ত) করেছে। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, রাসূল সা. স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলতেন না। রাসূল সা.-এর আনুগত্য করা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করারই নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...﴿٨٠﴾

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে প্রকারান্তরে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" সূরা নিসা : ৮০

এজন্য আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রাসূল সা.-এর আনুগত্য যুক্ত করা হয়েছে। আর এটাকে হিদায়াত ও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

"বলুন– তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তাঁর (রাসূলের) ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো, তাহলে সুপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।" সূরা নূর : ৫৪

www.bjilibrary.com

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ... ﴿٣١﴾

"(হে নবি,) আপনি বলে দিন– তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।" সূরা আলে ইমরান : ৩১

সুন্নাহ ব্যতীত কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথরূপে বোঝা সম্ভব নয়। তা কওলি (উক্তি) সুন্নাহ হোক (যা-ই মূলত অধিকাংশ) অথবা আমালি (কর্ম) সুন্নাহ হোক। যেমন– নামাজের বর্ণিত সুন্নাহসমূহ কিংবা হজের বিধানাবলির বর্ণনা। এসব আমালি সুন্নাহ সুনিশ্চিত মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

আবার, সুন্নাহকে যদি কুরআন থেকে পৃথক করা হয়, তা-ও যথাযথভাবে বোঝা যাবে না। সুন্নাহকে কুরআনের সীমানায় ও কুরআনের আলোকেই বুঝতে হবে। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ হলো একে অপরের বয়ান ও ব্যাখ্যা। আর বয়ান ও তার ব্যাখ্যা কখনও পরস্পর বিরোধী হতে পারে না।

সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য হলো, তা কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও অনুসারী উৎস। এ ব্যাপারে সকল ইসলামি মাযহাব ও শিক্ষাধারা একমত। এক্ষেত্রে কেবল জাফরি শিয়ারা মৌলিক দুটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে–

১. জাফরি শিয়ারা সুন্নাহ বলতে শুধু রাসূল সা.-এর সুন্নাহকে বোঝায় না; তাদের দৃষ্টিতে যারা নিষ্পাপ ইমাম, তাদের কথা-কর্মকেও তারা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে।

২. জাফরি শিয়ারা সুন্নাহর রিওয়ায়াত বা বর্ণনা নিয়েও ভিন্নমত পোষণ করে। তারা শুধু নিজেদের দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা এবং নিজেদের কাছে গ্রহণযোগ্য কিতাবে বর্ণিত সুন্নাহর প্রতি আস্থা রাখে।

এ মতভিন্নতার বাস্তব ফলাফল হলো এই যে, কিছু বিষয় ব্যতীত অনেক বিষয়ে তারাও অন্য সকল মাযহাবের সাথে একমত। আর যদি হাদিসের প্রতিও লক্ষ করি– যা জাফরি শিয়া ও অন্যান্য মাযহাবে দু পন্থায় বর্ণিত, তারপরও দেখতে পাব, অধিকাংশ বিষয়ে সকলে একমত; শুধু কিছু বিষয় মতভেদপূর্ণ। সুন্নি ও শিয়াদের মাঝে ফিকহি মতভেদ, সুন্নি মাযহাবসমূহের পারস্পরিক মতভেদের তুলনায় অতি বেশি নয়। বিশেষত আহলুল হাদিস ও আহলুর রায়ের মাঝে যত ফিকহি মতপার্থক্য, তাদের সাথে তেমনও নেই; তবে তাদের সাথে প্রধান পার্থক্যগুলো আকিদার বিষয় সম্পর্কিত।

www.bjilibrary.com

শরিয়াহর উৎসমূল কুরআন-সুন্নাহকে তাদের মূল ভাষা আরবির আলোকেই বুঝতে হবে। কারণ, এ ভাষাতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ ভাষাতেই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহকে নির্ভরযোগ্য আলিমদের প্রণীত মূলনীতির আলোকে বুঝতে হবে। বিশেষ করে উসুলুল ফিকহ সংক্রান্ত আলিমদের প্রণীত মূলনীতি। এ মূলনীতির অধিকাংশগুলোতে সকলে একমত, অল্প কিছু বিষয় মতভেদপূর্ণ।

আল্লাহর বাণীকে নিয়ে তামাশাকারী এবং তার বাণীকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তনকারীদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না। এ ধরনের ব্যক্তিরা মনে করে, তারা নতুন পন্থায় কুরআন পাঠ করে। অথচ তা পূর্ববর্তী সকল সাহাবি, আহলে বাইত, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি, ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রীতিবিরোধী। তারা আমাদের সালাফদের রীতিকে যেন রহিত করে দিতে চায়।

এ ধরনের লোকদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া অনুচিত। তারা সংস্কার ও নতুনত্বের নামে এমন নতুন দ্বীন আনয়ন করতে চায়, যার সাথে উম্মাহ কখনও পরিচিত ছিল না। বাস্তব কথা হচ্ছে– এদের ইলমি ও ভাষাগত এমন কোনো যোগ্যতা নেই, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর কিতাবের একটি মাত্র আয়াতও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ইসলাম সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানায়। ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর বর্ণনায় হাদিসে এসেছে এবং অনেক ইমাম একে সহিহ বলে মত দিয়েছেন, রাসূল সা. বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

"প্রত্যেক শতকের অগ্রভাবে আল্লাহ তায়ালা এ উম্মাহর জন্য এমন লোক প্রেরণ করেন, যারা আল্লাহর দ্বীনের তাজদিদ করেন।"[২৮]

কিন্তু এ তাজদিদ বা সংস্কার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এর সীমা ও মানদণ্ড কী? আর এ সংস্কার করবেন কারা? এ প্রশ্নগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক।

---

২৮. আবু দাউদ : মালাহিম [৪২৯১], তাবারানি ফিল আওসাত [৩২৪/৬], মুসতাদরাকে হাকিম : কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম [৫৬৭/৪], হাকিম ও যাহাবি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছেন, সহিহুল জামি লিল আলবানি [১৮৭৪]

www.bjilibrary.com

শরিয়াহর অন্য উৎসগুলোর ব্যাপারে আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। যেমন– ইজমা ও কিয়াস। এ দুই উৎসের ব্যাপারে উম্মাহর অধিকাংশ আলিম একমত। মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিমগণ ইজমার নির্ভরযোগ্যতা এবং কিয়াসের ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ সাব্যস্ত করেন। তারা এ দুটির ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান উদ্‌ঘাটন তথা ইসতিমবাতকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়াও রয়েছে আকল– যা জাফরি শিয়াদের দৃষ্টিতে শরিয়াহর উৎস। আরও রয়েছে ইসতিসলাহ, ইসতিহসান, উরফ, আমাদের পূর্বতন শরিয়াহ, ইসতিসহাব ইত্যাদি। এগুলো এমন বিষয়ে শরিয়াহর উৎস-মূল, যে বিষয়ে সরাসরি নস বা কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি নেই। মূলত এ সকল উৎসের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো প্রধান দুটি উৎস– কুরআন ও সুন্নাহ। মূল কথা হলো, যে উৎসের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা পাওয়া যাবে, তা-ই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত উৎস।

আমরা ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়ের ওপর নির্ভরতা রাখতে পরামর্শ দিই। পরামর্শ দিই, ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ে উম্মাহর রশিকে আঁকড়ে ধরতে। কারণ, উম্মাহ কখনও পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

"তারা যদি এই কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আমি এমন সম্প্রদায়কে এর দায়িত্বভার দিয়েছি, যারা এর (বিধানাবলির) প্রত্যাখ্যানকারী নয়।" সূরা আনআম : ৮৯

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

"আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক উম্মাহ আছে, যারা সঠিক পথনির্দেশ দেয় এবং এর মাধ্যমে সুবিচার করে।" সূরা আরাফ : ১৮১

অনেক সাহাবি থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেন–

لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

"আমার উম্মাহর একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তারা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[২৯]

---

২৯. বুখারি : মানাকিব [৩৬৪১], মুসলিম : ইমারত [১০৩৭], আহমাদ [১৬৯৩২], হাদিসটি মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

আলি ইবনে আবু তালিব রা. বলেন–

لا تُخلو الأرضُ من قائمٍ لله بالحجّة.

"পৃথিবী কখনও আল্লাহর জন্য সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান ব্যক্তি শূন্য হবে না।"[৩০]

হাদিসে আরও এসেছে– যা ইমাম আহমাদ সহিহ বলে গণ্য করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্যরা শক্তিশালী হিসেবে অভিহিত করেছেন। রাসূল সা. বলেন–

يحمِلُ هذا العِلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الجاهِلينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الغالينَ.

"এ জ্ঞান এমন একদল লোক বহন করবে, যারা এর শত্রুদের মোকাবিলা করবে। তারা এ জ্ঞানকে চরমপন্থিদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের দাবি এবং মূর্খদের ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করবে।"[৩১]

---

৩০. আবু নাঈম ফিল হিলিয়াহ [৭৯/১], ইবনে আসাকির : তারিখে দামিশক [১৮/১৪]

৩১. বায়হাকি : শাহাদাত [২০৯/১০], হাদিসটি ইবরাহিম ইবনে আবদুর রহমান আল উযরি থেকে বর্ণিত। হাদিসটি ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর 'মিফতাহু দারুস সায়াদা'য় উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন সনদে একে শক্তিশালী হিসেবে অভিহিত করেছেন। [১৬৪৯, ১৬৩/১]; দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ ছাপা, বৈরুত। ইবনুল উযির হাদিসটির একাধিক সনদের কারণে একে সহিহ বা হাসান বলেছেন। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হাদিসটিকে ইমাম আহমাদ ও ইবনে আবদুল বার কর্তৃক সহিহ বলা, উকায়লি কর্তৃক এর সনদকে প্রাধান্য দানের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল উযির হাদিসের ক্ষেত্রে এ সকল আলিমদের প্রচেষ্টা ও আমানতদারিতার কথাও উল্লেখ করেছেন– যা দাবি করছে, এ হাদিসটি গ্রহণযোগ্য। আরও দেখুন, আর রাওদুল বাসিম ফিয-যাব্বি আস-সুন্নাতি আবিল কাসিম [২৩, ২১/১]; দারুল মারিফা ছাপা, বৈরুত।

www.bjilibrary.com

৯. শরিয়াহ ও ফিকহ

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামি শরিয়াহ হলো কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার ওহি। আর ইসলামি ফিকহ হলো মুসলিম আকলের কর্ম– যা কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন এবং এতদুভয় থেকে বাস্তব জীবন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি উদ্‌ঘাটন করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অতএব, শরিয়াহ হলো ঐশী প্রত্যাদেশ আর ফিকহ হলো মানবীয় কর্ম।

ইসলামি ফিকহে ইজতিহাদ, গবেষণা ও বিধান প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কিছু শারয়ি, আকলি ও ভাষাগত মানদণ্ড আছে। একজন ফকিহকে অবশ্যই এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। একমাত্র মুসলিমরাই জ্ঞানের ইতিহাসে এমন এক নতুন ধারা সংযোজন করেছে– যা আমাদের ইসলামি সভ্যতার জ্ঞানের ইতিহাসে এক চির গৌরবজনক বিষয় হিসেবে পরিগণিত। আর তা হলো– উসুলে ফিকহের জ্ঞান। উসুলে ফিকহ হলো এমন জ্ঞান, যা যেকোনো বিষয়ে (নস থাকুক বা না থাকুক) দলিল উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত করে। এমনকি শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে উসুলে ফিকহ সংকলিত হওয়ার পূর্বেও মুসলিম ফকিহরা এসকল মূলনীতি অনুসরণ করে চলতেন। যদিও তখন এসকল মূলনীতির জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিভাষা ও নাম ছিল না। তখন ফকিহদের কেউ কেউ 'মাদরাসাতুল আসার' এবং কেউ কেউ 'মাদরাসাতুর রায়' এ দুই ধারার নামে পরিচিত ছিল।

এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, শরিয়াহ কারও প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং সামগ্রিকভাবে ইসলামি ফিকহের মাঝেই শরিয়াহর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ ফিকহের কিছু বিষয়ে সকলে একমত আর কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ফিকহের কিছু বিষয় ওহি দ্বারা প্রমাণিত আর কিছু বিষয় ইজতিহাদ দ্বারা প্রমাণিত। যদি উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যথাযথ বিষয়ে ইজতিহাদ করেন, তাহলে এ ইজতিহাদ শরিয়াহর অন্তর্ভুক্ত বা শরিয়াহ এ ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।

www.bjilibrary.com

যারা আমাদের ফিকহশূন্য করতে চায় এবং আমাদের সংস্কৃতি থেকে ফিকহকে বাদ দিতে চায়, তারা মূলত আমাদের জীবন থেকে শরিয়াহকে বাদ দিতে চায়। কারণ, ফিকহের মাঝেই শরিয়াহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমাদের ফিকহকে প্রয়োজনে নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের স্থায়ী অপরিবর্তনশীল বিষয় ও অস্থায়ী পরিবর্তনশীল বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। ফিকহের এমন কিছু বিধানাবলি আছে– যা তার স্বীয় যুগ ও স্থানের জন্য উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে তা আর উপযোগী নয়। এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, স্থানের পরিবর্তনের কারণে বিধানের পরিবর্তন অনস্বীকার্য। মাজাল্লাতুল আহকামের একটি প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইজতিহাদ করার জন্য উসুলে ফিকহ ও মাকাসিদের জ্ঞান আবশ্যক। উসুলে ফিকহের কিছু বিষয়ে সকলে একমত আর কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে উসুলে ফিকহ একজন মুসলিম গবেষককে শেখায়, সে কীভাবে তার চিন্তার বিন্যাস সাধন করবে এবং কীভাবে ইজতিহাদ করবে।

উসুলে ফিকহের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো মাকাসিদুশ শরিয়াহ। ইমাম শাতিবি তাঁর কিতাব 'মুওয়াফাকাত'-এ মাকাসিদুশ শরিয়াহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি মাকাসিদকে শুধু ইজতিহাদের শর্ত নয়; বরং ইজতিহাদের কারণ হিসেবেও বিবেচনা করেছেন।

মাকাসিদুশ শারিয়াহর অধ্যয়ন ও তার ভিত্তিতে শরিয়াহর বিধান প্রণয়ন করার মানে এই নয় যে, আমরা কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহয় কোনো বিষয়ে আসা প্রাসঙ্গিক নসের প্রতি অবহেলা করব। বর্তমান সময়ে কিছু লোক মাকাসিদুশ শারিয়ার দাবির আড়ালে নসকে অকার্যকর করে দিতে চেষ্টা করছে। এমনকি তারা দাবি করছে যে, উমর ফারুক রা. 'মাসলাহা'র নামে নস এড়িয়ে গেছেন। তারা নাজমুদ্দিন তুফি প্রমুখদের কথার ওপর নির্ভর করছে। মূলত, তারা সাইয়িদুনা উমর ফারুক রা.-কে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তারা নাজমুদ্দিন তুফির প্রতিও জুলুম করেছে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।

আবার, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নসকে গুরুত্ব দেওয়া মানে এই নয় যে, আমরা মাকাসিদকে কোনোরূপ গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থের পেছনে ছুটতে থাকব। বর্তমান সময়ে আমরা এমন কিছু অক্ষরবাদী লোকজন দেখতে পাই, যারা শরিয়াহর গভীর জ্ঞান অর্জন করেনি। ফলে, তারা আল্লাহ যা সহজ করে

www.bjilibrary.com

দিয়েছেন– তা নিজেদের আক্ষরিক বুঝ দিয়ে কঠিন করে নিচ্ছে। তারা 'সাদ্দুয যারায়ি'র নামে শরিয়াহকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করছে।

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-এর মাধ্যমে আমরা একটি 'আল-মাদরাসাতুল ওসাতিয়্যাহ' বা মধ্যমপন্থি স্কুল অফ থট গঠন করতে আগ্রহী। এ স্কুল অফ থটের সদস্যরা 'আন-নসুসুল জুযয়িয়্যাহ'-কে 'আল-মাকাসিদুল কুল্লিয়্যাহ'-র আলোকে বুঝতে চেষ্টা করবে। তারা 'আন-নসুসুল জুযয়িয়্যাহ' ও 'আল-মাকাসিদুল কুল্লিয়্যাহ'-র মাঝে কোনো বিরোধ ও বৈরিতা সৃষ্টি করবে না। তারা ফতোয়া প্রদানের আগে নসের মাকসাদ অনুসন্ধান করবে। তারা নসকে এর প্রেক্ষাপট, পারিপার্শ্বিকতা ও কার্যকারণের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করবে। তারা স্থায়ী মাকসাদ ও পরিবর্তনশীল মাধ্যমের মাঝে পার্থক্য বিবেচনা করে ফতোয়া প্রদান করবে। তারা হিকমতের সাথে শরিয়াহর স্থায়ী অপরিবর্তনশীল বিধানাবলি ও যুগের পরিবর্তনশীলতা উভয়ের মাঝে উপযোগিতা ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে। তারা সর্বদা ইবাদত ও মুয়ামালাতের মাঝে শ্রেণিকরণ করবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো– শরিয়াহপ্রণেতার আদেশের বাইরে কিছু করা যাবে না। আর মুয়ামালাতের মূলনীতি হলো– শরিয়াহপ্রণেতা যা হারাম করেছেন, তা ব্যতীত বাকি সব বৈধ।

সারকথা, ইবাদতের মূলনীতি হলো, তা হুবহু নসের আলোকে হতে হবে। অন্তর্নিহিত কারণ ও মর্মার্থ বিবেচনা করে এতে পরিবর্তন আনা যাবে না। আর সাধারণ কাজ ও মুয়ামালাতের মূলনীতি হলো এর অন্তর্নিহিত কারণ, মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হবে। আমাদের এই মধ্যমপন্থি স্কুল অফ থট ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর এ কথার প্রতি বিশ্বাসী–

> "শরিয়াহর মূল উদ্দেশ্য হলো– দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দার কল্যাণ সাধন। শরিয়াহর পুরোটা জুড়ে রয়েছে আদালত, রহমত, হিকমত ও কল্যাণকামিতা। ফলে, যদি কোনো মাসয়ালা আদালতশূন্য হয়ে জুলুমের দিকে, রহমতশূন্য হয়ে কঠোরতার দিকে, হিকমাহশূন্য হয়ে অনর্থকতার দিকে এবং কল্যাণকামিতাশূন্য হয়ে অনিষ্টতার দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তা কখনোই শরিয়াহর অংশ হতে পারে না। যদিও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে শরিয়াহ বলে মনে হতে পারে।"[৩২]

সমস্ত মুসলিম উম্মাহ তাঁর এ কথাকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

---

৩২. ইলামুল মুকিয়িন [৩/৩], দারুল জাইল, বৈরুত

www.bjilibrary.com

ফিকহুল মাকাসিদের সাথে প্রয়োজনীয় আরেকটি ফিকহ হলো 'ফিকহুল মাআলাত'। 'ফিকহুল মাআলাত' হলো কোনো কাজের ফলাফল ও প্রভাবকে নিয়ে অধ্যয়ন। ফলে, একজন সৎ বান্দা (খিযির আ.) যখন নৌকা ফুটো করে দিয়েছিলেন, তখন মুসা আ.-এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন–

...اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا...﴿٧١﴾

"আপনি নৌকা ফুটো করে দিলেন, তারা তো ডুবে যাবে?" সূরা কাহাফ : ৭১

অথচ সৎ বান্দা ফলাফলের প্রতি লক্ষ করে নৌকা ফুটো করে দিয়েছিলেন– যাতে নৌকার মালিকদের সামান্য ক্ষতি হলেও তারা বড়ো বিপদ তথা সেই জালিম বাদশাহর কবল থেকে বেঁচে যেতে পারে, যে প্রত্যেক ভালো নৌকা আটক করছিল।

আরও একটি প্রয়োজনীয় ফিকহ হলো 'ফিকহুল মুয়াযানাহ'। 'ফিকহুল মুয়াযানাহ' হলো দুটি কল্যাণ ও দুটি অকল্যাণের মাঝে তুলনা করা। আবার, কল্যাণ ও অকল্যাণ মুখোমুখি হলে এ দুয়ের মাঝেও তুলনা করা।

প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত ফিকহসমূহের আরেকটি হলো 'ফিকহুল আওলায়িয়্যাহ' (অগ্রাধিকারের ফিকহ)। 'ফিকহুল আওলায়িয়্যাহ' হলো– যা আগে করা উচিত তা আগে করা এবং যা পরে করা উচিত তা পরে করা তথা বিধানাবলিকে তাদের মর্যাদার আলোকে বিন্যাস করা। ফলে, জুরুরিয়্যাত (মৌলিক প্রয়োজন) প্রাধান্য পাবে হাজিয়্যাত (সাধারণ প্রয়োজন)-এর ওপর। আবার, হাজিয়্যাত প্রাধান্য পাবে তাহসিনিয়্যাত (শোভাবর্ধক)-এর ওপর। ফরজ অগ্রগণ্য হবে সুন্নাতের ওপর। কবিরা গুনাহ পরিত্যাগ করা সগিরা গুনাহ পরিত্যাগ করার ওপর প্রাধান্য পাবে। হারাম বিষয় ত্যাগ করা সন্দেহযুক্ত ও মাকরুহ বিষয় ত্যাগ করার ওপর প্রাধান্য পাবে।

'ফিকহুল ইখতিলাফ' বা মতপার্থক্যের ফিকহও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ একে 'ফিকহুল ইতিলাফ'ও বলে থাকেন।

সারকথা, এ সকল প্রকার ফিকহই আমাদের বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। আমাদের উচিত এ সকল ফিকহ অর্জনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক মানবশক্তি গড়ে তোলা।

www.bjilibrary.com

১০. ইসলাম ও ইজতিহাদ

আমরা বিশ্বাস করি, ইজতিহাদের দরজা খোলা আছে এবং খোলা থাকবে। কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা. যে দরজা খোলা রেখেছেন, অন্য কেউ তা বন্ধ করার অধিকার রাখেন না। ইজতিহাদ উম্মাহর জন্য ফরযে কিফায়াহ। উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, যার ফলে সেখান থেকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম বের হতে পারেন। যাদের কাছে প্রশ্ন করা হলে তারা জ্ঞানের ভিত্তিতে উত্তর দেবেন। যাদের কাছে সিদ্ধান্ত চাওয়া হলে তারা সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে সমাধান দেবেন। তারা যদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বা পাঠ দান করেন অথবা দাওয়াতি কাজ করেন– এ সবকিছুই তারা যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝে-শুনে তা করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের একাংশ কেন (জ্ঞান অর্জন করতে) বের হয় না– যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবে, তখন তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে? আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।" সূরা তাওবা : ১২২

আমাদের ইমামদের অনেকেই বলেন–

> "মানবসমাজে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার শরয়ি সমাধান দিতে পারবেন– এমন মুজতাহিদ থেকে কোনো যুগের শূন্য থাকা উচিত নয়; ওই মুজতাহিদগণ এমন বিষয়ের সমাধান দেবেন, যা পূর্ববর্তী আলিমগণ সমাধান করে যাননি।"

www.bjilibrary.com

আর মুসলিমদের ইতিহাসও এই কথা প্রমাণ করে যে, প্রতি যুগেই এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ করেছেন। ইমাম সুয়ুতি রহ. (মৃত্যু : ৯১১ হিজরি) তাঁর যুগে 'আল ইজতিহাদুল মুতলাক' বা সাধারণ ইজতিহাদের দাবি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর যুগের কিছু আলিম এর বিরোধিতা করেন। ফলে, তাদের প্রত্যুত্তর দিয়ে তিনি একটি পুস্তিকাও লিখেন– الرد على من اخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض নামে। এ পুস্তিকায় তিনি প্রমাণ করেন যে, অতীতে বিশাল সংখ্যক আলিম ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছেছিলেন এবং কার্যত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বিষয়ে ইজতিহাদও করেছিলেন; যদিও তারা নিজেদের মুজতাহিদ বলে প্রচার করতেন না।

আর, বর্তমান সময়ে আমরা ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভব করি। কারণ, ফিকহি ইজতিহাদের যুগে যারা বাস করতেন, তাদের যুগের সাথে আমাদের যুগের পার্থক্য অনেক বেড়ে গেছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর দুই ছাত্র মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মাঝে সংঘটিত অনেক মতবিরোধ সম্পর্কে বলা হতো– এটা যুগ বা সময়ের কারণে সৃষ্ট মতভেদ; দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে সৃষ্ট মতভেদ নয়। অথচ তাদের দুজনের যুগ ছিল ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর যুগের অতি নিকটবর্তী। এ ছাড়া, তখন জীবনের গতিধারা ছিল অনেকটা স্থির; বর্তমান সময়ের মতো নিত্যনতুন চমকপ্রদ পরিবর্তন ছিল না তখন। তাহলে বর্তমানে কেন ইজতিহাদের প্রয়োজন অনুভূত হবে না? অথচ সেসময়ের ইজতিহাদের পর বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ই পূর্বের অবস্থা থেকে অনেক বদলে গেছে।

তাই, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সকল প্রকার ইজতিহাদের দরজাকে উন্মুক্ত রাখা। যেমন– আল ইজতিহাদুল কুল্লি, আল ইজতিহাদুল জুযয়ি, আল ইজতিহাদুল মুতলাক, আল ইজতিহাদুল মুকাইয়্যাদ, আল ইজতিহাদুল ইনশায়ি ও আল ইজতিহাদুল ইনতিকায়ি ইত্যাদি। আল ইজতিহাদুল ইনশায়ি নতুন সমস্যাবলির সমাধানের সাথে জড়িত। আর আল ইজতিহাদুল ইনতিকায়ি পূর্বতন ফিকহ থেকে প্রাপ্ত সমাধানসমূহ থেকে কোনো একটি বাছাই করার পদ্ধতির সাথে জড়িত।

মনে রাখতে হবে, ইজতিহাদের দরজা শুধু পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের জন্যই উন্মুক্ত। শুধু সে ব্যক্তিই ইজতিহাদ করার অধিকার রাখেন, যার মাঝে ইজতিহাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত ও মৌলিক যোগ্যতা পাওয়া যাবে। এসব শর্তের

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে উসুলবিদগণ ও ইসলামি আইনবিশারদরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেমন– কুরআন ও সুন্নাহর এমন সুদৃঢ় জ্ঞান, যার মাধ্যমে এ দুই মূলনীতি থেকে সমস্যাবলির সমাধান উদ্‌ঘাটন করা যায়, আরবি ভাষা ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞান, উসুলে ফিকহের জ্ঞান, মাকাসিদুশ শরিয়াহর জ্ঞান, ইলমে ফিকহের গভীর ব্যুৎপত্তি এবং আলিমদের মতবিরোধ ও এর উৎস-মূল সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান। এ সকল শর্তারোপের উদ্দেশ্য হলো– যাতে করে ইজতিহাদে ইচ্ছুক ব্যক্তির ফিকহি যোগ্যতা তৈরি হয় এবং তিনি বিস্তারিত দলিল থেকে কর্মের হুকুম উদ্‌ঘাটন করার সক্ষমতা অর্জন করেন।

কিন্তু বর্তমান সময়ে শরিয়ার জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানে (যেমন– সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তাসাউফ, আইন ও অন্যান্য) পারদর্শী বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে ইজতিহাদের দাবি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই তাদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইজতিহাদ তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হতে হবে। আর তা হলো যন্নি তথা সন্দেহসহ প্রতিষ্ঠিত বিধানসমূহ– যার দলিল নিজে সন্দেহের উর্ধ্বে নয় এবং তার নির্দেশনাও একাধিক অর্থের সম্ভবনা রাখে। আর শরিয়াহর অনেক বিষয় এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, কাতয়ি বা অকাট্য বিষয়গুলোতে ইজতিহাদ করা যাবে না। আর এ বিষয়গুলো সংখ্যায় কম। কাতয়ি বা অকাট্য বিষয়গুলো সুপ্রমাণিত বিষয়ের অন্তর্গত– যা উম্মাহর আকিদাগত, চিন্তাগত, অস্তিত্বগত ও আচরণগত ঐক্য রক্ষা করে। ফলে, মূলগত দিক থেকে উম্মাহ বিভক্ত হয় না এবং এক উম্মাহ বহু উম্মাহয় পরিণত হয় না। মূলত, কাতয়ি বিষয়গুলোর দিকে যন্নি বিষয়গুলোকে ফেরানো হয়। আর কাতয়ি বিষয়গুলোর আলোকেই যন্নি বিষয়গুলো বুঝতে হয়।

বর্তমান যুগে ইজতিহাদের সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে মুসলিম সমাজ ও জাতির সমস্যাবলি সংক্রান্ত বিষয়ে উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম স্কলারদের নিয়ে গঠিত কিছু ফিকহি বোর্ডের পরিচালনায়। এ স্কলাররা 'ফিকহুস নুসুস'-এর সাথে 'ফিকহুল ওয়াকি' বা বাস্তবতার মেলবন্ধন তৈরি করবে, তারা শরিয়াহর আল-মাকসাদুল কুল্লির সাথে আন-নাসসুল জুযয়ির তুলানামূলক পর্যালোচনা করবে। তারাও সালাফদের মতো স্বীয় স্থান ও কালের বিবেচনায় ইজতিহাদ করবে। কারণ, তারা জানে– ফতোয়া স্থান, কাল, অবস্থা, সমাজ প্রচলন ও অন্যান্য কারণে পরিবর্তন হয়। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, শরিয়াহ মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই প্রণীত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন ইসলামি অঞ্চলে অনেকগুলো ফিকহি বোর্ড পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ইজতিহাদ প্রচেষ্টার জন্য সুপরিচিত। অবশ্যই এ ফিকহি বোর্ডগুলোর ইজতিহাদের গুরুত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা ও সম্মান রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে এটা ইসলামি শরিয়াহর ইজমার প্রতিনিধিত্ব করে না– যার মাধ্যমে প্রতিটি ভিন্ন মতাবলম্বীর কাছেও প্রমাণ পেশ করা যাবে। কারণ, প্রতিটি ফিকহি বোর্ডই মুসলিম উম্মাহর নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু স্কলার নিয়ে গঠিত। আর এ নির্দিষ্ট সংখ্যক স্কলারের অধিকাংশজন যা মতামত দেন, তার ভিত্তিতে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে।

www.bjilibrary.com

১১. আহলুল কিবলার একতা

আমরা আহলুল কিবলার একতায় বিশ্বাস করি। মুসলিমরা যেখানেই বসবাস করুক না কেন, তারা সকলে এক উম্মাহ হিসেবে পরিগণিত হবে; যদি তারা আল্লাহকে তাদের রব, ইসলামকে তাদের জীবনব্যবস্থা, মুহাম্মাদ সা.-কে তাদের রাসূল এবং কুরআনকে তাদের আদর্শ ও মানহাজ হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ ...

"নিশ্চয় তোমাদের এ উম্মাহ তো একই উম্মাহ। আর আমিই তোমাদের রব।" সূরা আম্বিয়া : ৯২, সূরা মুমিনুন : ৫২

সকল মুসলিম আকিদা, শরিয়াহ ও লক্ষ্যের দিক থেকে এক। এ আকিদা, শরিয়াহ ও লক্ষ্যের একতা তাদেরকে ঈমানি ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এ ভ্রাতৃত্ব, তাদের ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴿١٠﴾

"নিশ্চয় মুমিনগণ ভাই-ভাই।" সূরা হুজুরাত : ১০

এ ঈমানি ভ্রাতৃত্ব তাদের ওপর কিছু কর্তব্যকে আবশ্যক করে দেয়। যেমন– পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং একে-অপরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুমও করে না এবং তাকে ছেড়েও যায় না।"[৩৩]

---

৩৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি। বুখারি : মাযালিম [২৪৪২], মুসলিম: আল বিররু ওয়াস সিলাহ [২৫৮০], মুসনাদে আহমাদ [৫৬৪৬], আবু দাউদ : আদাব [৪৮৯৩], তিরমিযি : হুদুদ [১৪২৬], হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

المُسلِمون يسعى بذِمَّتِهم أدناهم، ويُجِيرُ عليهم أقصاهم، وهم يَدٌ على مَن سواهم.

"মুসলিমদের একজন নগণ্য ব্যক্তির দায়-দায়িত্বও পূর্ণ করা হবে। তাদের একজন উঁচু পর্যায়স্থ লোককেও সাহায্য করা হবে। প্রতিপক্ষের তুলনায় তারা সকলে এক বাহুতল্য।"[৩৪]

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম কিছু আমল হলো– মুসলিমদের মাঝে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো, তাদের মধ্যস্থিত বিরোধগুলোর সমঝোতা করা এবং মুসলিম দল-উপদলগুলোর মধ্যকার মতানৈক্যের অন্তর্নিহিত কারণগুলো দূর করতে প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যই তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।" সূরা হুজুরাত : ১০

হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন–

"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ". قَالُوا بَلَى. قَالَ "صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ".

"আমি কি তোমাদেরকে নামাজ, রোজা ও সদাকার চেয়েও উত্তম মর্যাদাপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবা রা. বললেন, অবশ্যই। রাসূল সা. বললেন, পারস্পরিক আপস-মীমাংসা। কারণ, পারস্পরিক বিবাদ হলো মৃত্যুর সমান।"[৩৫]

প্রতিটি মুসলিম সংগঠনেরই কর্তব্য হলো– উম্মাহর শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা। কারণ, এ শত্রুরা মুসলিমদের একদলকে অপরদলের

---

৩৪. মুসনাদে আহমাদ [৬৬৯২], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, হাদিসটি সহিহ। এর সনদ হাসান। আবু দাউদ : জিহাদ [২৭৫১], তায়ালাসি ফিল মুসনাদ [২৯৯/১], আবদুর রাজ্জাক : জিহাদ [২২৬/৫], ইবনে আবি শায়বা : দিয়াত [৫৫৯/৫], ইবনে খুযায়মা : যাকাত [২৬/৪], বায়হাকি ফিল কুবরা : কিসমুল ফাঈ ওয়াল গানিমাত [৩৩৫/৬], হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি তাঁর 'সহিহি আবি দাউদ'-এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন [২৩৯০]।

৩৫. আবু দাউদ : আদাব [৪৯১৯], তিরমিযি : সিফাতুল কিয়ামাহ [২৫০৯]।

www.bjilibrary.com

বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত করিয়ে দিতে চায়। তারা এমন ধর্মীয় যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে দিতে চায়, যার ফলে ভালো-খারাপ সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾

"হে বিশ্বাসীরা! পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তোমরা যদি তাদের কোনো দলকে মেনে চলো, তাহলে তারা ঈমানের পথ থেকে তোমাদের বিচ্যুত করে কাফির বানিয়ে ছাড়বে।" সূরা আলে ইমরান : ১০০

অর্থাৎ, তারা তোমাদের ঐক্য থেকে বিভক্তির দিকে নিয়ে যাবে। আর এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটও এমন কথাই বলছে।

প্রত্যেকটি মুসলিম দলেরই উচিত, পার্থিব সামান্য স্বার্থের চেয়ে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। কারণ, মূলেরই যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। এক আকিদা, এক কিবলা, এক কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, এক রাসূলের প্রতি বিশ্বাস এবং এক শরিয়াহর প্রতি বিশ্বাস তাদের একতাবদ্ধ করেছে। তাই তাদের উচিত, নিজেদের মাঝে বিভাজনকারী কার্যকারণগুলোকে থেকে দূরে থাকা।

উম্মাহর মাঝে বিভাজনকারী কার্যকারণের কয়েকটি হলো– গোষ্ঠীয় ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী গোষ্ঠীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং আমিত্বের গরিমা। এসব কার্যকারণ সামান্য ও তাৎক্ষণিক কিছু পাওনার বিনিময়ে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণপ্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয় ।

মুসলিমদের উচিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সংহতি ও ঐক্যকে মৌখিক বুলির পর্যায় থেকে বাস্তবিক কাজের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। মুসলিমদের উচিত কোমর বেঁধে কাজ শুরু করা, যাতে এ ঐক্যের ভিত্তিতে সমসাময়িক বিশ্বে একটি বিশাল রাজনৈতিক কোয়ালিশন বা ব্লক তৈরি করা যায়। কারণ, বর্তমান দুনিয়ায় ছোটোরা বড়োদের আশ্রয় ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ জোট বা বড়ো ব্লক ব্যতীত অন্য কেউ সফলতা লাভ করতে পারে না। আর আমাদের উম্মাহই বড়ো ব্লক বা জোট হওয়ার অধিক উপযুক্ত, যদি তারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়

www.bjilibrary.com

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا... ﴿١٠٣﴾

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না।" সূরা আলে ইমরান : ১০৩

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ... ﴿١٠٥﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ে না, যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ চলে আসার পরও বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করেছে।" সূরা আলে ইমরান : ১০৫

...وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ... ﴿٤٦﴾

"নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না; বিবাদ করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে।" সূরা আনফাল : ৪৬

ইসলামি ভূমিসমূহ মুক্ত করার জন্য দখলদারদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। প্রথমত, প্রত্যকটি দল নিজ নিজ ভূমি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা এবং অন্য স্থানের মুসলিমদের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ শুরু করবে। বিশেষ করে, নিজেদের প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী মানুষদের সহযোগিতা করবে। তারা সামরিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সর্বোপরি আল্লাহর পথে জিহাদের এ সর্বোত্তম পন্থায় কাজ করার মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রয়াস চালাবে। ফলে যারা নিজ ভূমি উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না, প্রতিবেশীদের কর্তব্য হলো– যথাসম্ভব লোকবল, অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তাদের সহযোগিতা করা। নিকটবর্তী অতঃপর নিকটবর্তী– এ নীতির ভিত্তিতে সমস্ত মুসলিমদের (এ সাহায্যকরণের আবশ্যিকতায়) অন্তর্ভুক্ত করবে।

বিশেষত ফিলিস্তিন– যা বর্তমানে মুসলিমদের জন্য জিহাদের ভূমি, নবুওয়াতের পূণ্যভূমি, যা রাসূল সা.-এর মিরাজের স্থান ও মসজিদে আকসার পুণ্যভূমি। এ ফিলিস্তিন সমস্যা বিশ্ব মুসলিম সমস্যা। তাই সমস্ত মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হলো, ফিলিস্তিনি অধিবাসীদের তাদের প্রয়োজন মাফিক সহযোগিতা করা– যাতে তারা তাদের দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারে, জনগণের লুণ্ঠিত অধিকার ফিরিয়ে আনতে পারে এবং নিজ ভূমিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

www.bjilibrary.com

কোনো মুসলিম ব্যক্তির স্বীয় দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা এবং স্বীয় দেশ ও জাতি নিয়ে সম্মানবোধ করাতে কোনো ক্ষতি নেই; যদি না এটা ব্যক্তির দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা, দ্বীন নিয়ে সম্মানবোধ করা ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পরিপন্থি না হয়; যদি ব্যক্তির এ দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেম দ্বারা তার হৃদয় সংকীর্ণ না হয়ে যায় এবং ইসলামবিরোধী বা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় শামিল না করে। যেমন– নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদী মতবাদ ও জাহিলি গোত্রপ্রীতিসহ অন্যান্য ক্ষতিকর দিক।

ইসলাম আরব মুমিনদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। কারণ, আরবরা হলো ইসলামের আধার। এ ছাড়াও আরবি হলো– কুরআন-সুন্নাহ, ইবাদত-বন্দেগি ও ইসলামি সংস্কৃতির ভাষা। আরবি হলো মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও যোগাযোগের ভাষা। আরবরা হলো ইসলামের জ্ঞাতি ও রিসালাতের বাহক। আরবেই ইসলামের আশ্রয়স্থল ও হারাম শরিফ অবস্থিত। আরবেই ইসলামের সম্মানিত তিনটি মসজিদ– যা ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সফর করা যায় না তথা মক্কা, মদিনা ও কুদস। এ সকল কারণে, অনারব মুসলিমরা ভালোবাসা ও সম্মানের মাধ্যমে আরবদের অধিকার স্মরণ করে আসছে।

ইসলাম গঠন করে; ধ্বংস করে না। ইসলাম ঐক্যবদ্ধ করে; বিভক্ত করে না। ইসলাম শক্তিশালী করে; দুর্বল করে না। ইসলাম আহ্বান করে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের প্রতি, তারপর আরব ঐক্যের প্রতি এবং তারপর মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতি। সর্বোপরি, ইসলাম বিভিন্ন মূল্যবোধের সম্মিলনে সমস্ত মানুষের ঐক্য গঠনে প্রয়াসী।

www.bjilibrary.com

১২. ইসলাম ও মতপার্থক্য

দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে– তা আকিদাগত হোক বা আমলগত। যদি মতপার্থক্যের শিষ্টাচার মেনে চলা হয়, তাহলে শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকাটা কোনো সমস্যার বিষয় নয়; বরং শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকাটা উম্মাহর জন্য রহমত ও প্রশস্ততা।

মতপার্থক্য একটি জরুরি দ্বীনি বিষয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে এক মতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে দিতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে দ্বীনের সকল বিষয়কে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে দিতে পারতেন। তাহলে মতপার্থক্যের আর কোনো সুযোগ থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের অল্প কিছু বিষয়কে অকাট্য বিধান করেছেন। আর অধিকাংশ বিষয়কে ব্যাখ্যাযোগ্য করেছেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও স্বভাবের মানুষ পাওয়া যায়। কিছু মানুষ কঠোর করেন, আবার কেউ কেউ সহজ করেন। কেউ মূল ও গূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি অভিমুখী, আবার কেউ-বা বাহ্যিক নির্দেশনার প্রতি গুরুত্ব দানকারী।

ভাষাগত দিক বিবেচনায়ও মতপার্থক্য একটি আবশ্যক বিষয়। কারণ, দ্বীনের মৌলিক উৎসসমূহ বর্ণনাকারী ভাষা হচ্ছে আরবি। আর আরবি ভাষায় রয়েছে হাকিকত-মাজায, সরিহ-কিনায়াহ, আম-খাস, মুতলাক-মুকায়্যাদ সহ অসংখ্য ভাষাতাত্ত্বিক দিক। ফলে, এগুলোর কারণে বুঝের পার্থক্য ঘটে।

মানুষের প্রকৃতিগত দিক থেকেও মতভিন্নতা একটি চিরসত্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে হুবহু একই রকম করে সৃষ্টি করেননি। প্রতিটি মানুষেরই আলাদা চিন্তা, ঝোঁক ও ইচ্ছা রয়েছে। কিছু মানুষ সহজ-সরল, কিছু মানুষ মেধাবী আবার কিছু মানুষ প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আবার কিছু উদার মানুষ আছে, যারা সহজ ও উদারতা দিকে ঝোঁকে। আর কিছু কঠোর মানুষ আছে, যারা সংকীর্ণতা ও কঠোরতার দিকে ঝোঁকে।

www.bjilibrary.com

ফলে উম্মাহর কতিপয় প্রাজ্ঞ আলিমগণ মনে করেন যে, আমলগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকাটা উম্মাহর জন্য রহমত। এ ব্যাপারে তারা একটি হাদিসও বর্ণনা করেন, যদিও হাদিসটির সনদ প্রমাণিত নয়। হাদিসটি হলো–

اختلافُ أُمَّتِي رحمةٌ.

"আমার উম্মাহর মতপার্থক্য রহমত।"

সনদগত দিক থেকে এটি প্রমাণিত না হলেও অর্থগত দিক থেকে কথাটি যথার্থ। আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. 'মুগনি' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন–

> "আলেমদের মতপার্থক্য রহমত ও প্রশস্ততা। আর তাদের ঐকমত্য অকাট্য দলিল।"

মূলত, এ মতপার্থক্যের মাধ্যমেই ফিকহশাস্ত্র সমৃদ্ধি লাভ করেছে, শরিয়াহর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে এবং উম্মাহর জন্য প্রশস্ততার নিয়ামত দান করা হয়েছে। কারণ, মতপার্থক্যের ফলে একাধিক মাযহাব ও মতামত তৈরি হয়েছে। হয়তো একটি মত এক যুগের জন্য উপযোগী, কিন্তু তা অন্য যুগের জন্য উপযোগী নয়। হয়তো একটি মত এক দেশের জন্য উপযোগী, কিন্তু তা অন্য দেশের জন্য উপযোগী নয়। হয়তো একটি মত এক অবস্থার জন্য উপযোগী, কিন্তু তা অন্য অবস্থার জন্য উপযোগী নয়। এ ছাড়াও একাধিক মত বিদ্যমান থাকার ফলে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ হয়েছে যে, কোন মতটি দলিলের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী, কোন মতটি অধিক বিশুদ্ধ, কোন মতটি বাস্তবায়নে মাকাসিদুশ শরিয়াহ রক্ষা হবে এবং কোন মতটি বাস্তবায়নে মানবতার কল্যাণ সাধন নিশ্চিত হবে।

এ কারণে মতপার্থক্য বিলোপ ও একাধিক মাযহাব দূর করে সকলকে এক মতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব ও অনুপকারী প্রচেষ্টাও বটে। সকল মাযহাবকে সম্মান করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্পর্কে রাবিতা আলম ইসলামির ফতোয়া বোর্ডের মজবুত ফতোয়া রয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি, কীভাবে আমাদের উম্মাহ বিভিন্ন মাযহাব, ঘরানা ও দলের প্রতি তাদের বক্ষ প্রসারিত করে দিয়েছে। জ্ঞানের গভীরতা অর্জনকারী কোনো অভিজ্ঞ স্কলার এ সকল বিভিন্ন দল ও ঘরানার কাউকে কাফির বলেননি। এমনকি তিহাত্তর ফিরকার হাদিসটি, যদিও এর ব্যাপারে কিছু কথা আছে। এ হাদিসে রাসূল সা. তিহাত্তর ফিরকার প্রত্যেককে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি বলেছেন– "আমার উম্মত বিভক্ত হবে।"

www.bjilibrary.com

ফলে বর্তমান অবস্থায় আমাদের উচিত, মতপার্থক্যের কারণে আমাদের হৃদয়সমূহ সংকীর্ণ করে না ফেলা। আমাদের উচিত মতপার্থক্যকে শরিয়াহর সমৃদ্ধি ও প্রশস্ততা হিসেবে নেওয়া। একে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের উপলক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর অবশ্যই মতপার্থক্য করার সময় মতপার্থক্যের শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। মতপার্থক্যের শিষ্টাচারকে আমরা 'ফিকহুল ইখতিলাফ' বলে থাকি। আমাদের বর্তমান যুগের কিছু গবেষক ভাই একে 'ফিকহুল ইতিলাফ'ও বলে থাকেন। এ ফিকহের মূল কথা হলো– আমাদের মতসমূহের মাঝে পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু অন্তরসমূহের মাঝে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। ফলে, উম্মাহর বড়ো বড়ো ইস্যুগুলোতে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাব– যাতে শত্রুর মোকাবিলায় আমাদের মাঝে কোনো ফাঁক সৃষ্টি না হয় এবং আমাদের ঐক্য বিনষ্ট না হয়।

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উম্মাহ আজ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। উম্মাহর শত্রুরা আজ আমাদের দ্বীনের সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে পালটে দিয়ে দ্বীনকে তার মূল থেকে পরিবর্তন করে দিতে চাচ্ছে। এমনকি তারা আজ উম্মাহর শিক্ষাব্যবস্থাও পরিবর্তন করে দিতে চাচ্ছে। তারা আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে আমাদের উম্মাহকে মহান উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে, যাতে আমরা তাদের পরিকল্পনা মেনে চলি এবং তাদের চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করি।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সর্বদাই কাম্য ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু বর্তমান সময়ে এ ঐক্য আরও অধিক জরুরি। কারণ, বর্তমান অবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি ব্যতীত উম্মাহ তার সংকট থেকে কখনোই মুক্তি পাবে না।

ফলে আমাদের এই ঐক্যপ্রচেষ্টা স্কলারদের ঐক্য দ্বারাই সূচিত হওয়া উচিত। কারণ, তাদের দ্বারাই উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ শরিয়াহর পথে পরিচালিত হয়। আমাদের ঐক্যের জন্য এ স্বর্ণালি ভিত্তিমূলই যথেষ্ট যে–

> "যে বিষয়গুলোতে আমরা ঐকমত্য পোষণ করি, তাতে পরস্পরকে সাহায্য করব। আর যে বিষয়গুলোতে আমরা মতপার্থক্য করি, তাতে পরস্পরের প্রতি সহনশীল হব।"

এক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সময়ের গবেষক আলিমগণ নতুন একটি চিন্তা যোগ করেছেন– যা যথাযথ গুরুত্বের দাবিদার।

www.bjilibrary.com

তারা বলেন–

> "আমরা যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য পোষণ করি, তাতে পরস্পরকে সহযোগিতা করব। আর যে বিষয়গুলোতে আমরা মতপার্থক্য করি, তাতে পারস্পরিক আলোচনা করব।"

আমাদের দ্বীন যদি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের পারস্পরিক সংলাপকে স্বাগত জানাতে পারে, তাহলে ইসলামি জামায়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক সংলাপকে কেন স্বাগত জানাবে না?

ফলে সর্বপ্রথম এ সংলাপ মুসলিম স্কলার ও চিন্তাবিদদের থেকে শুরু হওয়া উচিত। আর অবশ্যই সংলাপ হতে হবে উসকানি ও গন্ডগোল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান ও বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার ছায়ায়।

১৩. কোনো মুসলিমকে কাফির বলা থেকে সতর্কতা

একজন মুসলিমের সাথে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সম্পর্ক এমন হবে যে, সে তার সম্পর্কে যতদূর সম্ভব ভালো ও কল্যাণের ধারণা পোষণ করবে। অতএব, একজন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে কোনো অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত পাপী, ফাসিক ও বিদয়াতি বলবে না। নবি সা. এক মদ্যপের প্রতি লানতকারীকে বলেন–

لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

"তাকে লানত করো না। আল্লাহর শপথ! সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।"[৩৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বলেন–

لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

"এভাবে বলবে না। তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।"[৩৭]

এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে যে, একজন মুসলিম আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলিল-প্রমাণ, অকাট্য নির্দেশকারী কোনো নস এবং কোনো সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই অপর একজন মুসলিমকে 'বড়ো কুফরির' অপবাদ দেবে এবং তাকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের করে দেবে।

আর যদি কারও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ, সংশয় ও কথাবার্তা থাকে, তাহলেও এ অবস্থায় তার মুসলিম হওয়াটা যথাযথ। কারণ, যদি দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে কারও ইসলাম প্রমাণিত হয়, তবে সন্দেহ-সংশয় দ্বারা এ দৃঢ় বিশ্বাস রহিত হয়ে যায় না।

---

৩৬. বুখারি : হুদুদ [৬৭৮০], হাদিসটি উমর রা. থেকে বর্ণিত।

৩৭. বুখারি : হুদুদ [৬৭৭৭], মুসনাদে আহমাদ [৭৯৮৫], আবু দাউদ : হুদুদ [৪৪৭৭], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

রাসূল সা. থেকে মুস্তাফিদ সূত্রে অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা এক মুসলিম কর্তৃক অপর মুসলিমকে কাফির সাব্যস্তকরণ থেকে সতর্ক করেছে। কোনো অবস্থাতেই এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা জায়িয নয়। শিথিলতা প্রদর্শন করলে, প্রতিটি দল তার বিরোধীপক্ষকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই কাফির সাব্যস্ত করা বৈধ মনে করা শুরু করবে।

কোনো মুসলিমকে কাফির বলা একটি ধর্মীয়, জ্ঞানগত ও সামাজিক অপরাধ। কারণ, এর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ এক উম্মাহ বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়ে যায়। এমন অবস্থায় উম্মাহর ব্যাপারে রাসূল সা.-এর কথা যথাযথ প্রতিভাত হয় যে–

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দান কাটাকাটি করে কাফিরদের মতো হয়ে যেয়ো না।"[৩৮]

যদি দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কাফির বলা জায়িয হয়, তবে তা নির্দিষ্ট শ্রেণিগোষ্ঠীকে বলা যাবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নয়। বলা হবে– "যারা এমন এমন কথা কথা বলে, তারা কাফির। যারা এমন এমন কাজ করে তারা কাফির। যারা এমন এমন বিষয় অস্বীকার করে, তারা কাফির।" এ কথা বলা যাবে না, অমুক ব্যক্তি কাফির। শুধু তখনই কেবল কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এমন কথা বলা যেতে পারে, যখন তার মুখোমুখি হয়ে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সম্পর্কে সকল সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হবে।

আমরা এখানে কাউকে কাফির বলে হুকুম প্রদানের ব্যাপারে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি, যা বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

এক. কোনো মুসলিমকে কাফির বলা এবং তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেওয়া একটি ভয়াবহ কাজ। কারণ, এর ওপরে তার স্বীয় পরিবার ও সমাজের সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক নির্ভর করে। সে কাফির হলে তার স্ত্রী-সন্তান থেকে তাকে পৃথক করে দেওয়া হবে। কারণ, কোনো মুসলিম নারী কোনো ধর্মত্যাগী কাফিরের আশ্রয়ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। তার সন্তানরাও তার দায়িত্বাধীনে

---

৩৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি। বুখারি : ইলম [১২১], মুসলিম : ঈমান [৬৫], মুসনাদে আহমাদ [১৯১৬৭], নাসায়ি : তাহরিমুদ দাম [৪১৩১], ইবনে মাজাহ : ফিতান [৩৯৪২], হাদিসটি জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালি রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

থাকবে না। আর মুরতাদের জন্য বস্তুগত যে শাস্তি রয়েছে, তা তো আছেই। আর এ শাস্তির ব্যাপারে সকল ফকিহরা একবাক্যে ঐকমত্য পোষণ করেন।

তাই কোনো মুসলিম, যার ইসলাম সুপ্রমাণিত, তাকে কাফির বলা থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ, দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে তার ইসলাম প্রমাণিত। আর দৃঢ় বিশ্বাস তো শুধু সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায় না।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে কাফির নয় এমন কাউকে কাফির বলা। এ বিষয়ে সুন্নাতে নববি কঠোরভাবে সতর্ক করেছে।

দুই. কাউকে কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে আখ্যা কেবল তারাই দিতে পারবেন, যারা দ্বীন বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী বিশেষজ্ঞ আলিম, যারা অকাট্য ও সন্দেহসহ প্রমাণিত বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন, যারা মুহকাম ও মুতাশাবিহের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন এবং কোনটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে ও কোনটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে না– তার মাঝে পার্থক্য করতে পারেন। আর তারা শুধু এমন বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেবেন, যা থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ উন্মুক্ত নেই। যেমন– দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় অস্বীকার করা, আকিদা বা শরিয়াহর কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্রুপ করা। উদাহরণস্বরূপ– প্রকাশ্যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবকে গালি দেওয়া ইত্যাদি।

আর এ বিষয়টি কোনোভাবেই কোনো তাড়াহুড়োকারী, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী ও ইলমি যোগ্যতাহীন ব্যক্তির জন্য ছেড়ে দেওয়াটা জায়িয নয়। কারণ, তারা এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে বসবে, যে বিষয়ে তারা জানে না।

তিন. কাউকে কাফির আখ্যা দেওয়ার অধিকার কেবল শরিয়াহ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির, যিনি সুনির্দিষ্ট ইসলামি বিচারকার্যের পরে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। তিনি আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় ফয়সালা করবেন না। তিনি কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত সুস্পষ্ট 'মুহকামাত' ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর দিকে অভিমুখী হবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকো। এ পন্থাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" সূরা নিসা : ৫৯

www.bjilibrary.com

আর ইসলামে কাযি বা বিচারকের জন্য অন্যতম শর্ত হলো মুজতাহিদ হওয়া। যদি কাযি ইজতিহাদে যথেষ্ট পারদর্শী না হন, তাহলে তিনি মুজতাহিদ কারও সহযোগিতা নেবেন– যেন তার কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি অজ্ঞতাবশত বা স্বীয় প্রবৃত্তির খায়েশ সাধনে কোনো রায় দিয়ে না বসেন। যদি কাযি অজ্ঞতাবশত বা প্রবৃত্তির খায়েশ সাধনে কোনো রায় প্রদান করে, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

চার. অধিকাংশ ফকিহ বলেছেন, মুরতাদকে দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের পূর্বে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসতে বলা আবশ্যক। তবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'আস-সারিমুল মাসলুল' গ্রন্থে বলেন– "মুরতাদকে শাস্তি বিধানের পূর্বে তওবা করতে বলা সাহাবায়ে কিরামের ইজমা।"[৩৯]

কোনো কোনো ফকিহ এ সময়সীমাকে তিন দিনে সীমাবদ্ধ করেছেন। আবার, কেউ কেউ এ সময়সীমা আরও কম এবং কেউ কেউ আরও বেশি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সর্বদা তাকে তওবা করতে বলা হবে। আবার কেউ কেউ মুরতাদ ও যিনদিক-এর মাঝে পার্থক্য করেন। কারণ, যিনদিক অন্তরে যা লুকিয়ে রাখে, তার বিপরীত বিষয় প্রকাশ করে। ফলে, তার জন্য কোনো তওবা নেই। অনুরূপভাবে, রাসূল সা.-কে গালি দানকারীর বিষয়টিও এমন। কারণ, আল্লাহর রাসূলের সম্মান ও মর্যাদা অনন্য। ফলে, রাসূল সা.-কে গালিদাতার তওবাও গ্রহণ করা হবে না। আর, এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন।

মুরতাদকে শাস্তি বিধানের পূর্বে তওবা করার সুযোগ প্রদানের কারণ হলো, সে যেন নিজের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে পারে। ফলে আশা করা যায়– যদি সে নিষ্ঠার সাথে হাকিকত অনুসন্ধিৎসু হয়, তাহলে হয়তো তার ওপর আরোপিত সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যাবে এবং তার ব্যাপারে প্রমাণ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সে যদি প্রবৃত্তির অনুসারী হয় বা তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেবেন– যেদিকে সে অভিমুখী।

আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, আমজনতার রায়ের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির ধর্মত্যাগী হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার শাস্তি বাস্তবায়নে হুকুম প্রদান করা নিছক হত্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। অসহনশীল পন্থায় এভাবে দণ্ড বাস্তবায়ন মূলত মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জন্য ভয়াবহ।

---

৩৯. আস সরিমুল মাসলুল [৩২৮/১], দারু ইবনে হাযম ছাপা, বৈরুত

www.bjilibrary.com

এ ধরনের কাজের মানে হচ্ছে ফতোয়া দেওয়ার মতো জ্ঞানহীন, ফয়সালা দেওয়ার মতো প্রজ্ঞাহীন এবং দণ্ড বাস্তবায়নে নির্দেশিত নয়– এমন ব্যক্তির হাতে তিনটি ক্ষমতা তুলে নেওয়া। অন্য কথায়, এটা হলো একসাথে অপবাদ দেওয়া, ফয়সালা করা এবং শাস্তি বাস্তবায়ন করা। যেন এ ব্যক্তি একাই ফতোয়া দানকারী, বাদী, বিচারক ও পুলিশ।

www.bjilibrary.com

১৪. আকল ও ইলম

ইসলাম আকলকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে। ইসলাম বলে– মানুষ দ্বীনের উপলব্ধি ও দুনিয়া আবাদের জন্য আকলের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দ্বীন বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে কাজ করে। এ জ্ঞান মানবীয় সত্তা ও জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

"তারা কি দেখে না, মহাকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি, আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রতিটি বস্তুর প্রতি এবং এটার প্রতি যে, তাদের নির্ধারিত সময়টি হয়তো নিকটবর্তী হয়েছে! এরপর আর কোন কথাটির প্রতি তারা ঈমান আনবে?" সূরা আরাফ : ১৮৫

...وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... ﴿١٩١﴾

"তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে।" সূরা আলে ইমরান : ১৯১

যারা বলে ইসলামে চিন্তা ও গবেষণা ফরজ একটি বিষয়, তারা ভুল বলে না। তাদের কথার সমর্থনে কুরআনে এসেছে–

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا... ﴿٤٦﴾

"বলে দিন– আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তা হলো– তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুজন অথবা একজন করে দাঁড়িয়ে যাও এবং চিন্তা করে দেখ।" সূরা সাবা : ৪৬

কুরআনে হাকিমে এ কথাটি বারবার এসেছে– "যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করতে পারে।"

www.bjilibrary.com

কুরআন চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উৎসাহ দিয়ে বলেন–

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... ﴿١٠١﴾

"বলে দিন– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তোমরা তার প্রতি লক্ষ করো।" সূরা ইউনুস : ১০১

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

"তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?" সূরা গাশিয়া : ১৭

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ﴿٦﴾

"তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কীভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি। আর তাতে কোনো ফাটলও নেই?" সূরা কাফ : ০৬

ইসলাম অন্ধ আনুগত্য, বংশীয় রীতি-নীতি ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের আদেশ-নিষেধকে বিবেচনা ছাড়া অনুসরণ করাকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

"যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো', তখন তারা বলে– 'না; আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি, তার অনুসরণ করব'। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তবুও কি?" সূরা বাকারা : ১৭০

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾

"তারা আরও বলবে– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও অগ্রজদের আনুগত্য করেছিলাম মাত্র, তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল'।" সূরা আহযাব : ৬৭

কিন্তু যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস কাম্য, ইসলাম সেখানে কখনও ধারণা ও অনুমানের অনুসরণকে সমর্থন করে না।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

"অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধু ধারণার অনুসরণ করে। আর সত্যের মোকাবিলায় ধারণার কোনো মূল্য নেই।" সূরা নাজম : ২৮

ইসলাম প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির অনুসরণও সমর্থন করে না। কারণ, তা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ... ﴿٢٦﴾

"আপনি খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না, এটা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" সূরা সোয়াদ : ২৬

এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন–

...إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ... ﴿٢٣﴾

"তারা তো শুধু অনুমান ও খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে।" সূরা নাজম : ২৩

ইসলাম এমন কোনো দাবি সমর্থন করে না, যার পক্ষে সত্যায়নকারী কোনো প্রমাণ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

"যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে (এ কথার সত্যতার) প্রমাণ উপস্থিত করো।" সূরা বাকারা : ১১১, সূরা নামল : ৬৪

ইসলাম আকলি (বুদ্ধিবৃত্তিক) বিষয়গুলোতে যুক্তি ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদিতে প্রত্যক্ষ দর্শনের ওপর নির্ভর করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ... ﴿١٩﴾

"তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল?" সূরা যুখরুফ : ১৯

ইসলাম নাকলি (ওহিতে আসা নির্দেশনা) বিষয়গুলোতে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...اِئْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

"এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার কাছে নিয়ে আসো। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" সূরা আহকাফ : ০৪

আর দ্বীনি বিষয়গুলোতে ওহির প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। এ কারণে যারা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে, তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে পবিত্র কুরআন বলে–

...نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾

"তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে জানাও।" সূরা আনআম : ১৪৩

এভাবে যারা বলে তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হয়েছে, তাদের কুরআন বলে–

...قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۭ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾

"হে নবি! বলে দিন যে, তোমাদের কাছে কোনো ইলম আছে কি? থাকলে বের করো আমাদের সামনে। মূলত তোমরা অনুমান ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করো না, মনগড়া কথা ছাড়া কোনো কথা বলো না।" সূরা আনআম : ১৪৮

ইসলাম জ্ঞানার্জন ও উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের জন্য আহ্বান করে। ইসলাম জ্ঞানার্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে উপকৃত হতেও উৎসাহিত করে। এমনকি ইসলাম জ্ঞান-গবেষণাকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন প্রতিটি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, যে জ্ঞান উম্মাহর প্রয়োজন। ফলে, সমসাময়িক জ্ঞান অর্জনে পশ্চাদগামিতা অন্যায় ও গুনাহ হিসেবে বিবেচিত।

ইসলাম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, বেসামরিক ও সামরিক সকল জ্ঞানে দক্ষতা অর্জনকে আবশ্যিক দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে। আর এ দায়িত্ব পালন করতে প্রয়োজনীয় প্রতিটি মাধ্যমের অনুসরণও আবশ্যক।

ইসলাম বিশুদ্ধ নাকল তথা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সুস্থ আকলের কোনো বিরোধ আছে বলে মনে করে না। আকলের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব, সাধারণভাবে সকল নবির নবুওয়াত ও বিশেষভাবে মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত প্রমাণিত হয়।

www.bjilibrary.com

আমাদের সভ্যতায় প্রকৃত জ্ঞান এবং ইসলামের অকাট্য বিষয়াবলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের সভ্যতায় অন্যান্য ধর্মের মতো বিজ্ঞান ও দ্বীনের মাঝে কোনো বিরোধ ঘটেনি। কারণ, আমাদের নিকট দ্বীন হলো জ্ঞান, আর জ্ঞান হলো দ্বীন।

এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামি ঐতিহ্য দ্বারা সুশোভিত ও পথনির্দেশিত হয়। আমাদের সভ্যতায় জ্ঞানকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথমটি, সুপ্রমাণিত বিশুদ্ধ ইলাহি বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান। এ ব্যাপারে 'হুদা' ও 'নূর' তথা কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। আর দ্বিতীয়টি হলো, নিত্যনতুন উদ্ভূত মানবীয় সমস্যা সংক্রান্ত জ্ঞান। এটা পরিমাণে অধিক ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। এখানেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলাম দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং মানুষের চিন্তা-গবেষণা প্রসূত বিষয়গুলোর মাঝে ভালোটি বাছাই করে নেয়।

মূলত, ইসলাম হিদায়াতের বাতিঘর। ইসলাম এমন কোনো নীতি নয়– যা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে; বরং ইসলাম জ্ঞান ও চিন্তার ঐতিহ্যকে গোটা দুনিয়ায় উন্মুক্ত করে দেয়। অন্যদিকে, ইসলাম সকল উৎস থেকে উৎসারিত প্রজ্ঞাই গ্রহণ করে। ইসলাম প্রাচীন ও আধুনিক জাতিসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে উপকারিতা গ্রহণ করে; যদি এটা তার নিজস্ব আকিদা, শরিয়াহ ও মূল্যবোধবিরোধী না হয়। ইসলাম প্রাচীন চিন্তার প্রতি গোঁড়ামি এবং নতুন চিন্তার প্রতি দাসত্বমূলক মনোভাব পরিহার করে অন্যদের ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ করে নেয়।

ইসলাম অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, বর্তমান থেকেও উদাসীন থাকে না, আর ভবিষ্যৎ থেকেও কখনও গাফিল হয় না। শাসকগোষ্ঠীর একনায়কতন্ত্রের বিপরীতে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য গণতন্ত্রের প্রণীত নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলি থেকে ভালো দিকগুলো ইসলাম অনুমোদন করে। মালিকগোষ্ঠী ও বিত্তবানদের বিপরীতে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে সমাজতন্ত্র কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলির ভালো দিকগুলো ইসলাম অনুমোদন করে। এ ছাড়াও প্রতিটি মতবাদ ও মতাদর্শ থেকে ইসলাম উপকারিতা গ্রহণ করে। যদিও এটার মৌলিক দর্শন ইসলামের নিকট প্রত্যাখ্যাত। যেমন– জীবন সম্পর্কে ফ্রয়েডের দর্শন, অর্থনীতিতে কালমার্কসের দর্শন এবং সমাজ সম্পর্কে ডুর্খেইমের দর্শন ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

"প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ। এটা যেখানেই পাওয়া যাবে, মুমিন ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অধিকারী।"[৪০]

কিন্তু মুসলিমরা এ সকল দর্শন, পদ্ধতি ও মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা গ্রহণ করবে– তা একটি শর্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারবে। তা হলো– এটা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত কোনো নস, স্পষ্টভাবে নির্দেশিত কোনো বিষয় এবং শরিয়াহর অকাট্য কোনো বিধানের বিরোধী হতে পারবে না। মাসলাহা মুরসালার বিষয়েও ব্যাপারটি এমন; বরং মুসলিম সমাজ অন্যদের থেকে সংগৃহীত এসব দর্শন, পদ্ধতি ও মানবীয় অভিজ্ঞতার সাথে নিজস্ব প্রাণশক্তি, মূল্যবোধ ও বিধানাবলি সংযোজন করবে, ফলে তা ইসলামি নিয়মতান্ত্রিকতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মুসলিম সমাজ অন্যদের থেকে সংগৃহীত এসব বিষয়ে পুনর্বিন্যাস ও সংযুক্তি আনয়ন করবে। ফলে, এটা তাকে পূর্ববর্তী গতি-প্রকৃতি থেকে মুক্ত করে ইসলামি গতি-প্রকৃতি দান করবে।

৪০. তিরমিযি : ইলম [২৬৮৭], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি গরিব। এ সনদ ব্যতীত অন্য কোনো সনদে হাদিসটি আমাদের জানা নেই। ইবনে মাজাহ : যুহদ [৪১৬৯], আলবানি তাঁর 'দ্বয়িফুত-তিরমিযি'-তে হাদিসটি দ্বয়িফ বলেছেন।

www.bjilibrary.com

১৫. ইসলাম ও তারবিয়া পদ্ধতি

মানবসমাজকে সত্যের অনুসারী করতে ইসলাম শুধু আইনের ওপর নির্ভর করে না; ইসলাম মানুষকে সত্যানুসারী করতে উত্তম তারবিয়া তথা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে; বরং ইসলাম আইন প্রণয়নের আগে মানুষের জন্য উত্তম তারবিয়া ও দিক-নির্দেশনা প্রদান নিশ্চিত করে। কারণ, আইন সমাজ গঠন করে না; সমাজ গঠন করে ধারাবাহিক তারবিয়া ও গভীর দিক-নির্দেশনা।

প্রতিটি বিপ্লব ও পরিবর্তনের মূল ভিত্তি হলো চিন্তাশীল, বিবেকবান, বিশ্বাসী ও আখলাকি মূল্যবোধসম্পন্ন ভালো মানুষ গড়ে তোলা। আর এ ভালো মানুষ একটি ভালো সমাজের মূল উপাদান।

সূরা আসরে ভালো মানুষকে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ الْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"সময়ের শপথ। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে। আর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে সবরের উপদেশ দিয়েছে।" সূরা আসর : ১-৩

ভালো মানুষ হচ্ছেন তিনি, যার মাঝে ঈমান ও আমলের সমন্বয় ঘটে। যার মাঝে নিজেকে সংশোধন ও অন্যকে সংশোধনের স্পৃহা লক্ষ করা যায়। ভালো মানুষ অপরজন থেকে সত্য ও সবরের ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করে। আবার, অন্যকেও সত্য ও সবরের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করে। মূলত মুসলিমদের মাঝে এমন কোনো হীন ব্যক্তি নেই যে, যার নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করা যাবে না। আবার এমন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও নেই যে, যাকে উপদেশ দেওয়া যাবে না।

www.bjilibrary.com

এজন্য আমরা মাতৃক্রোড় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি তারবিয়াতি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক মনে করি, যাতে তারা ঈমানের সাথে জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে আখলাক শিক্ষা দিতে পারে। যাতে এ তারবিয়াতি প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদের হৃদয়ে তাকওয়ার এমন বীজ বপন করে দিতে পারে, যা একজন মানুষকে সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তার নফসকে পরিশুদ্ধ করবে। ফলে, তার আকল ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে। তাই তারবিয়াতের প্রতিটি উপাদানের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। তারবিয়া তথা প্রশিক্ষণ দানের জন্য আমাদের উপযোগী পদ্ধতি (Method), উপযোগী পাঠ্যক্রম, উপযোগী শিক্ষক, উপযোগী পরিচালনা পদ্ধতি এবং সর্বোপরি উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে; যেন তাদের উত্তম শিক্ষা প্রদান করা যায়।

এখানে তারবিয়া দ্বারা আমরা পরিপূর্ণ তারবিয়া বোঝাচ্ছি, যার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ রুহ, আকল, মনন, শরীর, আখলাক, ভাষা, সামাজিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সৈনিকবৃত্তি ও জাতিসত্তা সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ একজন মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে। এভাবে একেকটি মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে, যার আখলাক হবে কুরআন এবং আদর্শ হবে মুহাম্মাদ সা.।

আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত তারবিয়াতি ক্ষেত্রগুলো হলো– বিভ্রান্তি থেকে নিজের আকিদার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, শিরকের জঞ্জাল থেকে নিজের তাওহিদ বিশ্বাসকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি আরও বৃদ্ধি করা। সত্য কথা বলা, সুন্দর কাজ করা, আমানত রক্ষা করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার, দয়া, কোমলতা, কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা, লজ্জাশীলতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, বিনয়, ব্যক্তিত্ববোধ, সত্য প্রচারের মানসিকতা, মিথ্যার বিরোধিতা করা, দ্বীনের ব্যাপারে কল্যাণকামিতা, জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা, সাধ্যানুযায়ী হাত, জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করা এবং সর্বোপরি জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান করা ইত্যাদি আখলাকি মূল্যবোধকে আগামী প্রজন্মের তারবিয়া নীতিতে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ফলে, তারা কখনও জালিমের কাছে মাথা নত করবে না; যদি জালিমের কাছে ফিরাউনের ক্ষমতা ও কারুনের ঐশ্বর্য থাকে তারপরও।

প্রেস, অডিও ও ভিডিও মিডিয়ার প্রতিও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। কারণ, বর্তমানে মানুষের চিন্তা, বিনোদন ও ঝোঁকপ্রবণতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে মিডিয়া। মিডিয়া জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে।

www.bjilibrary.com

অতএব, মিডিয়াকে আকিদা বিনষ্টকারী, চিন্তা দূষিতকারী ও আচার-আচরণ বিকৃতকারী সকল প্রকার প্রোগ্রাম থেকে মুক্ত রাখতে হবে। মিডিয়াকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ প্রচেষ্টায় ব্যবহার করতে হবে। প্ররোচণা ও বিভ্রান্তি ছড়াবে না– এমন নির্বাচিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলো মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে। মিডিয়ায় প্রচারিত প্রোগ্রামগুলোতে সংবাদের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা, পরামর্শের ক্ষেত্রে যথার্থতা, বিনোদনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা এবং সর্বোপরি আখলাকি মূল্যবোধ নিশ্চিত করতে হবে।

www.bjilibrary.com

১৬. মধ্যমপন্থা ও পরিপূরকতা

আমরা ইতিবাচক মধ্যমপন্থায় লালন করি– যা দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সংগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মধ্যমপন্থা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত। এ মধ্যমপন্থা 'মিযান' বা ন্যায়দণ্ডের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন বা অবহেলার নীতি অবলম্বন করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"তোমরা ন্যায়দণ্ডের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। আর তোমরা ন্যায়পন্থায় ওজন প্রতিষ্ঠিত করো। ন্যায়দণ্ডে কমতি করো না।" সূরা রাহমান : ৮-৯

আমরা দেখেছি যে, প্রতিটি বিষয়ে ইসলাম মধ্যমপন্থার গুণে বিশেষায়িত। মধ্যপন্থাকে ইসলাম তার মৌলিক গুণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ বলেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...﴿١٤٣﴾

"আর এভাবেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মধ্যমপন্থি উম্মাহ হিসেবে।" সূরা বাকারা : ১৪৩

আমাদের এ মধ্যপন্থা প্রতিটি বিষয়ে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভারসাম্যপূর্ণ নীতির প্রতিনিধিত্ব করে; তা আকিদাগত বা আমলগত, বস্তুগত বা অবস্তুগত, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিক যেকোনো বিষয় সম্পর্কিত হোক না কেন।

আমাদের এ মধ্যমপন্থা ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুগত দিক, আকল ও কলব, অধিকার ও দায়িত্ব এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সমন্বয় সাধনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে কাজ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

"ও আমাদের রব! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন। আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।" সূরা বাকারা : ২০১

www.bjilibrary.com

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا...﴿٧٧﴾

"আর আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ ভুলো না।" সূরা কাসাস : ৭৭

আমাদের এ মধ্যমপন্থা ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে একটি ন্যায়ভিত্তিক মিযান প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, এটা পুঁজিবাদের মতো ব্যক্তিকে এমন অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করে না– যাতে ব্যক্তির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণ চিন্তার চেয়েও বেশি অগ্রগণ্য বিবেচিত হতে পারে। আবার সমাজকেও এমন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রদান করে না, যার ফলে তা ব্যক্তির ওপর সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করবে এবং ব্যক্তির স্বকীয়তা ও ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে। বরং সীমালঙ্ঘন ও লাগামহীনতা দুটো থেকে মুক্ত হয়ে ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করে। আর এ নীতির ভিত্তিতেই শরিয়াহর বিধিবিধান ও দিক-নির্দেশনা বিন্যস্ত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক। রাসূল সা. বলেন–

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

"তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল।"[৪১]

আবার দ্বীনের মৌলিক বিষয়, মূল্যবোধ, আকিদা ও শরিয়াহর ক্ষেত্রে শিথিলতাও সমান ধ্বংসাত্মক। তাই আমরা প্রতিটি বিষয়ে এমন মধ্যপন্থি চিন্তা পুনর্গঠনে আগ্রহী– যা উম্মাহর জন্য যথাযথ হবে এবং যার মাধ্যমে উম্মাহ পরিচালিত হবে সঠিক পথে।

মাযহাবের অন্ধ অনুসরণের গোঁড়ামি ও মাযহাবকে বর্জন করার প্রান্তিকতার মাঝামাঝিতে আমাদের এ মধ্যপন্থা অবস্থান করে।

---

৪১. মুসনাদে আহমাদ [১৮৫১]। তাখরিজকারীরা বলেন, হাদিসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহিহ। যিয়াদ বিন হুসাইন ব্যতীত এর অন্যান্য বর্ণনাকারীরা শায়খানের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য। আর যিয়াদ বিন হুসাইন মুসলিমের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। নাসায়ি : মানাসিকুল হজ [৩০৫৭], ইবনে মাজাহ : মানাসিক [৩০২৯]। হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, বিকৃত ও বিদয়াতি তাসাউফের অনুসরণ করা অথবা শরিয়াহসম্মত তাসাউফের বিরোধিতাকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝামাঝিতে রয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহর নসকে অবজ্ঞা করে আকলের মাধ্যমে বিধান প্রণয়ন করা এবং নসের মর্মার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আকলকে বাতিল করার মাঝামাঝিতে আমাদের এ মধ্যপন্থা।

সামগ্রিকভাবে ইলহামের অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করা এবং ইলহামকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়ে শরিয়াহর বিধিবিধানের মৌলিক উৎস হিসেবে গণ্য করার মধ্যখানে রয়েছে আমাদের এই মধ্যমপন্থা।

অমৌলিক বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করা এবং মূলনীতির ক্ষেত্রেও শিথিলতা প্রদর্শন করার মাঝে আমাদের এ মধ্যমপন্থা।

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, মানবীয় ত্রুটি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং হিদায়াতের রশ্মি প্রকাশ হওয়ার পরও পূর্বতন ঐতিহ্যকে বাতিল করার মাঝখানে।

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, বাস্তবতাকে ন্যূনতম গুরুত্ব না দেওয়া আদর্শিক দর্শনে বিশ্বাসী এবং উত্তম আদর্শিক দর্শনে অবিশ্বাসী– উভয় প্রকার ব্যক্তিবর্গের মাঝামাঝিতে অবস্থান করছে।

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, ব্যক্তিকে সমষ্টির কল্যাণের চেয়েও অধিক বিবেচনাকারী Liberalism এবং সমাজকে ব্যক্তির চেয়েও অধিক গুরুত্বদানকারী মার্কসবাদ– উভয় ধরনের চিন্তার মধ্যমপন্থি চিন্তা।

আমাদের এ মধ্যপন্থা, উপায় ও পদ্ধতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং মূলনীতি ও লক্ষ্যের বিষয়েও পরিবর্তন করা– উভয় প্রকার ভুলের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা।

এ মধ্যমপন্থা, দ্বীনের মূলনীতি ও অকট্য বিষয়েও সংস্কার ও ইজতিহাদ দাবি করা এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থার সাথে সম্পর্কহীন বর্তমান যুগে সূচিত সমস্যার ব্যাপারেও তাকলিদ ও ইজতিহাদ বাতিল করার চিন্তার মধ্যবর্তী বিন্দুর চিন্তা।

আমাদের এ মধ্যপন্থা, শরিয়াহর মাকসাদ রক্ষার নামে অকাট্য নস অবহেলা করা এবং নসের জাহিরি অর্থের ওপর আমল করার নামে মাকাসিদুশ শারিয়াহ থেকে গাফিল হওয়ার মধ্যবর্তী চিন্তা।

www.bjilibrary.com

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, মূলনীতিহীন ভাবে সমস্ত দুনিয়ার প্রতি মুক্তমনা হওয়া এবং অযৌক্তিক পন্থায় শুধু নিজের মতে আবদ্ধ থাকা– এ উভয় প্রকার চিন্তার মধ্যমপন্থি চিন্তা।

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, তাকফির বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের মতো সকল দ্বীনদার মুসলিমকে কাফির বলা এবং তাকফির বিষয়ে শিথিলতাকারীদের মতো মুরতাদ, ইসলামের প্রত্যক্ষ শত্রু ও মুসলিমদের শত্রুপক্ষের সহযোগীদেরও কাফির না বলা– এই উভয় চিন্তার মধ্যমপন্থি চিন্তা।

হারামের ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি যেন দুনিয়ায় হালাল বলে কিছু নেই এবং হালালের ক্ষেত্রে এমন সীমালঙ্ঘন যেন দুনিয়ার সবকিছুই হালাল; এ দুটি চিন্তার মাঝে আমাদের মধ্যমপন্থার অবস্থান।

আমাদের এ মধ্যমপন্থা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়ে শুধু অতীত নিয়ে নিমগ্ন হওয়া এবং অতীত থেকে এমন গাফিল হওয়া যেন 'গতকাল' শব্দটি ও 'অতীত' কালটির অস্তিত্ব নেই; এ দুই প্রকার চিন্তার মাঝে অবস্থিত।

শুধু শরিয়াহর আইনগত বিধিবিধানসমূহ, বিশেষত হুদুদ ও কিসাসের মতো দণ্ডবিধিগুলোর বাহ্যিক বাস্তবায়ন করা ইসলামের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তবে তা শরিয়াহর এমন অংশ– যা বাতিল করা জায়িয নয়।

ইসলামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য শুধু গঠনগত নয়; বাস্তবিক অর্থেই ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালানো। এ জীবনব্যবস্থা সকল মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের সংস্কারের কাজ করবে, ফলে আল্লাহ নিজে তাদের সংস্কার করে দেবেন। এ সমাজের ছায়ায় একজন মুমিন মানুষ, একটি সুদৃঢ় পরিবার, একটি সুসংসহত সমাজ ও একটি আদালতপূর্ণ রাষ্ট্র গঠিত হবে। এ রাষ্ট্র হবে শক্তি ও আমানতের গুণে গুণান্বিত। মোটকথা, একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জীবনব্যবস্থা ইসলামি আকিদার অনুসরণ করবে, ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়ন করবে এবং ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত হবে। এ জীবনব্যবস্থা ইসলামি আখলাক লালন করবে এবং ইসলামি শিষ্টাচার দ্বারা সুশোভিত হবে।

ইসলাম পারস্পরিক সহযোগী মনোভাবাপন্ন একটি সমাজ গঠন করতে চায়; যেখানে সবাই একটি সুদৃঢ় কাঠামোর মতো থাকবে, যা একে অপরকে সংহত করবে। এ সমাজে এমন কোনো ক্ষুধার্ত মানুষ থাকবে না– যার প্রতিবেশী

www.bjilibrary.com

পরিতৃপ্তি সহকারে খায়, অথচ সে ক্ষুধার্ত থাকে। এ সমাজে প্রত্যেক নিরক্ষরের জন্য উপকারী জ্ঞান, প্রত্যেক কর্মহীনের জন্য উপযোগী কর্ম, প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য উপযুক্ত মজুরি, প্রত্যেক ক্ষুধার্তের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রত্যেক রোগীর জন্য কার্যকর চিকিৎসা, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, প্রত্যেক অভাবীর জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা এবং প্রত্যেক অক্ষম ব্যক্তির জন্য বস্তুগত ও সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

বিশেষত প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, বিধবা ও প্রতিবন্ধী তাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবে। এ সমাজ ব্যবস্থা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে শক্তিশালী হবে। এ সমাজ চিন্তা শক্তি, রুহানি শক্তি, শারীরিক শক্তি, আখলাকি শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক শক্তির দিক থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। সাথে থাকবে ঐক্য ও পারস্পরিক দৃঢ়তার শক্তি। সর্বোপরি, থাকবে সকল শক্তির মূল উৎস ঈমানি শক্তি।

www.bjilibrary.com

১৭. ইসলাম ও সভ্যতা

ইসলাম শুধু তার অতীত হয়ে যাওয়া সমৃদ্ধ সভ্যতার কাহিনি শোনানোকে যথেষ্ট মনে করে না; ইসলাম সমসাময়িককালে স্বীয় সভ্যতা বিনির্মাণে কাজ করে। ইসলাম বর্তমান সভ্যতার যা কিছু উৎকৃষ্ট বিষয় আছে, তা গ্রহণ করে। যেমন– বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থা। যেমনটি ইতঃপূর্বে ইউরোপীয়রা আমাদের সভ্যতা থেকে তা গ্রহণ করেছিল। মূলত প্রকৃতিগত দিক থেকে জ্ঞান হলো বিশ্বজনীন। জ্ঞান ধর্ম, দেশ ও জাতির পার্থক্যের কারণে ভিন্ন হয় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃতি জাতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও জীবন-দর্শনের পার্থক্যের কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে।

আমাদের ইসলামি সভ্যতা উদারভাবে অন্যান্য সভ্যতা থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে এ সভ্যতা অন্য কোনো সভ্যতা থেকে নিজ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক– এমন কোনো সংস্কৃতি গ্রহণ করে না। ইসলাম সব সময় স্বীয় মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রাখে। এ সভ্যতা এমন এক সভ্যতা, যেখানে আসমানের সাথে জমিনের সম্পর্ক সূচিত হয়েছে। এ সভ্যতায় ইলাহি মূল্যবোধের সাথে মানবিক মূল্যবোধের মিলন ঘটেছে। এ সভ্যতায় ইসলামের মৌলিকত্বের সাথে যুগের প্রাণসত্তা স্পষ্ট হয়েছে। এ সভ্যতায় ইলম ও ঈমান একত্র হয়েছে। এ সভ্যতায় সত্য ও শক্তির মেলবন্ধন রচিত হয়েছে।

এ সভ্যতায় বস্তুগত উন্নয়ন ও চারিত্রিক উৎকর্ষের ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। এ সভ্যতায় আকল ও ওহির নূর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ইসলামি সভ্যতায় তার নিজস্ব জীবনব্যবস্থার মূল উপাদানসমূহ ও বৈশিষ্ট্যাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তার নিজস্ব উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আর এটি ঘটেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। যেমন– ব্যক্তি গঠন, পরিবার গঠন, সমাজ বিনির্মাণ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মানবজাতিকে পথনির্দেশিকা প্রদান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে।

www.bjilibrary.com

বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা এবং ভোগবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী সভ্যতা, উভয়টি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উন্নত এক সভ্যতার নির্মাতা ইসলাম। এ সভ্যতা ডান-বাম অন্য কোনো দিকে ধাবিত হয় না। এ সভ্যতা শুধু ইসলামের দিকেই ধাবিত হয়। এ সভ্যতা শুধু ইসলাম থেকেই তার উপাদান গ্রহণ করে। এ সভ্যতা শুধু ইসলামের ওপরই নির্ভরশীল। এ সভ্যতার উদ্দেশ্যও ইসলাম এবং ইসলামের ভিত্তিতেই এ সভ্যতা পরিচালিত হয়। ইসলামের মাঝেই এ সভ্যতার প্রকাশ ও পরিস্ফুটন।

ইসলামি সভ্যতা স্বতন্ত্র উন্নত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সভ্যতার সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী। ইসলামি সভ্যতা অন্য সভ্যতার সাথে পারস্পরিক পরিচিতি ও সকল মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করার নীতিতে বিশ্বাসী; তাদের ধর্ম বা বর্ণ যাই হোক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا... ﴿١٣﴾

"আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি– যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" সূরা হুজুরাত : ১৩

কিন্তু ইসলামি সভ্যতা অন্য সভ্যতার মাঝে বিলীন হয়ে যেতে প্রস্তুত নয়। এ সভ্যতা তার স্বকীয়তা ও স্বীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারাতে কোনোভাবেই সম্মত নয়। এ কারণেই তা সকল ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ভিন্ন সভ্যতার দখলদারিত্ব ও বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। ইসলামি সভ্যতা সকল ধরনের কূটপন্থার বিরোধিতা করে– যার মাধ্যমে বর্তমান আগ্রাসী হানাদাররা মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করতে চায়। এ হানাদাররা ইসলামের মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তাকে মুছে দিতে চায়। তারা Global Culture স্লোগানের আড়ালে ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রধান স্বকীয়তা 'ঈমান'-কে নষ্ট করে দিতে চায়। এটাই মূলত নব্য উপনিবেশবাদ। ইসলামি জীবনবিধানে বিশ্বাসী হিসেবে আমরা এসবের বিরোধিতা করি।

আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধিতা করি :

এক. পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী দর্শন, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করে না। এ সভ্যতা গায়েব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না। এ সভ্যতার ধ্বজাধারীদের চিন্তার জগতে আল্লাহর কোনো স্থান নেই।

www.bjilibrary.com

বিখ্যাত নওমুসলিম মনীষী মুহাম্মাদ আসাদ বলেছিলেন–

> "যদি কোনো সভ্যতায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ধারণা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে সভ্যতার অনুসারীদের জীবনাচারে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, পরকালীন বিচার এবং প্রতিদান দিবসের কোনো চিন্তা-ফিকিরই অবশিষ্ট থাকে না।"

দুই. পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বেচ্ছাচারী দর্শন, যা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ধর্ম বা আখলাকের কোনো বিবেচনা নেই। এ কারণে, এ সভ্যতা এমন কিছু বিষয়কে বৈধ জ্ঞান করেছে, যা সকল আসমানি বিধানে হারাম। যেমন– যিনা ও সমকামিতা।

তিন. পাশ্চাত্য সভ্যতার সুবিধাবাদী দর্শন উন্নত মূল্যবোধ ও অনুকরণীয় চারিত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা চারিত্রিক আদর্শকে আপেক্ষিক মনে করে। এ সভ্যতা আখলাকি আদর্শকে চিরন্তন বা স্থিতিশীল মনে করে না। তারা মনে করে, গতকাল যা উন্নত চরিত্র ছিল, আজ তা নিন্দনীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার আজ যা নিন্দনীয় মনে হচ্ছে, কালের পরিক্রমায় তা উন্নত চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

চার. নিজেদের শ্রেষ্ঠজ্ঞান করার প্রবণতা; পাশ্চাত্য সভ্যতা জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে পার্থক্য করে। এ সভ্যতা মনে করে, সাদা চামড়ার লোকেরাই দুনিয়ার কতৃত্বশীল; ইউরোপীয়দের পৃথিবীকে শাসন করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর বাকি দুনিয়া শোষিত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এ চিন্তাদর্শন জ্ঞানভিত্তিক বা ধর্মীয় চেতনা নয়; বরং জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা পরিমাপের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ ইসলাম মনে করে, সকল মানুষ চিরুনির দাঁতের মতোই সমান। তাদের রব এক, তাদের পিতাও এক।

পাঁচ. পাশ্চাত্য সভ্যতার অহংকারপ্রবণতা। এ প্রবণতা নিজেদের শ্রেষ্ঠজ্ঞান করারই প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল। এ সভ্যতা গোটা দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। গোটা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তারা দুনিয়ার সকল সম্পদ ও মানবতার ভাগ্যের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নিজ জাতির স্বার্থে তারা বাকি দুনিয়াকে চুষে খেতে চায়। আর এ নীতির ওপরই পুরোনো উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোটা দুনিয়াকে তারা

www.bjilibrary.com

শুধু আমেরিকার স্বার্থসংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বিশেষত, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর বর্তমান ইসলামি বিশ্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বের আবিষ্কারক দার্শনিকরা বলছেন–

> "ইসলামি সভ্যতাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য প্রধান শঙ্কার কারণ। ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার উচিত ইসলামি সভ্যতার সতর্কতা অবলম্বন করা ও দূরত্ব বজায় রাখা।"

www.bjilibrary.com

১৮. নারী ও পরিবার

ইসলাম নারীকে প্রদান করেছে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা। ইসলাম নারীকে মানুষ হিসেবে একজন পূর্ণাঙ্গ মুকাল্লাফ বিবেচনা করে। ইসলাম নারীকে তার যথার্থ অধিকার প্রদান করেছে, আবার তার ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করেছে। রাসূল সা. বলেন–

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"নিশ্চয় নারীরা পুরুষদের অংশ (পরিপূরক)।"[৪২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ...﴿١٩٥﴾

"তোমরা একে অপরের অংশ।" সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর সহযোগী এবং নারী পুরুষের সহযোগী। তারা একে অপরকে পরিপূর্ণতা দান করে।

ইসলাম নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে মর্যাদা দান করে। ইসলাম নারীকে পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্ম পালন, শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মসংস্থান প্রতিটি বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণের জন্য অবাধ সুযোগ দান করে; বিশেষত নারী যখন কর্মসংস্থানের একান্ত মুখাপেক্ষী হয় বা

---

৪২. মুসনাদে আহমাদ [২৬১৯৫], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন– হাদিসটি হাসান লি গায়রিহি। এর সনদ দুর্বল। কারণ, এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর আল ওমরি দুর্বল রাবি। আবু দাউদ [২৩৬], তিরমিযি [১১৩], উভয় গ্রন্থে তাহারাত অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আবু ইয়ালা [১৪৯/৮], বায়হাকি ফিল কুবরা : তাহারাত [১৬৮/১], হাদিসটি আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। আলবানি 'সহিহ আবু দাউদ'-এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন [২৩৪]।

www.bjilibrary.com

সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো কাজে তাকে প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু নারীর কর্মের ক্ষেত্রে তার নারী, স্ত্রী ও মা হিসেবে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, তা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে– যাতে নারীর কর্ম এবং তাদের ঘর-স্বামী-সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধের মাঝে কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হয়।

একজন নারী নিজেকে রক্ষা করতে বিশেষ কিছু সামাজিক গ্যারান্টির প্রতি মুখাপেক্ষী। ফলে, স্বামী যদি তার প্রতি জুলুমও করে বা পিতা যদি তাকে অবহেলাও করে অথবা সন্তান যদি তার প্রতি অবাধ্যতা ও খারাপ আচরণও প্রদর্শন করে, তারপরও যেন সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

ইসলাম নারীকে কল্যাণের আহ্বান, সৎ কাজের নির্দেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ফাসাদ ও অকল্যাণ প্রতিহতকরণে অংশগ্রহণের বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...﴿٧١﴾

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে।” সূরা তাওবা : ৭১

অন্যদিকে, মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ ...﴿٦٧﴾

“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের অংশ। তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ থেকে নিষেধ করে।” সূরা তাওবা : ৬৭

নবি সা.-এর যুগে মুসলিম নারীরা দাওয়াতি কাজ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাসূল সা.-এর সাহায্যে প্রথম যে কণ্ঠটি সহযোগী হয়েছিল, তা একজন নারীর কণ্ঠ। তিনি হচ্ছেন আমাদের মা খাদিজা রা.। ইসলামের প্রথম শহিদ একজন নারী। তিনি হচ্ছেন আম্মার ইবনে ইয়াসার রা.-এর মা সুমাইয়া রা.।

ইসলাম নারীর মর্যাদাবোধ ও মানবিকতাকে সম্মান করে। ফলে, ইসলাম নারীকে উসকানি বা বিনোদনের মাধ্যম ও সস্তা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার চরম বিরোধিতা করে। ইসলাম নারীকে পুরুষের সাথে চাল-চলনের ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখতে নির্দেশনা দেয়। ইসলাম নারীকে পোশাক-আশাক,

www.bjilibrary.com

চালচলন ও কথাবার্তায় শালীনতা ও আত্মসম্মানবোধ রক্ষা করে শিষ্টাচারের সাথে চলতে বলে। এতে নারীর সম্মান ও মর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে, কোনো ব্যক্তি তাকে উত্যক্ত করতে সাহস করতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ... ﴿٥٩﴾

"এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"
সূরা আহযাব : ৫৯

আবার, কোনো ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের লোক তার প্রতি প্রলুব্ধও হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

"অতএব, পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। কারণ, এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।"
সূরা আহযাব : ৩২

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। আর সকল ধর্মের নিকটই পরিবারের ভিত্তি হলো মানব-প্রকৃতি সমর্থিত সুপরিচিত বিবাহ ব্যবস্থা। পরিবার গঠনের একমাত্র পন্থাই হলো বিয়ে। সমসাময়িক বিভিন্ন মতাদর্শ পরিবার গঠনের জন্য বিবাহ বহির্ভূত অন্য যত পন্থা আবিষ্কার করেছে– ইসলাম এ সবগুলোর বিরোধিতা করে। তারা আজ সমলিঙ্গ বিবাহ এবং একক পরিবারের ধারণা মানুষের সামনে নিয়ে এসেছে। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, জাতিসংঘ আজ এগুলোকে সমর্থন করছে এবং অনুমতি দিচ্ছে। এ জাতিসংঘ আজ ব্যভিচার ও সমকামিতার মতো বিষয়গুলোকে বৈধ ঘোষণা করছে; অথচ সকল আসমানি ধর্ম এগুলোকে অবৈধ করেছে।

ইসলাম বিবাহের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করে এবং বিবাহের মাধ্যমগুলো সহজ করে দেয়। ইসলাম আইন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বিবাহের পথে বিরাজমান সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কাজ করে। ইসলাম ওই সকল অপসংস্কৃতি দূর করতে কাজ করে, যা সমাজে বিবাহকে কঠিন ও বিলম্বিত করে। যেমন– মহরের পরিমাণে আধিক্য, হাদিয়া, ওলিমা ও বিবাহ অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত খরচ; পোশাক, ফার্নিচার ও সাজসজ্জায় অপচয় ও খরচের আধিক্য। এ সকল অপ্রয়োজনীয় খরচে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হন।

www.bjilibrary.com

রাসূল সা. স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনে দ্বীনদারিতা ও আখলাককে প্রাধান্য দিতে উপদেশ দিয়েছেন। রাসূল সা. বলেন–

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"(পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে) দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দাও; অন্যথায় তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক।"[৪৩]

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

"যদি তোমাদের নিকট এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারিতা ও আখলাক তোমাদের সন্তুষ্ট করে, তাহলে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি এমনটি না করো, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ঘটবে।"[৪৪]

ইসলাম হালাল মাধ্যমগুলো সহজ করে দেওয়ার পাশাপাশি হারাম মাধ্যম এবং হারামে প্ররোচণা দানকারী বিষয়গুলো বন্ধ করে দেয়। যেমন– নারী-পুরুষ সংলাপ, চিত্রকর্ম, গল্প ও ড্রামার মাধ্যমে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর প্রসার। এ ছাড়া হারাম মাধ্যমগুলো বন্ধ করতে মিডিয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কারণ, এখন তো মিডিয়া প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করেছে। মিডিয়া প্রতিটি চোখ ও কানের অতি নিকটে চলে এসেছে।

ইসলাম প্রশান্তি, ভালোবাসা ও রহমতের চাদর দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে সাজাতে চায়। ইসলাম পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে চায়। ইসলাম পারস্পরিক উত্তম ব্যবহার দিয়ে পারিবারিক বন্ধনকে সুশোভিত করতে চায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

---

৪৩. বুখারি : নিকাহ [৫০৯০], মুসলিম : রিদা [১৪৬৬], মুসনাদে আহমাদ [৯৫২১], আবু দাউদ [২০৪৭], নাসায়ি [৩২৩০],ইবনে মাজাহ [১৮৫৮], শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থে নিকাহ অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. হাদিসটি বর্ণনা করেন।

৪৪. তিরমিযি [১০৮৪], আবু ঈসা তিরমিযি বলেন, হাদিসের এ সনদের একজন রাবি আবদুল হামিদের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি আবদুল হামিদের বর্ণনাকে সংরক্ষিত বলে মনে করেন না। ইবনে মাজাহ [১৯৬৭], উভয় গ্রন্থে নিকাহ অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তাবারানি : আওসাত [১৪১/১], হাকিম : নিকাহ [১৭৯/২]। হাকিম হাদিসটির সনদ সহিহ বলেছেন। যাহাবি এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আলবানি 'সহিহ ইবনে মাজাহ'য় হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন [১৯০১]

www.bjilibrary.com

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভদ্রোচিত জীবনযাপন করো। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, হতে পারে যে– আল্লাহ যাতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।" সূরা নিসা : ১৯

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ... ﴿٢٢٨﴾

"নারীদের রয়েছে ন্যায়সংগত অধিকার, যেমন অধিকার পুরুষের আছে। আর নারীদের ওপর পুরুষের একটি অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে।" সূরা বাকারা : ২২৮

ইসলাম শুধু তখন তালাকের অনুমতি প্রদান করে, যখন উভয়ের মাঝে সকল প্রকার সমঝোতা ও সালিশ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়; ঠিক অপারগ অবস্থায় অস্ত্রোপচারের মতো। আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করতে স্পষ্টভাবে সালিশ নিয়োগ করার আদেশ করেছেন, যদিও মুসলিমরা এখন এ আদেশ বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا... ﴿٣٥﴾

"আর যদি তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করো, তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। তারা উভয়ে নিস্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন।" সূরা নিসা : ৩৫

যদি সমঝোতা সম্ভব না হয় এবং তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেই যায়, তাহলে ইসলাম এ অবস্থায় অন্য নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়। ইসলাম তখন এমন নারীকে বিবাহ করতে বলে, যার প্রতি তার আগ্রহ আছে, যার ভরণপোষণ করার সামর্থ্য তার আছে এবং যার প্রতি সে সুবিচার করতে পারবে– এ ভরসা আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ﴿٣﴾

"নারীদের মধ্য থেকে পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ করো। দুই, তিন বা চার; আর যদি সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো তাহলে একজন।" সূরা নিসা : ৩

ইসলাম বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক অবশ্য পালনীয় দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে পরিবারকে সাজাতে চায়। বস্তুগত সহানুভূতিগত এবং আখলাকি মূল্যবোধগত সকল দৃষ্টিকোণ থেকে এ দায়িত্ববোধ একটি বাস্তবসম্মত বিষয়।

www.bjilibrary.com

ফলে, ইসলাম বাবা-মার পক্ষ থেকে সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সন্তানের পক্ষ থেকে বাবা-মার প্রতি ইহসান ও সদাচারকে আবশ্যক করে দিয়েছে।

ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মা ও শিশুদের দেখ-ভাল করা আবশ্যক করে দিয়েছে। ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রকে এতিম ও গৃহহীন শিশুর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছে। কুরআন ও সুন্নাহ এতিম ও মুসাফিরের প্রতি ইহসান করতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। এ ছাড়াও কুরআন তাদের জন্য যাকাত, সদাকা, গনিমত ও ফাঈ-এ বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের ধারণা এমন ছোটো নয় যে, তাতে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ব্যতীত আর কেউ থাকবে না। ইসলামের পরিবারের এক বিস্তৃত ধারণা প্রদান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার বলতে স্বীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠী, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ও নিকটাত্মীয় সকলকে শামিল করে। ফলে, তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ফরজ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴿٧٥﴾

"আল্লাহর বিধানমতে আত্মীয়রা একে অন্যের প্রতি অনেক বেশি হকদার।"
সূরা আনফাল : ৭৫

মুসলিম দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শক্তি বিজয়ী হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিম নারীরা তাদের মূল উৎস দ্বীন ও সম্মান থেকে দূরে ছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম নারীরা আবার তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসছে। এটা আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো একটি নিয়ামত। ফলে, প্রায় দুই শতক ধরে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের ওপর যা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সমসাময়িক ইসলামি পুনর্জাগরণ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, হিজাব ফিরে এসেছে। যথার্থভাবে দ্বীনি বিধান পালন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও এখন বহু মুসলিম নারী দাঈ নারীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করছে। আলহামদুলিল্লাহ!

www.bjilibrary.com

১৯. ইসলাম ও সমাজ

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের ভিত্তির ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামি সমাজে জাতি, ধর্ম, শ্রেণি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত মর্যাদা কিংবা হীনতার কোনো স্থান নেই। সকল মানুষই ভাই-ভাই। আল্লাহর দাসত্ব ও আদমের বংশধারা তাদেরকে এক করে দিয়েছে। রাসূল সা. বলেন–

إِنَّ رَبَّكُم واحدٌ وإن أباكُم واحدٌ.

"তোমাদের রব এক আর তোমাদের পিতাও এক।"[৪৫]

ইসলাম সমাজের অবহেলিত শ্রেণি-গোষ্ঠী যেমন কর্মচারী, কৃষক, কারিগর ও ক্ষুদ্র পেশাজীবীদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছে; অথচ অবহেলিত হওয়ার দরুন সমাজের অন্যান্য মানুষ এদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু রাসূল সা. তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। রাসূল সা. স্থিতিশীল অবস্থায় তাদের সামাজিক উৎপাদনের মূল ভিত্তি আর অস্থিতিশীল ও যুদ্ধাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতা লাভের প্রধান মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছেন। সহিহ হাদিসে এসেছে–

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"তোমরা তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ও অসহায়দের কারণে (বরকতে) জীবিকা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকো।"[৪৬]

---

৪৫. বায়হাকি ফি শুয়াবিল ঈমান : হিফযুল লিসান [২৮৯/৪]। ইমাম বায়হাকি বলেন, এ হাদিসের সনদে এমন একজন রাবি রয়েছেন– যিনি অপরিচিত। হাদিসটি জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি : আত তারগিব ওয়াত তারহিব [২৯৬৩], তিনি হাদিসটিকে সহিহ লিগায়রিহি বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ [২৩৪৮৯], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ সহিহ। হাদিসটি এমন একজন থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি নবি সা. থেকে শুনেছেন। হায়সামি মাজমায়ুয যাওয়ায়িদে বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবিরা বিশুদ্ধ [৫৮৬/৩]।

www.bjilibrary.com

জাহিলি সমাজব্যবস্থায় এ দুর্বল শ্রেণির মানুষেরা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ছিল। অতঃপর ইসলাম আগমন করল এবং ন্যায়সংগতভাবে তাদের সকল অধিকার পূরণ করে দিলো। যেমন– ন্যায্য মজুরি ও নিরাপত্তা। ইসলাম প্রত্যেকের শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনা করার পাশাপাশি প্রত্যেকের কর্ম এবং তার প্রয়োজনের দিকটাও বিবেচনা করে।

ইসলাম কর্ম করতে অক্ষম, সামর্থ্যবান বেকার ও যারা কর্মে নিয়োজিত থেকেও জীবনধারণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করতে পারছে না, তাদের সবার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলাম নিঃস্ব, অনাথ ও মুসাফিরদের দিকেও খেয়াল রেখেছে। ফলে ইসলাম ধনীদের অর্থ-সম্পদ, গনিমত ও ফাঈ সহ রাষ্ট্রের সকল সম্পদে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু নিয়মিত ও সাময়িক অধিকার সাব্যস্ত করেছে। যেমন– যাকাত ও অন্যান্য দান। ইসলাম এ বিধান দিয়েছে, যাতে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সমাজের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়, ধনীরা দুর্বলদের সহযোগিতা করে এবং সচ্ছলরা অসচ্ছলদের ভালো-মন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ... ﴿۷﴾

“আল্লাহ (বিজিত) জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, রাসূলের আত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য (বণ্টিত হবে)। এ ব্যবস্থা এজন্য যে, যাতে তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল অর্থ-সম্পদ আবর্তিত না হয়।” সূরা হাশর : ৭

---

৪৬. বুখারি : আল জিহাদ ওয়াস সাঈর [২৮৯৬], মুসয়াব ইবনে সাদ থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানি ‘আল ফাতহ’ গ্রন্থে দারি কুতনির বক্তব্যের টীকা হিসেবে উল্লেখ করেন, হাদিসটি মুরসাল। তিনি বলেন– “হাদিসটি বাহ্যিক দিক থেকে মুরসাল, কিন্তু মূলত হাদিসটির সনদ মাওসুল। হাদিসটি মুসয়াব ইবনে সাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন বলে প্রসিদ্ধ। রাবি যদি এমন কারও নিকট থেকে বর্ণনা করেন, যার নিকট থেকে বর্ণনা করায় তিনি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হন, তাহলে কোনো রাবির নাম বাদ দিলেও ইমাম বুখারি এ ধরনের হাদিসের প্রতি ভরসা রেখেছেন। ফলে তিনি এ ধরনের হাদিসকে ‘মাওসুল’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।” [৩৬২/১]। আর হাফিয মাযি ‘তুহফাতুল আশরাফ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বর্ণিত হাদিসসমূহে উল্লেখ করেছেন।

www.bjilibrary.com

নিঃস্ব, মুসাফির ও অনাথরা উপর্যুক্ত খাতসমূহ থেকে যা গ্রহণ করবে, তা তারা তাদের ন্যায্য পাওনা ও পবিত্র অধিকার হিসেবেই করবে। এসব পাওনা কারও অনুগ্রহ বা ইচ্ছাধীন দান নয়; বরং ইসলামি রাষ্ট্র সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে তাদের এসব পাওনা যথাযথভাবে গ্রহণ ও বণ্টন করবে। রাসূল সা. বলেন–

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরিদেরকে দেওয়া হবে।"[৪৭]

যদি কেউ স্বেচ্ছায় এ পাওনা আদায় করতে না চায়, তাহলে বল প্রয়োগ করে হলেও ইসলামি রাষ্ট্র তা আদায় করবে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামি রাষ্ট্রই প্রথম রাষ্ট্র– যা দরিদ্রদের অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধের ডাক দিয়েছিল। প্রথম খলিফা আবু বকর রা. বলেছিলেন–

وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ

"আল্লাহর শপথ! তারা যদি একটি রশিও দিতে অস্বীকৃতি জানায়– যা তারা রাসূল সা.-এর সময় দিত, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"[৪৮]

এ ছাড়াও ইসলাম সামগ্রিকভাবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে কাজ করে। তাই ইসলাম ধনীদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করে এবং দরিদ্রদের জীবনমান উন্নত করে। ইসলাম কখনও এমনটা মেনে নেয় না যে, একজন পূর্ণ তৃপ্তিসহ খেয়ে রাত যাপন করবে, অন্যদিকে তার পাশেই আরেকজন ক্ষুধায় কাতরাবে। ইসলামে রাষ্ট্র এ ব্যাপারে সরাসরি দায়িত্বশীল। রাসূল সা. বলেন–

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"নেতা তার অধীন সকল জনগণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করা হবে।"[৪৯]

---

৪৭. বুখারি : যাকাত [১৩৯৫], মুসলিম : ঈমান [১৯], আবু দাউদ [১৫৮৪], তিরমিযি [৬২৫], নাসায়ি [২৪৩৫], ইবনে মাজাহ [১৭৮৩]। শেষোক্ত চারটি গ্রন্থে হাদিসটি যাকাত অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

৪৮. বুখারি : ইতিসাম বিল কিতাবি সুন্নাহ [৭২৮৪], মুসলিম : ঈমান [২০], আবু দাউদ : যাকাত [১৫৫৬], তিরমিযি : ঈমান [২৬০৭], নাসায়ি : যাকাত [২৪৪৩]। হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

৪৯. বুখারি : জুময়া [৮৯৩], মুসলিম : ইমারাত [১৮২৯], মুসনাদে আহমদ [৪৪৯৫], আবু দাউদ : আল খারাজ ওয়াল ইমারাত [১৭০৫], তিরমিযি : জিহাদ [১৭০৫]। হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

একজন নেতা তার জাতির জন্য তেমনই দায়িত্বশীল, যেমনটি একটি পরিবারে পিতা দায়িত্বশীল। রাসূল সা. বলেছেন–

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

"আমি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক অগ্রগণ্য। যদি কেউ মারা যায় এবং তার কোনো ঋণ থাকে, তাহলে সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা আমার দায়িত্ব। আবার যদি কেউ সম্পদ রেখে যায়, তবে সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের।"[৫০]

৫০. বুখারি : কিফালাত [২২৯৮], মুসলিম : ফারায়িজ [১৬১৯], মুসনাদে আহমাদ [৭৮৯৯], তিরমিযি [১০৭০], নাসায়ি [১৯৬৩]। শেষোক্ত গ্রন্থ দুটিতে জানায়িয অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাজাহ : সদাকাত [২৪১৫], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

২০. ইসলাম ও রাষ্ট্র

ইসলাম সকল জাতিকে স্বীয় শাসক নির্বাচন করার স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম কোনো জাতির ওপর শাসক চাপিয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলামি রাষ্ট্রে শাসকদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে শাসকদের দায়িত্ব হলো জনগণকে তত্ত্বাবধান করা, দেখভাল করা, হিতোপদেশ প্রদান করা এবং সহযোগিতা করা। অন্যদিকে, জনগণের দায়িত্ব হলো– শরিয়াহসম্মত কাজে শাসকের আনুগত্য করা। কিন্তু শাসক যদি কোনো অন্যায় ও পাপ কাজের ব্যাপারে তাদের আদেশ করে, তাহলে শাসকের আনুগত্য করা যাবে না। আর শাসক যদি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে জনগণের কর্তব্য তাকে উপদেশ ও পরামর্শদানের মাধ্যমে ঠিক করে দেওয়া। যদি এতেও শাসক সঠিক পথ অনুসরণ না করে, তাহলে তাকে অপসারণ ও বরখাস্ত করতে হবে।

ইসলামি রাষ্ট্র, পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পুরোহিত শাসিত (Theocracy) রাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্র নয়। ইসলামি রাষ্ট্র রাসূল সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের মতো, যার মূল উৎস ইসলাম। এই রাষ্ট্র বাইয়াত, শূরা (পরামর্শ) ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ... ﴿٣٨﴾

"তারা নিজেদের কাজকর্ম পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করে।" সূরা শূরা : ৩৮

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ... ﴿١٥٩﴾

"কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

শাসক যদি পরামর্শকদের সাথে পরামর্শ করেন, তাহলে তার উচিত হবে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া; অন্যথায় এ পরামর্শের মূলত কোনো উপকারিতা থাকে না এবং শূরা সদস্যদের রাষ্ট্রীয় কাজে সমস্যা সমাধানকারী ও কার্যসম্পাদনকারী হিসেবে অভিহিতকরণেরও কোনো তাৎপর্য থাকে না।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ..﴿٥٨﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" সূরা নিসা : ৫৮

ইসলামি রাষ্ট্র এমন কিছু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়– যা মূলত রাষ্ট্র নিজে তৈরি করেনি। আর এ আইন পরিবর্তন করার অধিকারও রাষ্ট্রের নেই। আবার ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালক যে শুধু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গই হবেন, এমন নয়; বরং প্রত্যেক শক্তিশালী, বিশ্বস্ত, সংরক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিই ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালক হতে পারেন। মূলত, যাদের আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতা দান করলে তারা জমিনে নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তাদের প্রত্যেকেই শাসক হওয়ার যোগ্য।

রাষ্ট্রশাসনে মানবসভ্যতা স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যে বাস্তবমুখী গঠন-প্রকৃতি ও অবকাঠামো অর্জন করেছে, ইসলাম তাকে স্বাগত জানায়। এ গঠন-প্রকৃতি ও অবকাঠামো শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার ও শক্তিশালীদের সামনে দুর্বলদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত করে। এই গঠন-প্রকৃতি ও অবকাঠামো সংবিধান থেকে শাসকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব অপসারণ করে এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

এ ছাড়াও, মানবসভ্যতা কর্তৃক অর্জিত এ রাষ্ট্রীয় কাঠামো, নির্বাচিত পার্লামেন্ট, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বাধীন মিডিয়া, বাক্‌স্বাধীনতা ও বিরোধী দলসহ আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসলামের প্রাণসত্তা ও মাকাসিদের সাথে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক রূপের অনেক দিকই মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও সকল ব্যাপারে সরাসরি নস (কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি) বর্ণিত হয়নি। তাই গণতন্ত্র একটি বিজাতীয় মতবাদ এই দাবির ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা যথার্থ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর পরিভাষাসমূহ ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল অথবা কমপক্ষে ইসলামি মূল্যবোধের বিরোধী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দাবি করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

কুরআনে ফিরাউন, হামান ও কারুনকে নিন্দা করা হয়েছে। কুরআন স্বৈরাচারী ও অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে শাসনকারী দাম্ভিকদের প্রতি লানত করে। কুরআন প্রত্যেক প্রতাপশালী অহংকারীকে নিন্দা করে।

সারকথা হচ্ছে, ইসলাম প্রত্যেক জাতির জন্য স্বীয় শাসক নির্বাচন করাকে অনুমোদন করে। অন্যদিকে, অত্যাচারী ও জবরদখলকারীর শাসনকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

আর যারা বলেন যে, অধিকাংশের মত গ্রহণ করা একটি বিজাতীয় ও ইসলাম বিরোধী মতাদর্শ; তাদের এ কথা প্রত্যাখ্যাত। কারণ, এ ব্যাপারে শরয়ি প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– উহুদ যুদ্ধে অধিকাংশের মতামতের সমর্থনে আয়াত নাযিল হয়েছিল। এ ছাড়াও রাসূল সা. আবু বকর রা. ও উমর রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما.

"যদি তোমরা দুজন কোনো ব্যাপারে ঐকমত্য হও, তাহলে আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না।"[৫১]

এ ছাড়াও 'সাওয়াদুল আযাম' বা বিশাল সংখ্যক জনমতের অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া উমর রা. খিলাফতের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট 'পরামর্শ সভা' গঠন করেছিলেন, আর অন্যান্য সাহাবিরাও এ ব্যাপারে তাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ফলে পরামর্শসভার অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিন্তু আমরা মানবজীবন সম্পর্কে গণতন্ত্রের দর্শনকে গ্রহণ করি না। কারণ, আমাদের জীবন দর্শন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত আকিদা, শরিয়ত ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করি– যে পদ্ধতিতে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকদের সমূলে মূলোৎপাটন করা যায়।

---

৫১. মুসনাদে আহমাদ [১৭৯৯৪], আবদুর রহমান ইবনে গানাম থেকে বর্ণিত। হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ রাবি শাহর ইবনে হাওশাবের দুর্বলতা থাকার কারণে দুর্বল। আর আবদুর রহমান ইবনে গানামের হাদিসটি নবি সা. থেকে মুরসাল। তাবারানি : আওসাত [২১২/৭], বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত। হায়সামি 'মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, তাবারানি আওসাতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মালিকের লিপিকার হাবিব ইবনে আবি হাবিব নামক একজন রাবি আছেন, যিনি প্রত্যাখ্যাত [৩৮/৯]।

www.bjilibrary.com

২১. সম্পদ ও অর্থনীতি

ইসলাম সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম সম্পদকে মানবজীবনের ভিত্তি ও স্নায়ু হিসেবে বিবেচনা করে। সম্পদ ব্যতীত দুনিয়া বিনির্মাণ ও দ্বীনকে সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا... ﴿٥﴾

"আর নির্বোধদের তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অর্পণ করো না, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন।" সূরা নিসা : ৫

রাসূল সা. বলেন–

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

"উত্তম ব্যক্তির জন্য উত্তম সম্পদ কতই না ভালো!"[৫২]

সম্পদ একটি নিয়ামত, আমাদের উচিত এর শুকরিয়া আদায় করা। সম্পদ এমন একটি আমানত, আমাদের উচিত একে রক্ষা করা। আবার সম্পদ একটি পরীক্ষাও। আল্লাহ মানুষকে যা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। এ কারণে, সম্পদ উপার্জন ও বৃদ্ধি উভয়ই শরিয়াহসম্মত পন্থায় করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... ﴿١٨٨﴾

"তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না।" সূরা বাকারা : ১৮৮

---

৫২. মুসনাদে আহমাদ [১৭০৯৬], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, মুসলিমের শর্তে এর সনদ সহিহ। ইবনে আবি শায়বা : আল বুয়ু ওয়াল আকদিয়া [৪৬৭/৪], মুসনাদে আবু ইয়ালা [২৬৩/১৩], ইবনে হিব্বান : যাকাত [৬/৮], তাবারানি ফিল আওসাত [২৯১/৩], হাকিম : বুয়ু [৩/২], হাকিম হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ বলেছেন। যাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। বায়হাকি ফিশ শুয়াব : তাওয়াক্কুল [৯১/২]। হাদিসটি আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম সম্পদের ওপর আরোপিত আবশ্যিক অধিকারগুলো আদায় করার নির্দেশনা দেয়। ইসলাম অপচয়, বিলাসিতা ও অবহেলার মাধ্যমে সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে সতর্ক করে। বিশেষত, জনতার সম্পদ বা অন্য মানুষের সম্পদ। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে অন্য মানুষের সম্পদ নষ্ট করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। যেমন– এতিমের সম্পদ নষ্ট করা।

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের ওপর কিছু শর্ত ও ব্যয় নির্ধারণ করে। ইসলাম একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও মজুতদারিতা প্রতিরোধ করে। ইসলাম আইন করে ও নির্দেশনা দিয়ে সম্পদকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে লাগাতে চায়।

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের ওপর অন্যের কিছু অধিকার আবশ্যক করে দিয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান হলো যাকাত। যাকাত ছাড়াও সম্পদের ওপর আরেপিত আরও অনেক অধিকার রয়েছে।

মূলত, সকল সম্পদ আল্লাহ তায়ালার মালিকানাভুক্ত। মানুষ মূল মালিকের খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ... ﴿٧﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। আর আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা হতে ব্যয় করো।" সূরা হাদিদ : ৭

ইসলাম সর্বশক্তি দিয়ে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কাজ করে। ইসলাম এ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সকল প্রকার বস্তুগত সম্পদ ও মানবিক প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে এবং জনগণকে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে– যাতে একটি স্বনির্ভর জাতি গঠিত হয় এবং জাতি হিসেবে কারও ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়– যাতে কৃষি ও শিল্পখাত থেকে সমাজের প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ হয়। বিশেষত, দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা ও নিজেদের ভূমি, সম্মান ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির চাহিদা যাতে পূরণ হয় এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

ইসলাম জাগতিক উন্নতির জন্য এ কর্মপ্রচেষ্টাকে দ্বীন হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া বিনির্মাণের জন্য কাজ করাও ইবাদত; সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করা ফরজ। স্বীয় জাতিকে সভ্যতা ও সামরিক দিক থেকে

www.bjilibrary.com

উন্নত করাকে ইসলাম আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে গণ্য করে। ইসলাম স্বীয় জাতির স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে।

এভাবে ইসলাম একটি জাতিকে সকল প্রকার মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক প্রেরণা ও নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম একটি জাতিকে দর্শনগত ও কর্মগত এমন মানহাজ প্রদর্শন করে, যার ফলে ওই জাতি উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং ওই জাতির জনগোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিভাশক্তি বিকশিত হয়। আর মূলত, জনগণের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করাই উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যকথায় বললে, জনগণের এই সুপ্ত প্রতিভা উন্নয়নের অনুঘটকও।

অর্থ বিনিয়োগ, বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব বিধি-বিধান ও আখলাকি দিক-নির্দেশনা রয়েছে। অর্থব্যবস্থায় ইসলাম সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আদেশটি প্রদান করে তা হলো– ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে কাজ করা। আর সবেচেয়ে গুরুতরভাবে যা থেকে নিষেধ করে তা হলো– সুদ ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ; অথচ এ সুদ ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোতে প্রবেশের পর থেকে একচেটিয়া সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা দ্বারা ইসলামি বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। মুসলিমরা এ ঔপনিবেশিক যুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম উভয় দিক থেকেই পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি নবজাগরণের যুগ মুসলিমদের মাঝে তাদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। এ নবজাগরণ মুসলিমদের মাঝে তাদের স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সাম্যভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে এনেছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের অনেক স্থানে বহু ইসলামি ব্যাংক, কোম্পানি ও অর্থনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক রিসার্চও করা হয়েছে। এ ছাড়াও ইসলামি অর্থনীতিকে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পর্যালোচনা বোর্ড, নীতি-নির্ধারণী বোর্ড ও শরিয়া বোর্ডও গঠিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

২২. ইসলাম শান্তির দ্বীন

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম শান্তির দিকে আহ্বান করে। ইসলাম শান্তির মাধ্যমে সমস্ত মানবতাকে অভ্যর্থনা জানায়। আর এ সালাম (শান্তির আরবি প্রতিশব্দ) শব্দটি দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলিমদের অভিবাদন হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَٰمٌ ... ﴿٤٤﴾

"যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাদের অভিবাদন হবে সালাম।" সূরা আহযাব : ৪৪

আল্লাহর নামসমূহের অন্যতম একটি নাম হলো সালাম তথা। আল্লাহ বলেন–

... الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَٰمُ ... ﴿٢٣﴾

"তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত, তিনি সালাম।" সূরা হাশর : ২৩

মুসলিমদের নিকট সুন্দর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো 'আবদুস সালাম' বা সালামের বান্দা। জান্নাতের একটি নাম 'দারুস সালাম' তথা শান্তির নিবাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَهُمْ دَارُ السَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ... ﴿١٢٧﴾

"তাদের জন্য রবের কাছে রয়েছে শান্তির নিবাস।" সূরা আনআম : ১২৭

অনেকের ধারণা, ইসলাম তো আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য আহ্বান করে। অতএব, ইসলাম শান্তিবিরোধী এবং শান্তির দিকে আহ্বান করতে পারে না।

এটি ইসলাম সম্পর্কে একটি জঘন্য ভুল ধারণা। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা বেশ কয়েকটি কারণে জিহাদের বিধান দিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে ফিতনা ও দ্বীনের ব্যাপারে জুলুম প্রতিহত করা।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ... ﴿١٩٣﴾

"তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতদিন না ফিতনা নির্মূল হয় আর দ্বীন আল্লাহর জন্য একক ও নিরঙ্কুশভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।" সূরা বাকারা : ১৯৩

কুরআন ফিতনাকে হত্যার চেয়ে জঘন্য ও কঠিন অপরাধ মনে করে। কেননা, হত্যা হলো মানুষের বস্তুগত অস্তিত্বের ওপর আক্রমণ ও বিনাশ সাধন। আর ফিতনা হলো মানুষের মানসিক ও নৈতিক অস্তিত্বের ওপর আক্রমণ ও বিনাশ সাধন করা।

জিহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে আরও রয়েছে অত্যাচারিত জনতাকে জুলুম ও লাঞ্ছনার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا... ﴿٧٥﴾

"তোমাদের কী হয়েছে? কেন তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল অসহায় নর-নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে– হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নাও। এর অধিবাসীরা অত্যাচারী।" সূরা নিসা : ৭৫

এ ছাড়াও ধর্মীয় ও জাতীয় সম্মানিত ও পবিত্র স্থানসমূহের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করাও জিহাদের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا... ﴿١٩٠﴾

"তোমরা আল্লাহর পথে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো– যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।" সূরা বাকারা : ১৯০

ইসলাম এ জিহাদে শত্রুপক্ষের অনুরূপ শত্রুতা ও বিরোধিতাকে নিন্দা করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً... ﴿٣٦﴾

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করো, যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করছে।" সূরা তাওবা : ৩৬

www.bjilibrary.com

তবে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অহেতুক যুদ্ধ ও হানাহানি কামনা করে না। যদি মুসলিম এবং তাদের বিরোধীশক্তির মধ্যকার জটিলতা যুদ্ধ ও মারামারি ছাড়াই সমাধান করা সম্ভব হয়, তবে ইসলাম এক্ষেত্রে রক্তপাত এড়িয়ে যেতে চায়। কুরআন এ ব্যাপারে এভাবে বলছে–

وَ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿۲۵﴾

"আল্লাহ কাফিরদের ফিরিয়ে দিলেন তাদের ক্ষোভসহ। আর যুদ্ধের ব্যাপারে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ অতীব শক্তিশালী ও পরাক্রমশীল।" সূরা আহযাব : ২৫

কত পূর্ণাঙ্গ এ কথা! প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কত যথার্থভাবে এ আয়াত ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রাণসত্তাকে ব্যক্ত করছে!

যখন হুদায়বিয়ায় সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হয়, তখন এ ব্যাপারে সূরা ফাতহ নাযিল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ﴿۱﴾

"নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।" সূরা ফাতহ : ১

তখন কিছু সাহাবি বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি বিজয়?' রাসূল সা. বললেন– 'হ্যাঁ, এটা বিজয়।' তারা ধারণাই করতে পারল না যে, যুদ্ধ ছাড়াও বিজয় অর্জিত হতে পারে।[৫৩]

---

৫৩. মুসনাদে আহমাদ [১৫৪৭০], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ দুর্বল। মাজমার পিতা ইয়াকুব ইবনে মাজমা ইবনে জারিয়া যদিও একজন হাসান বর্ণনাকারী, তারপরও তিনি এককভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ : জিহাদ [২৩৫৯], ইবনে আবি শায়বা ফিল মাগাযি [৩৮৪/৭], তাবারানি ফিল আওসাত [১২০/৪], কাবির [৪৪৫/১৯], আল হাকিম ফি কিসমিল ফাঈ [১৪৩/২]; হাকিম হাদিসের সনদটি সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। দারে কুতনি ফিস সুনান : সাঈর [১০৫/৪], বায়হাকি ফিল কুবরা : কিসমুল ফাঈ [৩২৫/৬], মাজমা ইবনে জারিয়া থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আলবানি তাঁর 'দ্বয়িফি আবি দাউদ'-এ একে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

www.bjilibrary.com

একই সূরায় এ সন্ধিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ ও বিজয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ...﴿٢٤﴾

"তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পরে তোমাদের থেকে তাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন।" সূরা ফাতহ : ২৪

লক্ষ করুন, কাফিরদের থেকে হাত গুটিয়ে রাখানোর মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।

রাসূল সা. সর্বাধিক সাহসী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ চাইতেন না। তিনি বলতেন–

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

"তোমরা শত্রুপক্ষের সাথে মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশা করো না। তোমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কিন্তু যদি শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হয়ে যাও, তখন ধৈর্যধারণ করবে। আর জেনে রেখো, তরবারির ছায়ার নিচেই রয়েছে জান্নাত।"[৫৪]

রাসূল সা. আরও বলতেন–

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

"আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হলো হারব তথা যুদ্ধ ও মুররাহ তথা তিক্ততা।"[৫৫]

---

৫৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি। বুখারি : আল জিহাদু ওয়াস সাঈর [২৯৬৬], মুসলিম : আল জিহাদু ওয়াস সাঈর [১৭৪২], মুসনাদে আহমাদ [১৯১১৪], আবু দাউদ : জিহাদ [২৬৩১]। আবদুল্লাহ ইবনে আবি শায়বা থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

৫৫. মুসনাদে আহমাদ [১৯০৩২], এর তাখরিজকারীরা বলেন, আকিল ইবনে শাবিবের পরিচয়হীনতার কারণে এর সনদ দুর্বল। আকিল ইবনে শাবিব থেকে শুধু মুহাম্মাদ ইবনে মুহাজির হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আনসারি। ইবনে হিব্বান ব্যতীত অন্য কারও নিকট আকিল ইবনে শাবিবের বিশ্বস্ততা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আবু দাউদ : আদাব [৪৯৫০], বায়হাকি ফিল কুবরা : দাহায়া [৩০৬/৯]। হাদিসটি আবু ওহাব আল জুশামি থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি তাঁর 'সহিহা'য় একে সহিহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ রাসূল সা. 'হারব' শব্দটাকে এতটা অপছন্দ করতেন যে, এ শব্দে কারও নামকরণকে পছন্দ করতেন না। আরবরা জাহিলি যুগে এ নামে নাম রাখত। যেমন– হারব ইবনে উমাইয়াহ।

কিন্তু যখন ইসলামের মর্যাদাহানি করা হবে, মুসলিম দেশ আক্রমণ করা হবে বা পবিত্র স্থানসমূহ দখল করা হবে, তখন মুসলিমদের ওপর যুদ্ধ কেবল ইচ্ছাধীন নয়, বরং ফরজ হয়ে যায়। তখন ইসলাম যুদ্ধ ও আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ব্যয় করতে উৎসাহিত করে, যদিও তা তাদের কাছে অপ্রিয় হয়। যেমন, কুরআনের আয়াত বলছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমাদের অপ্রিয় হলেও তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান ফরজ করা হয়েছে। হতে পারে– তোমরা যা অপছন্দ করো, তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার এমনও হতে পারে, তোমরা যা পছন্দ করছ, তা ক্ষতিকর। আল্লাহ সবকিছু জানেন আর তোমরা জানো না।" সূরা বাকারা : ২১৬

এতদ্সত্ত্বেও ইসলাম কখনোই সন্ধি ও শান্তিচুক্তির দরজাকে বন্ধ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ... ﴿٦١﴾

"তারা যদি সন্ধির জন্য হাত বাড়ায়, তুমিও সন্ধির জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে আর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে।" সূরা আনফাল : ৬১

ইসলামে জিহাদের বিধান এক অতি উচ্চ নৈতিকতাপূর্ণ বিধান। ইসলাম যুদ্ধে শুধু তাদেরই হত্যা করার অনুমোদন দেয়, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ইসলাম যুদ্ধে কখনোই মহিলা, শিশু, অতিশয় বৃদ্ধ, ধর্মীয় গুরু, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের হত্যা করার অনুমতি প্রদান করে না। ইসলাম যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা, মৃতদেহের অঙ্গবিকৃতি, গাছপালা কেটে ফেলা, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা এবং জলাশয় নষ্ট করা থেকে নিষেধ করে। এ ছাড়াও ইসলাম পেছনে ফেলে যাওয়া সমস্ত জনপদ উজাড় ও ধ্বংস করে দেওয়াকেও অনুমোদন করে না; অথচ এ ধ্বংস নীতিকে কাফিররা 'পরিত্যক্ত ভূমির রাজনীতি' হিসেবে বিবেচনা করে।

www.bjilibrary.com

ইসলামের এ মহৎ যুদ্ধনীতির ব্যাপারে ঐতিহাসিকরাই সাক্ষী দিয়ে থাকে। মুসলিমদের বিজয় ছিল মূলত পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী শাসকদের নাগপাশ থেকে আপামর সাধারণ জনতার স্বাধীনতা। রোম ও পারস্যে মুসলিমদের বিজয়াভিযান এরই প্রতিচ্ছবি। এ কারণেই ইতিহাসবিদগণ বলে থাকেন–

> "আরব তথা মুসলমানদের চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু বিজেতা ইতিহাস কখনও দেখেনি।"

www.bjilibrary.com

২৩. সহিংসতা ও সন্ত্রাস

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম দয়া ও সহানুভূতির দ্বীন; কঠোরতা ও সহিংসতার ধর্ম নয়। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাতের শিরোনাম হিসেবে 'রহমত' নির্ধারণ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আপনাকে তো বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

রাসূল সা. নিজেও নিজের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ.

"নিশ্চয় আমি রহমত ও হিদায়াতের আধার।"[৫৬]

এ কারণে মুসলিমদের মাঝে এ কথা প্রচলিত হয়ে গেছে যে, মুহাম্মাদ সা. রহমতের নবি।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে রহমতের গুণে গুণান্বিত করে বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

---

৫৬. তাবারানি ফিল আওসাত [২২৩/৩], হাকিম ফিল ঈমান [৯১/১], হাকিম বুখারি ও মুসলিমের শর্তে হাদিসটি সহিহ বলেছেন। যাহাবি তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বায়হাকি ফিশ শুয়াব : হুব্বুন নাবিয়্যি [১৬৪/২], হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-তে হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

www.bjilibrary.com

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর আপনি কোনো সিদ্ধান্তে চলে এলে আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর প্রতি ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।" সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

রাসূল সা. থেকে রহমত বা দয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা ও নির্দয়তার ব্যাপারে নিন্দাবাদ করা সম্পর্কে অসংখ্য মুস্তাফিদ[৫৭] হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সা. বলেন–

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ

"দয়াকারীদের প্রতি 'রহমান' দয়া করেন।"[৫৮]

ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"জমিনে যারা আছে, তোমরা তাদের প্রতি দয়া করো। তাহলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।"[৫৯]

لا يدخلُ الجنّةَ إلّا رحيمٌ.

"দয়াকারী ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৬০]

---

৫৭. মুস্তাফিদ এমন হাদিসকে বলে– যা দুইয়ের অধিক বর্ণনাধারায় বর্ণিত হয়েছে; তবে মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌঁছেনি। এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ আছে যে– মুস্তাফিদ হাদিস ও মাশহুর হাদিস এক নাকি ভিন্ন। –অনুবাদক

৫৮. মুসনাদে আহমাদ [৬৯৪৯], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ সহিহ লি গায়রিহি। আবু দাউদ : আদাব [৪৯৪১], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস সিলা [১৯২৪], তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৫৯. বুখারি : আদাব [৬০১৩], মুসলিম : ফাদায়িল [২৩১৯], মুসনাদে আহমাদ [১৯১৬৯], তিরমিযি : আল বিররু ওয়াস সিলা [১৯২২], হাদিসটি জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৬০. বায়হাকি ফিশ শুয়াব : বাব [৪৭৮/৭], হাদিসটি আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আলবানি তার 'দ্বয়িফিল জামি'-তে হাদিসটি দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন [৬৩৩৮]।

www.bjilibrary.com

হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে–

أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا

"এক পাপাচারী মহিলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[৬১]

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

"এক মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল, এতে বিড়ালটি মারা যায়। এ কারণে মহিলাটি জাহান্নামে যাবে। মহিলাটি আটকে রাখা বিড়ালকে নিজেও খাবার দেয়নি, আবার ছেড়েও দেয়নি– যাতে সে মাটি থেকে পোকামাকড় ধরে খেতে পারে।"[৬২]

আল্লাহ তায়ালা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী লোকদের নিন্দা করে বলেন–

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ...﴾

"এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন তা পাথর বা তার চেয়েও কঠিন।" সূরা বাকারা : ৭৪

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ...﴾

"এরপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি।" সূরা মায়িদা : ১৩

পাপাচারিতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দিয়েছেন।

ইসলাম যুদ্ধ ও সন্ধি উভয় সময়ে আচরণের ক্ষেত্রে রহমতের নীতি অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান জানায়। ইসলাম নির্বাক প্রাণীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও দয়াকে অনুপ্রাণিত করে এবং কঠোরতাকে নিরুৎসাহিত করে।

---

৬১. মুত্তাফাকুন আলাইহি। বুখারি : আহাদিসুল আম্বিয়া [৩৪৬৭], মুসলিম : সালাম [২২৪৫], মুসনাদে আহমাদ [১০৫৮৩]। হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৬২. প্রাগুক্ত

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

"যে দয়া থেকে বঞ্চিত হলো, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।"[৬৩]

اللهَ رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ ويُعطي على الرِّفقِ ما لا يُعطي على العنفِ.

"আল্লাহ তায়ালা কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতার মাধ্যমে যা দেন, কঠোরতার মাধ্যমে তা দেন না।"[৬৪]

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

"কোনো কিছুর সাথে কোমলতা যুক্ত হলে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। কোনো কিছু থেকে কোমলতা বিচ্ছিন্ন হলে তা ত্রুটিযুক্ত হয়।"[৬৫]

ইসলাম কথা বা কাজ কোনো ক্ষেত্রেই কঠোরতাকে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে বলে। ইসলাম মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বলে–

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ...﴾ ﴿٩٦﴾

"মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো।" মুমিনুন : ৯৬

ইসলাম আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া কারও বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকে স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারও রক্ত ও সম্পদ হালাল জ্ঞান করে না।

ইসলাম العنف-কে ঘৃণা করে। الإرهاب-কে আরও ঘৃণা করে। কারণ, الإرهاب العنف-এর চেয়ে অত্যধিক গুরুতর। العنف মানে হলো– বিরোধীদের বিপক্ষে ন্যায্য পন্থা ব্যতীত শক্তি ব্যবহার করা। আর الإرهاب মানে হলো– এমন কারও বিপক্ষে শক্তি ব্যবহার করা, যার সাথে আক্রমণকারীর কোনো সমস্যা বা

---

৬৩. মুসলিম : কুসুফ [৯০৪]। হাদিসটি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন।

৬৪. মুসলিম : আল বিররু ওয়াস সিলা [২৫৯২], মুসনাদে আহমাদ [১৯২০৮], আবু দাউদ [৪৮০৯], ইবনে মাজাহ [৩৬৮৭], শেষোক্ত গ্রন্থ দুটিতে হাদিসটি আদাব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৬৫. মুসলিম : আল বিররু ওয়াস সিলা [২৫৯৪], মুসনাদে আহমাদ [২৫৭০৯], আবু দাউদ : জিহাদ [২৪৭৮]। হাদিসটি আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

বিরোধ নেই। মনে করুন, বিমান হাইজ্যাক করা, অপহরণ করা এবং পর্যটক হত্যা করা; অথচ এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হাইজ্যাকার বা হত্যাকারী কাউকে চেনেও না, আর তাদের মাঝে কোনো সমস্যা বা বিরোধও নাই।

الإرهاب শব্দটি আরবি ভাষায় أرهب يرهب শব্দমূল থেকে উৎকলিত, যার অর্থ হলো– ভীতি প্রদর্শন ও শঙ্কিত করা। অতএব, الإرهاب মানে হলো– মানুষের মাঝে ভয়, ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া। الإرهاب মানে হলো– মানুষকে আল্লাহপ্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করা। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেন–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"তারা যেন এ ঘরের প্রতিপালকের দাসত্ব করে; যিনি তাদেরকে ক্ষুধার সময় খাবার এবং ভীতির সময় নিরাপত্তা দেন।" সূরা কুরাইশ : ৩-৪

কুরআনের এ আয়াত দুটো আল্লাহ তায়ালার দুটি বড়ো নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যা মানবজীবনের অন্যতম দুটি মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করে। তা হলো– ১. জীবিকা ও ২. নিরাপত্তা।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নিকৃষ্টতম শাস্তি হলো– যদি কোনো সমাজ থেকে এ দুটি নিয়ামত তুলে নেওয়া হয়, ফলে ওই সমাজের অধিবাসীরা ক্ষুধা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

"আর আল্লাহ এমন এক জনপদের উপমা দিচ্ছেন, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। ওই জনপদে সবদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত। তারপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদন।" সূরা নাহল : ১১২

হাদিস শরিফেও নিরাপত্তাকে মৌলিক তিনটি নিয়ামতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যেগুলো মানবজীবনে আনন্দ ও প্রশান্তি লাভের জন্য অত্যধিক প্রয়োজনীয়। নিরাপত্তা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের ভিত্তিস্বরূপ।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

"যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খাবারও মজুদ থাকে, তাহলে তাকে যেন গোটা দুনিয়াটাই দান করা হলো।"[৬৬]

আল্লাহ তায়ালা মক্কাবাসীর প্রতি দয়া করেছেন যে, তিনি তাদের শহরকে নিরাপদ 'হারাম' করে দিয়েছেন। ফলে কেউ যদি সেখানে তার পিতার হত্যাকারীকেও পায়, তবুও তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا...﴿٩٧﴾

"যে এখানে প্রবেশ করল, সে নিরাপদ হয়ে গেল।" সূরা আলে ইমরান : ৯৭

...أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ...﴿٥٧﴾

"আমরা কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়?" সূরা কাসাস : ৫৭

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ...﴿٦٧﴾

"তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ করেছি? অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের ওপরও হামলা করা হয়।" সূরা আনকাবুত : ৬৭

ইয়াকুব আ. ও তাঁর সন্তানেরা যখন মিশর প্রবেশ করছিলেন, তখন মিশর অধিপতি ইউসুফ আ. তাদের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন–

...ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴿٩٩﴾

"আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।" সূরা ইউসুফ : ৯৯

---

৬৬. তিরমিযি : যুহদ [২৩৪৬], তিনি হাদিসটিকে হাসান গরিব বলেছেন। ইবনে মাজাহ : যুহদ [৪১৩১], বুখারি ফিল আদাবিল মুফরাদ [৩০০], বায়হাকি ফিশ শুয়াব : যুহদ [২৯৪/৭]। বায়হাকি বলেন, এ অধ্যায়ে বর্ণিত এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদিস। হাদিসটি উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান থেকে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি তাঁর 'সহিহ ইবনে মাজাহ'-তে হাদিসটিকে হাসান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য যে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, তার বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম একটি হলো– এটি 'দারুল আমান' বা পূর্ণ নিরাপত্তার আবাস। ফিরিশতারা জান্নাতবাসীদের বলবে–

ادْخُلُوهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾

"তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ করো।" সূরা হিজর : ৪৬

জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

"জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" সূরা ইউনুস : ৬২

ফলে প্রত্যেক মানুষের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে ইসলাম শরিয়াহর অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে। আর বিপরীতে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণে ইসলাম চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটার বিধান প্রণয়ন করেছে; অথচ কারও সম্পত্তি জবরদখল করা এর চেয়েও গুরুতর একটি জুলুম হওয়া সত্ত্বেও শরিয়াহ এমন কঠিন শাস্তি প্রদান করেনি। কারণ হলো, চুরি গোপনে হয়। ফলে তা মানুষের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। আর বিপরীতক্রমে জবরদখল প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে হয়।

ইসলাম ডাকাতির জন্যও কঠোর দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেছে। কুরআন মাজিদ ডাকাতদের বিবেচনা করেছে আল্লাহর সাথে যুদ্ধকারী হিসেবে। আল্লাহ বলেন–

...اَلَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا... ﴿٣٣﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।" সূরা মায়িদা : ৩৩

আল্লাহ তাদের এ শাস্তি নির্ধারণ করেছেন–

...اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ... ﴿٣٣﴾

"তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।" সূরা মায়িদা : ৩৩

www.bjilibrary.com

কারণ, এটি এমন এক অপরাধ, যা সমাজের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় এবং সমাজে ভীতি ছড়িয়ে দেয়। ফলে এটি মানুষকে ভীতি প্রদর্শনমূলক অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম। এ কারণে ইসলাম এ রকম কাজের জন্য এত কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে।

ইসলাম মানুষকে যেকোনো পদ্ধতিতে ভয় দেখানো এবং আতঙ্কিত করাকে অপরাধ ও পাপ হিসেবে গণ্য করে; তা যত তুচ্ছ পর্যায়েই হোক না কেন। এ রকম কাজ আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন এবং আখিরাতে এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. বলেন–

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"কারও জন্য কোনো মুসলিমকে ভয় দেখানো হালাল নয়।"

এখানে এ হাদিসের সাথে প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। নুমান বিন রাশিদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> "আমরা রাসূল সা.-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক ব্যক্তি তার বাহনের ওপর কিছুটা নড়ে উঠল তথা তাকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলল। তখন অন্য এক ব্যক্তি তার সাথে রসিকতা করার জন্য তার তূণ থেকে একটি তির বের করে নিল। ফলে লোকটি ভয় পেয়ে জাগ্রত হয়ে গেল। তখন রাসূল সা. বললেন, কারও জন্য কোনো মুসলিমকে ভয় দেখানো হালাল নয়।"[৬৭]

যদিও এ ভয় দেখানো কৌতুক ও রসিকতা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। এখানে শুধু এতটুকু ভয় দেখানোই ছিল যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকটি মনে করেছে কেউ তার তূণ থেকে তির নিয়ে নিচ্ছে। রাসূল সা. এই সামান্য ভীতি প্রদর্শন করাকেও নিষেধ করেছেন।

এখানে রাসূল সা.-এর কথা– "কারও জন্য কোনো মুসলিমকে ভয় দেখানো হালাল নয়" মানে এই নয় যে, শুধু মুসলিমদের ভয় দেখানো নিষিদ্ধ; এখানে 'মুসলিম' শব্দে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কারণ, এখানে ভয় দেখানোর ঘটনাটি

---

৬৭. মুসনাদে আহমাদ [২১৯৮৬], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ সহিহ। আবু দাউদ : আদাব [৫০০৪], বায়হাকি ফিল কুবরা : শাহাদাত [২৪৯/১০]। হাদিসটি আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

একজন মুসলিমের প্রতি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে যেকোনো সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো নিষিদ্ধ। আরেকটি হাদিসে রাসূল সা. বলেন–

المؤمنُ مَن أَمِنَه الناسُ على دمائِهم وأموالِهم.

"মুমিন তো সে-ই, যার থেকে অন্য মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।"[৬৮]

এখানে রাসূল সা. এমন ব্যক্তিকে ঈমানের গুণটি দান করেননি– যার থেকে অন্য মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্পদ নিরাপদ থাকে না; সে মানুষটি মুসলিম বা অমুসলিম যা-ই হোক না কেন।

৬৮. প্রাগুক্ত

www.bjilibrary.com

২৪. স্বাধীনতা ও মতভিন্নতা

নিশ্চয় ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা এবং তার সকল ধরনের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করে। যেমন–

ধর্মীয় স্বাধীনতা

ইসলাম কাউকে কোনো ধর্ম গ্রহণ করা বা কোনো ধর্ম ত্যাগ করার ব্যাপারে বাধ্য করে না। এমনকি কাউকে তার নিজ ধর্মবিরোধী কোনো কর্ম অনুশীলন করতেও বাধ্য করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۙ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ﴿٢٥٦﴾

"দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্যপথ থেকে ভ্রান্তপথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।" সূরা বাকারা : ২৫৬

... أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

"আপনি কি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষকে জবরদস্তি করবেন?" সূরা ইউনুস : ৯৯

নাগরিক স্বাধীনতা

ইসলাম কাউকে কোনো শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করে না। কোনো ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে জবরদস্তি করে না, যা করতে সে অনাগ্রহী। ইসলাম কারও বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে না; কারও বাড়িঘরের পরিবেশেও হস্তক্ষেপ করে না।

জ্ঞানগত স্বাধীনতা

প্রত্যেক ব্যক্তির এ স্বাধীনতা আছে যে, সে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন অভিমত থেকে পছন্দের মতটি গ্রহণ করতে পারবে। আর বিজ্ঞজনরা এ ব্যাপারে পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা করবেন– এটা তাদের অধিকার। ইসলাম কাউকে এজন্য জোর-জবরদস্তি করে না যে, তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ অভিমত পরিত্যাগ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

প্রত্যেক ব্যক্তির এ অধিকার রয়েছে যে, নির্বাচনে সে তার পছন্দমতো কাউকে প্রার্থী মনোনীত করবে। প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ হলে কোনো পদের জন্য সে নিজেকেও প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। শাসকগোষ্ঠী ভুল করলে তার সমালোচনা করার অধিকারও প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। প্রয়োজনে ক্ষমতাসীনদের বিরোধী দলের সাথে জোট করার স্বাধীনতাও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বীকৃত।

ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা হচ্ছে– সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার স্বাধীনতা; বিধ্বংসী নাস্তিকতার স্বাধীনতা নয়। ইসলামপ্রদত্ত স্বাধীনতা হলো অন্তরের স্বাধীনতা; প্রবৃত্তির স্বাধীনতা নয়। এ স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা; নিন্দাবাদ ও অপবাদের স্বাধীনতা নয়। এ স্বাধীনতা অধিকারের স্বাধীনতা; পাপাচারিতার স্বাধীনতা নয়।

ইসলাম শিক্ষাঙ্গনেও প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। ইসলাম প্রতিটি মানুষের সক্ষমতার পর্যায় অনুযায়ী সর্বোচ্চ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাঁধ সাধে না।

ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্য উপযুক্ত কর্মের অধিকার ও ন্যায়সংগত মজুরির অধিকার নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি কাজ করতে অক্ষম হলেও ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তার জীবিকার অধিকার নিশ্চিত করে। ইসলাম প্রতিটি মানুষের বাঁচার অধিকার, মালিকানার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, নিজের জীবন, পরিবার, ধর্ম, সম্মান ও সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করে; বরং এসব অধিকারের কতিপয়– যাকে অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবাধিকার বলে বিবেচনা করছে, ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকে তাকে এমন ফরজ ও ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করে, যা পরিত্যাগ করা হারাম।

ইসলাম বিশ্বাস করে, প্রতিটি মানুষকে তার মা স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছে। তাই কারও জন্য কোনো মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা বৈধ নয়। কারও জন্য বৈধ নয় যে, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবে। ফলে প্রকৃত স্বাধীনতা কখনও প্রকৃত তাওহিদ ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা হলো– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অবশ্যম্ভাবী ফল। আর এ কারণে কায়সারসহ অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের প্রতি রাসূল সা.-এর দাওয়াত ছিল–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ... ﴿٦٤﴾

www.bjilibrary.com

"এসো সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। তা হলো– আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও গোলামি করব না, তাঁর সাথে অন্য কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না।" সূরা আলে ইমরান : ৬৪

ইসলাম মানুষকে এসব অধিকার প্রদানের বিপরীতে তার ওপর কিছু দায়িত্ব আবশ্যক করে। এ দায়িত্ব তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি, তার নিজের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি, তার সমাজের প্রতি, তার উম্মাহর প্রতি, সমস্ত মানুষে প্রতি এবং গোটা দুনিয়ার প্রতি। ইসলাম মানুষকে তার অধিকারসমূহ প্রদানের বিপরীতে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলো পালন করার দাবি করে। প্রতিটি অধিকারের বিনিময়ে একটি দায়িত্ব রয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম চিন্তার বিপরীতে চিন্তা এবং সন্দেহের পরিবর্তে সুদৃঢ় প্রমাণকে স্বাগত জানায়। ইসলামের নির্দেশনা দেয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি করা যাবে না, চিন্তার ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা যাবে না এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কাউকে বল প্রয়োগ করা চলবে না। ইসলাম কার্যসম্পাদনে ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে না; বরং কঠোরভাবে পরিত্যাগ করে। এ ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাস শাসক বা জনগণ যার পক্ষ থেকেই হোক না কেন। কিন্তু শাসকের পক্ষ থেকে জনগণকে ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি বল প্রয়োগ করাকে অত্যধিক গুরুতর পাপ হিসেবে গণ্য করে।

আমরা গঠনমূলক আলাপ-আলোচনায় বিশ্বাসী– যাতে প্রত্যেকে বস্তুনিষ্ঠতা ও শিষ্টাচারিতার সাথে স্পষ্টভাবে নিজ মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... ﴿١٢٥﴾

"আর তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।" সূরা নাহল : ১২৫

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন পথ ও মত অবলম্বন করার বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً... ﴿١١٨﴾

"আর আপনার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন।" সূরা হুদ : ১১৮

www.bjilibrary.com

অতএব, ইসলাম ভিন্নমতকে স্বীকৃতি প্রদান করে; তা দ্বীন অনুধাবন বা চিন্তাকাঠামো অথবা রাজনীতি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। ইসলামে 'ইখতিলাফ' বা মতভিন্নতা রহমত ও কল্যাণস্বরূপ, যদি তা ভিন্ন চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর ইসলামি সমাজে একাধিক দলের অস্তিত্বও স্বীকৃত বিষয়, যদি দলগুলো ইসলামের মূলনীতি ও অকাট্য বিষয়াদিকে যথাযথভাবে মেনে চলে।

সাইয়িদুনা আলী ইবনে আবু তালিব রা. যদিও খারিজিদের চিন্তা ও মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করতেন, কিন্তু তিনি সমাজে তাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি খারিজিদের মুসলিমদের বাইরে বলে গণ্য করেননি এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেননি।[৬৯]

অতএব, একাধিক ইসলামি দল ও আন্দোলনের বিদ্যমানতা একটি বৈধ বিষয়; যদি তাদের ভিন্নতা মৌলিক বিষয়ে না হয়ে আনুষাঙ্গিক বিষয়ে হয়, যদি তাদের মাঝে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্ক বিরোধ ও দ্বন্দ্বমূলক না হয়ে সহযোগী ও পরিপূরক হয়, যদি তাদের মতপার্থক্য বৈরিতা ও হিংসামূলক না হয়, যদি তারা উম্মাহর মৌলিক বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে এক কাঁতারে দাঁড়াতে পারে, যদি তাদের কেন্দ্রবিন্দু হয় কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিষয়গুলো এবং তাদের মূল্য উদ্দেশ্য হয় আকিদা, শরিয়াহ ও আখলাক সকল দিক থেকে ইসলামকে সহযোগিতা করা। ফলে তাদের স্লোগান হবে–

> "আমরা মতৈক্যের বিষয়গুলোতে পরস্পরকে সহযোগিতা করি, আর মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করি।"

---

৬৯. আলী রা. বলেন, তোমাদের ব্যাপারে আমাদের ওপর তিনটি বিষয় রয়েছে। আমরা তোমাদের মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেবো না, যতক্ষণ তোমরা আমাদের সাথে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদেরকে ফাঈ হতে বঞ্চিত করব না এবং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করব না। ইবনে আবি শায়বা ফিল জামাল [৫৬২/৭], তাবারানি ফিল আওসাত [৩৭৬/৭], বায়হাকি ফিল কুবরা : কিতালু আহলিল বাগয়ি [১৮৪/৮], বায়হাকিতে হাদিসটি আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। হায়সামি মাজমায়ুল যাওয়ায়িদে বলেন, তাবারানি আওসাতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইবনে কাসির আল কুফি নামক একজন দুর্বল রাবি রয়েছে [৩৬৪/৬], আলবানি মুখতাসারু ইরওয়ায়ুল গালিলে হাদিসটি দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন [২৪৬৭]। আরও দেখুন, তাফসিরে তাবারির সাতত্রিশ হিজরি সালের ঘটনাবলি সংক্রান্ত অধ্যায়।

www.bjilibrary.com

২৫. শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলাম মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম মনে করে, সুস্থতা অনেক বড়ো একটি নিয়ামত। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে বলে–

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে।"[৭০]

শরীরের হক বা অধিকার হলো– ক্ষুধা পেলে খাওয়া, ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নেওয়া, শরীর অপরিচ্ছন্ন হলে পরিষ্কার করা, শরীর দুর্বল হলে শক্তিশালী করা এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়া। আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো রোগ দেননি, যার প্রতিষেধন পাঠাননি। যে জানার সে জানে, আবার অনেকেই জানতে পারে না। ইসলাম ভ্যাকসিন (Vaccine) ও টিকা গ্রহণ করতেও নিষেধ করে না। ইসলাম সকল রোগ, বিশেষ করে সংক্রামক রোগ থেকে বেঁচে থাকতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে। মহামারীকালীন সময়ে আবশ্যকভাবে সঙ্গনিরোধ (Quarantine) করতেও বলে, যাতে করে পুরো সমাজের সুস্থতা নিশ্চিত হয়।

ইসলাম ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে আবশ্যক মনে করে। বিশেষত, মা ও শিশুর যথার্থ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেয়। ইসলাম প্রতিটি শ্রমিককের জন্য অবকাশকালীন এবং প্রতিটি রোগীর জন্য চিকিৎসাকালীন প্রয়োজনীয় সকল অধিকার প্রদান করে। ইসলাম বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অক্ষম লোকদের অধিকারসমূহ অত্যধিক গুরুত্বের সাথে রক্ষা করতে নির্দেশনা দেয়।

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাকে ঘিরে শরিয়াহর অনেকগুলো বিধি ও আখলাকি নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম ডাক্তারসহ চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায় সম্পৃক্ত প্রত্যেকের এসব বিধান ও নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। এ বিষয়গুলো মেনে

---

৭০. বুখারি : সাওম [১৯৭৫], মুসলিম : সিয়াম [১১৫৯], মুসনাদে আহমাদ [৬৮৬৭], নাসায়ি : সিয়াম [২৩৯১]। হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

চলার ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও গুরুত্ব প্রদান করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত 'কায়রো বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন' থেকে 'Islamic Charter for Medical and Health Ethics' নামে একটি চার্টার প্রকাশিত হয়।

ইসলাম শরীরচর্চা (Physical exercise) করতেও উৎসাহিত করেছে। ইসলাম শরীরচর্চাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে; লক্ষ্য হিসেবে নয়। শরীরচর্চার ফলে শরীর স্থিতিস্থাপক, মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাসূল সা. বলেছেন–

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

"দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়।"[৭১]

ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্য, বিশেষত নিঃস্ব ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা করতে আহ্বান জানায়। নিঃস্ব ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য দান করতে উৎসাহিত করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন দ্বীনকে অস্বীকার করারই লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এতিমকে; আর খাদ্য দানে উদ্বুদ্ধ করে না মিসকিনদের।" সূরা মাউন

এ ছাড়াও ইসলাম আইন প্রয়োগ ও উপদেশের মাধ্যমে ব্যভিচার, সমকামিতা ও এসব অশ্লীলতার দিকে ধাবিতকারী সকল কর্মের প্রতিরোধ করে। ইসলাম মাদকদ্রব্য ও ধূমপানসহ শরীর, মন ও আকলের জন্য ক্ষতিকারক সকল বস্তুর বিরোধিতা করে। ইসলাম বলে–

لا ضرر ولا ضرار.

"নিজের ক্ষতি করা যাবে না। অন্যের ক্ষতিও করা যাবে না।"[৭২]

---

৭১. মুসলিম : কদর [২৬৬৪], মুসনাদে আহমাদ [৮৭৯১], ইবনে মাজাহ : মুকাদ্দামাহ [৭৯]। হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

৭২. আহমাদ [২৮৬৫]। হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ হাসান। ইবনে মাজাহ : আহকাম [২৩৪১], মুসনাদে আবু ইয়ালা [৩৯৭/৪], তাবারানি ফিল আওসাত [১২৮/৪], কাবির [২২৮/১১], হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। আলবানি তাঁর 'সহিহ ইবনে মাজাহ'-তে হাদিসটি সহিহ বলেছেন [১৮৯৫], সহিহুল জামিতে হাদিসটির সকল সনদ ও মতনসহ বর্ণিত হয়েছে [৭৫১৭]।

www.bjilibrary.com

ফলে কোনো মুসলিমের জন্য এটা জায়িয নয় যে, সে ত্বরিত বা ধীর যেকোনো পন্থায় নিজের ক্ষতি করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।" সূরা নিসা : ২৯

কোনো মুসলিমের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধার্ত থাকা বা অত্যধিক খাওয়ার মাধ্যমে নিজের ক্ষতি করা কোনোটাই জায়িয নয়। শরিয়াহর দৃষ্টিতে মুবাহ বা অনুমোদিত কোনোকিছু গ্রহণের বিষয়টি অপচয় না করা ও ক্ষতি না হওয়ার শর্তের সাথে যুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

"তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" সূরা আরাফ : ৩১

www.bjilibrary.com

২৬. পরিবেশ সুরক্ষা

ইসলাম দ্বীনি উপদেশ, চারিত্রিক নির্দেশনা ও আইনের মাধ্যমে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানকে সুরক্ষা করতে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে। বিনাশ সাধন বা ক্ষয়করণ অথবা অবহেলা প্রদর্শন, যেকোনো পন্থায় পরিবেশকে বিনষ্ট করা থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে। ইসলাম এ সকল কর্মকাণ্ডকে পৃথিবীতে ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হিসেবে বিবেচনা করে। সকল আসমানি ধর্মই পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন–

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তোমরা তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" সূরা আরাফ : ৫৬

...وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না।" সূরা বাকারা : ২০৫

...إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

"আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" সূরা কাসাস : ৭৭

...إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সংশোধন করেন না।" সূরা ইউনুস : ৮১

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবেশ সুরক্ষা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এগুলো হচ্ছে–

বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন

এ ব্যাপারে আমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত চমৎকার হাদিসটিই যথেষ্ট–

www.bjilibrary.com

إن قامتِ الساعةُ وبيدِ أحدِكم فسيلةٌ فإنِ استطاع ألّا تقومَ حتّى يغرِسَها، فليفعَلْ.

“যদি কিয়ামত এসে হাজির হয়, আর তোমাদের কারও হাতে একটি গাছের চারা থাকে; যদি মনে হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে তা রোপণ করে ফেলা যাবে, তাহলে সে যেন চারাটি রোপণ করে।”[৭৩]

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“কোনো মুসলিম যদি ফলজ গাছ রোপণ করে কিংবা ফসল ফলায়, আর তা হতে পাখি, মানুষ বা প্রাণীরা খায়, তাহলে তা সদাকা বলে গণ্য হবে।”[৭৪]

পৃথিবীকে আবাদ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... ﴿٦١﴾

“তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাতেই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।” সূরা হুদ : ৬১

اسْتَعْمَرَكُم-এর আরেকটি অর্থ হলো– তিনি চাচ্ছেন যে, তোমরা পৃথিবী আবাদ করবে। তাই মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমনিভাবে ইবাদত, তেমনি পৃথিবী আবাদ করাও মানবসৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন। আর তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও ভালোবাসেন।” সূরা বাকারা : ২২২

---

৭৩. মুসনাদে আহমাদ [১২৫১২], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, মুসলিমের শর্তে এর সনদ সহিহ। আবদ ইবনে হুমাইদ ফিল মুসনাদ [৩৬৬/১], বুখারি ফিল আদাবিল মুফরাদ [৪৭৯]। হাদিসটি আনাস রা. থেকে বর্ণিত।

৭৪. বুখারি : আল হারসু ওয়াল মুযারায়া [২৩২০], মুসলিম : মুসাকাত [১৫৫৩], মুসনাদে আহমাদ [১৩৩৮৯], তিরমিযি : আহকাম [১৩৮২]। হাদিসটি আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

এজন্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পবিত্রতা ও বিধানগত পবিত্রতাকে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। নিজ শরীর, বাসস্থান, রাস্তাঘাট, কর্মক্ষেত্র ও মসজিদসহ সকল কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা

প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। অতএব, প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা অবশ্য কর্তব্য। বান্দা এ সম্পদের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এ সম্পদের শুকরিয়া আদায় করা হবে। আর শুকরিয়া আদায়কারীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন–

...لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ...﴿٧﴾

"যদি তোমরা শোকর করো, আমি আরও বাড়িয়ে দেবো।" সূরা ইবরাহিম : ৭

এ প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হলো পশুপাখি, বন, কৃষি, পানি সম্পদ, সমুদ্র ও খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। অতএব, এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা, অপচয় করা, গুরুত্বহীন মনে করা এবং সর্বোপরি এ সম্পদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা কোনোটিই বৈধ নয়। কেননা, এ সকল সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন মানে হলো পুরো জাতির সম্পদ ও অধিকারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন।

হাদিসে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে চরম হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে–

ক. "যারা বিনা কারণে কোনো চড়ুই পাখিকে হত্যা করে।"[৭৫]

খ. "যারা মরুভূমিতে অবস্থিত কোনো বরই গাছ কেটে ফেলে।"[৭৬]

---

৭৫. এখানে শারিদের হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শারিদ বলেন– আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অনর্থক কোনো চড়ুই পাখি হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে চড়ুই পাখি আল্লাহর নিকট তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। চড়ুই পাখি বলবে– ও আল্লাহ, ওমুক ব্যক্তি আমাকে অনর্থক হত্যা করেছে। কোনো প্রয়োজন ছাড়াই হত্যা করেছে। মুসনাদে আহমাদ [১৯৪৭০], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদে বিদ্যমান রাবি সালিহ ইবনে দিনারের অবস্থা জানা না থাকার কারণে হাদিসটির সনদ দুর্বল। নাসায়ি : দাহায়া [৪৪৪৬], ইবনে হিব্বান : যাবায়িহ [২১৪/১৩], তাবারানি ফিল কাবির [৩১৭/৭], বায়হাকি ফিশ শুয়াব : রহমাতুস সগির [৪৮৩/৭]। আলবানি তাঁর 'জামিয়ুল দ্বয়িফ'-এ হাদিসটিকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন [৫৭৫১]।

৭৬. সামনে আসছে।

www.bjilibrary.com

গ. "যারা মৃত প্রাণীর চামড়া পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহার না করে তা ফেলে রাখে।"[৭৭]

ঘ. "যারা মাটিতে পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে না খেয়ে শয়তানের জন্য ফেলে রাখে।"[৭৮]

মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

এ ব্যাপারে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পরিবেশের প্রতি ইহসান

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ব্যাপারেই ইহসানকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তিনি কুরআনে ন্যায় ও ইহসানের আদেশ করেছেন।

পরিবেশের প্রতি ইহসান মানে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের প্রতি ইহসান। যেমন– মানুষের প্রতি ইহসান, প্রাণিজগতের প্রতি ইহসান, উদ্ভিদের প্রতি ইহসান, পৃথিবী ও মাটির প্রতি ইহসান, পানির প্রতি ইহসান, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা সকল জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং বাতাসের প্রতি ইহসান, যার মাধ্যমে মানুষ ও প্রতিটি প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এ সকল কিছুর প্রতি ইহসান করবে, আশা করা যায় সে ব্যক্তি ওইসব ইহসানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

"তোমরা ইহসান করো; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুহসিনদের ভালোবাসেন।" সূরা বাকারা : ১৯৫

---

৭৭. এখানে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, মায়মুনা রা. কর্তৃক আযাদকৃত জনৈক দাসীকে সদাকাহস্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবি সা. বললেন– 'তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন?' তারা বললেন– 'এটা তো মৃত।' তিনি বললেন– 'এটা কেবল খাওয়াটাই হারাম করা হয়েছে।' বুখারি : যাকাত [১৪৯২], মুসলিম : হায়িয [৩৬৩], আবু দাউদ : লিবাস [৪১২০], নাসায়ি : আল ফারা ওয়াল আতিরাহ [৪২৩৫]

৭৮. এখানে জাবির রা.-এর হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন– "তোমাদের কারও হাত থেকে খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে যে ময়লা লেগেছে, তা দূর করে খেয়ে নেয়।" মুসলিম : আশরিবা [২০৩৩], মুসনাদে আহমাদ [১৪৫৫২], ইবনে মাজাহ : আতয়িমা [৩২৭৯]

www.bjilibrary.com

পরিবেশের সুরক্ষা

কারও নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও অপচয়ের কারণে যদি পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে তা থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। রাসূল সা. বলেন–

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি একটি বরই গাছও কেটে ফেলল, আল্লাহ তায়ালা তার মাথাকে জাহান্নামের জন্য স্থির করলেন।"[৭৯]

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বস্তুকেই পরিমাপমতো করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে ভারসাম্যহীন কোনো কিছু নেই; বরং রয়েছে ভারসাম্যের মিযান (পরিমাপক)। প্রজ্ঞাবানরা মনে করেন, ভারসাম্যের এ মিযান বিনষ্ট করা বৈধ নয়। মানুষের কর্মকাণ্ড, সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় আচরণের কারণে এ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿۷﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿۸﴾ وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿۹﴾

"আকাশকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। তোমরা সে ভারসাম্যে সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা সঠিকভাবে ওজন করো এবং ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত করো না।" সূরা রহমান : ৭-৯

---

৭৯. আবু দাউদ : আদাব [৫২৩৯], নাসায়ি ফিল কুবরা : সাঈর [১৮২/৫], তাবারানি ফিল আওসাত [৫০/৩], বায়হাকি ফিল কুবরা : মুযারায়া [১৩৯/৬], হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে হুবশি থেকে বর্ণিত হয়েছে। হায়সামি তাঁর 'মাযমাউল যাওয়ায়িদ'-এ বলেন, তাবারানি আওসাতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবিরা বিশ্বস্ত [৬১৭/৩] (এই হাদিসটির সংকলক ইমাম আবু দাউদকে এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন–

هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ. يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ. وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا. وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

"এটি একটি সংক্ষেপিত হাদিস। যার তাৎপর্য হলো– খোলা ময়দানের মালিকানাহীন কুলগাছ, যার ছায়ায় পথচারী ও প্রাণিরা আশ্রয় নিয়ে থাকে– এমন গাছ কোনো আবশ্যিক প্রয়োজন ছাড়া অহেতুক কেটে ফেললে আল্লাহ তায়ালা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" –সম্পাদক)

www.bjilibrary.com

ইসলামি শিক্ষা এমন প্রতিটি ক্ষতিকর পদক্ষেপ থেকে সতর্ক করে– যা পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে পরিবেশ দূষণ। যেমন– পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, খাদ্য দূষণ, বিশেষত শিল্প ও তেজস্ক্রিয় দূষণ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে। ইসলাম শব্দ দূষণ থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, শব্দ দূষণের ফলে সৃষ্ট হওয়া শোরগোল ও গন্ডগোলের কারণে মানুষের প্রশান্ত জীবনে ব্যাঘাত ঘটে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ভুল ও অদক্ষ ব্যবহার, ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং অপচয় করা থেকেও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মোটকথা, পরিবেশ ও পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের অদক্ষ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন এ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়; যা পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকি।

চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাণীজগতের বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলো রক্ষা করতেও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। নবি সা. বলেন–

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

"কুকুর যদি প্রাণীজগতের একটি প্রজাতি না হতো, তবে আমি কুকুর হত্যা করতে নির্দেশ দিতাম।"[৮০]

কিছু লোক কুকুর হত্যার মাধ্যমে কুকুর প্রজাতি থেকে চূড়ান্ত নিষ্কৃতি পাওয়ার চিন্তা করেছিল। কারণ, কুকুর নানাভাবে মানুষকে কষ্ট দিত। নবি সা. তাদের শিক্ষা দিলেন, এই কুকুর আল্লাহর সৃষ্ট একটি প্রজাতি। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ উদ্দেশ্যে এ প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। এ উদ্দেশ্য কেউ জানল কেউ জানল না, তবে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের বিরোধিতা করা এবং একে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা কোনোভাবেই আমাদের উচিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ... ﴿٣٨﴾

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী ও বাতাসে ডানা বিস্তার করে উড়ে চলা প্রতিটি পাখিই তোমাদের মতো এক-একটি জাতি।" সূরা আনআম : ৩৮

---

৮০. মুসনাদে আহমাদ [১৬৭৮৮], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ সহিহ। এর রাবিরা শায়খানের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত রাবি। আবু দাউদ : সঈদ [২৮৪৫], তিরমিযি : আল আহকাম ওয়াল ফাওয়ায়িদ [১৪৮৬], নাসায়ি : আস সঈদু ওয়ায-যাবায়িহ [৪২৮০], ইবনে মাজাহ : সঈদ [৩২০৫]। হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

২৭. অমুসলিদের প্রতি আমাদের নীতি

কুরআনের এ আয়াত দুটোতে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের নীতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

"যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়িঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়েও দেয়নি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, তোমাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই জালিম।" সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯

ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক না কেন– মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষের সাথেই البر তথা সদ্ব্যবহার ও القسط তথা ন্যায়সংগত আচরণ করতে বলা হয়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলামের বিরোধিতা করবে বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, ইসলামের অনুসারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং মুসলিমদের নির্যাতন করবে। অতএব, মুসলিমদের সাথে সন্ধি স্থাপনকারী অমুসলিমরা যারা দ্বীনের ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করেনি এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেননি। এক্ষেত্রে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায় আচরণকারী ও সদ্ব্যবহারকারীদের ভালোবাসেন। القسط অর্থ হলো ন্যায়পরায়ণতা আর البر অর্থ হলো সদাচার। القسط হলো হকদারকে তার অধিকার পূর্ণরূপে দিয়ে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে

www.bjilibrary.com

কম না করা। البر হলো– হকদারকে নিজের পক্ষ থেকে তার পাওনা অধিকারের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা। আবার, القسط হলো– নিজের অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝে নেওয়া এবং এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করা। আর البر হলো নিজের অধিকার থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

কুরআন অমুসলিদের সাথে البر (সদ্ব্যবহার) শব্দটি ব্যবহার করেছে; অথচ এ শব্দটি ইসলামি জীবনাচারে আল্লাহর পরে সবচেয়ে সম্মানিত যারা, তাদের অধিকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তারা হলেন পিতা-মাতা। বলা হয়, بر الوالدين তথা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।

কিন্তু যে অমুসলিমরা দ্বীনের ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদেরকে মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করে এবং এ কাজে সহযোগিতা করে, তাদের সাথে মুসলিমদের কোনো বন্ধুত্ব নেই। মুসলিমরা তাদের সাথে সে আচরণই করবে, যা তাদের সাথে করা উচিত। মুসলিমরা তাদের সাথে সে আচরণই করবে, যা তাদের জুলুম ও শত্রুতা থেকে নিবৃত করবে।

অমুসলিদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নীতির ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাব বলতে তাদের বোঝানো হয়, যাদের ধর্ম মূলত আসমানি কিতাবের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; যদিও তা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন– ইহুদি ও খ্রিষ্টান। কারণ, তাদের ধর্ম তাওরাত ও ইঞ্জিলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কুরআন তাদের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে বিতর্ক করতে নিষেধ করেছে। যাতে করে তারা ক্ষেপে উঠে ঝগড়া করতে উদ্যত না হয় এবং এ ঝগড়া ও বিতর্ক যাতে তাদের হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসা-বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত না করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ * اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

"আর তোমরা উত্তমপন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করবে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার ভিন্ন, যারা তোমাদের ওপর জুলুম করেছে। আর তোমরা বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।" সূরা আনকাবুত : ৪৬

www.bjilibrary.com

ইসলাম আহলে কিতাবদের সাথে খাওয়া-দাওয়া ও তাদের জবাই করা প্রাণির গোশত খাওয়া জায়িয বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি, ইসলাম তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং তাদের পূত-পবিত্র নারীদের বিবাহ করাও বৈধ জ্ঞান করে।

বাস্তবিক অর্থে এ বিধান ইসলামের পক্ষ থেকে এক বিশাল সহনশীলতার পরিচায়ক। কেননা, অমুসলিম নারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম তাকে একজন মুসলিম পুরুষের গৃহকর্ত্রী, তার জীবনসঙ্গী এবং তার সন্তানের মা হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে সন্তানের মামা-খালা ও নানা-নানিও অমুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইসলাম এতেও বাধ সাধেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴿٥﴾

"আর সুরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল (বিয়ে করার জন্য)। তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্য থেকে হোক– যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল।" সূরা মায়িদা : ৫

আহলে কিতাব অমুসলিম যদি দারুল ইসলামে (ইসলামি রাষ্ট্র) বসবাস না-ও করে, তবুও তার জন্য উল্লেখিত বিধানাবলি প্রযোজ্য। আর সে যদি দারুল ইসলামে বসবাস করে, তাহলে তার জন্য বিশেষ মর্যাদা ও আচরণ বিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দারুল ইসলামে বসবাসকারী অমুসলিমরা 'আহলুয-যিম্মাহ' হিসেবে গণ্য।

যিম্মাহ শব্দের অর্থ হলো চুক্তি, দায়-দায়িত্ব ও নিরাপত্তা। তাদের এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, তাদের জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম জামায়াতের পক্ষ থেকে দায়-দায়িত্ব ও নিরাপত্তার ওয়াদা করা হয়েছে। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি সমাজের আশ্রয়ে তারা নিরাপদ ও প্রশান্ত জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করবে। যিম্মাহর এ চুক্তির ভিত্তিতে তারা মুসলিমদের তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আমাদের বর্তমান সময়ের পরিভাষায় যিম্মি হলো রাষ্ট্রের একজন স্বীকৃত নাগরিক। তাই অন্যান্য জনগণকে রাষ্ট্র যে অধিকার প্রদান করে, একই নাগরিক অধিকার যিম্মিকেও প্রদান করবে। ফলে যিম্মি সকল নাগরিক অধিকার লাভ করবে। আর নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তার যা দায়িত্ব তা-ও তার ওপর বর্তাবে।

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন মাযহাবের মত এটাই যে, যিম্মি 'আহলু দারিল ইসলাম' বা দারুল ইসলামের অধিবাসী। আর 'আহলুদ দার' ফিকহি পরিভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বর্তমান রাজনৈতিক পরিভাষায় তাকে 'নাগরিকত্ব' বলা হয়ে থাকে।

বর্তমান যুগে যিম্মি শব্দের ব্যবহার খুব একটা নেই। কারণ, কেউ কেউ মনে করে, এ শব্দটি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই আমরা মনে করি, বর্তমানে যিম্মি শব্দ বাদ দিয়ে 'নাগরিক' ব্যবহার করাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই।

উমর রা. এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ জিযিয়া বাদ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। বনি তাগলিব গোত্রের লোকেরা উমর রা.-এর কাছে দাবি জানাল যে, তাদের কাছ থেকে 'জিযিয়া'র নামে কিছু নেওয়া যাবে না; বরং 'যাকাত' নামে নিতে হবে। তারা ছিল আরব, তাই তারা জিযিয়া প্রদান করাকে অপমানজনক মনে করত। উমর ফারুক রা. প্রথমে তাদের দাবি মানতে দ্বিধান্বিত থাকলেও পরে রাজি হলেন এবং বললেন–

> "এ কেমন নির্বোধ গোষ্ঠী! এরা মূল বিষয় ঠিক রেখে কেবল নাম প্রত্যাখ্যান করছে।"

উমর রা. জিযিয়া শব্দ বদলাতে সম্মত হয়েছিলেন; যদিও শব্দটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া, যে ইসলামি খিলাফত তাদের সাথে যিম্মাহর চুক্তি করত তা-ও বর্তমানে বিদ্যমান নেই। তাই যিম্মি শব্দের পরিবর্তে নাগরিক শব্দ ব্যবহার করা যেতেই পারে।

www.bjilibrary.com

২৮. ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা মুসলিমরা বিরোধী মতের লোকদের সাথেও সংলাপের ব্যাপারে ধর্মীয়ভাবে নির্দেশিত। এ সংলাপ ইসলামের প্রতি দাওয়াত দানের পদ্ধতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সা. এবং সকল মুসলিমকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... ﴿١٢٥﴾

“আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে থাকুন। আর তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করবেন।” সূরা নাহল : ১২৫

কুরআনের এ আয়াত ‘মাওয়িযাহ’ বা উপদেশকে ‘হাসান’ তথা উত্তম করার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে, কিন্তু ‘জিদাল’ বা বিতর্ক সম্পর্কে বলছে– “যা হবে সর্বোত্তম পন্থায়।”

কারণ, উপদেশ একপক্ষের বচন। আর বিতর্কে দুপক্ষই কথা বলে। ফলে মুসলিমদের উচিত, তাদের বিরোধী মতের লোকদের অত্যধিক সহানুভূতিশীল ভাষা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে সম্বোধন করা, তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাদের কাছাকাছি আসা।

আমরা যদি কুরআনের দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, এটি একটি অতুলনীয় সংলাপের কিতাব (কিতাবুল হিওয়ার)। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় রাসূলগণ এবং তাদের জাতির মধ্যকার পারস্পরিক সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই কুরআনে নূহ, ইবরাহিম, মূসা, হূদ, সালিহ ও শুয়াইব আলাইহিমুস সালাম সহ অনেক নবির সাথে তাদের জাতির লোকদের সংলাপ বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সংলাপ; আদম আ.-কে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করার পর ফিরিশতাদের সাথে সংঘটিত হওয়া সংলাপ।

www.bjilibrary.com

এমনকি কুরআন সুমহান, সুউচ্চ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নিকৃষ্ট সৃষ্টি ইবলিসের মধ্যকার সংলাপও বর্ণনা করছে। এটা এক বিশাল কথোপকথন। কুরআনের বহু সূরায় এ কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যেমন– সূরা আরাফ, সূরা হিজর, সূরা ইসরা ও সূরা সোয়াদ।

এজন্য আমরা আমাদের সকল বিরোধীদের সাথে ইতিবাচক গঠনমূলক সংলাপকে স্বাগত চিত্তে গ্রহণ করি, যদি তারা প্রকৃত সত্য তালাশ করে এবং আমাদের ওপর নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ, দর্শন ও রাজনৈতিক আগ্রাসন চাপিয়ে দিতে উদ্যত না হয়। বিশেষত, আহলে কিতাবদের সাথে পারস্পরিক সংলাপের ব্যাপারে আমাদের দরজা সদা উন্মুক্ত। আরও বিশেষত, খ্রিষ্টানদের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী।

কুরআনে হাকিম আমাদেরকে পারস্পরিক সংলাপের রাজনীতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছে–

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

"তোমরা উত্তমপন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করবে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার ভিন্ন, যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করেছে। আর তোমরা বলো– আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।" সূরা আনকাবুত : ৪৬

ফলে আমরা আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট পন্থায় পারস্পরিক আলোচনার ব্যাপারে আদিষ্ট। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে যারা আমাদের প্রতি অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের সাথে আমাদের কোনো সংলাপ নেই। তাদের ভিন্ন অন্যদের সাথে আমরা উত্তম পন্থায় আলোচনা করতে আগ্রহী। ফলে আমাদের উচিত, তাদের সাথে কথা বলার সময় সহনশীল ভাষা ও উত্তম পদ্ধতি ব্যবহার করা। আমাদের উচিত, আমাদের ও তাদের মাঝে যে বিষয়গুলোতে মিল আছে, সেগুলো সামনে নিয়ে আসা। বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে সামনে আনা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন–

وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

www.bjilibrary.com

"তোমরা বলো– আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।" সূরা আনকাবুত : ৪৬

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঐকমত্যের বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, যাতে পারস্পরিক সংলাপের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ আরও কাছাকাছি আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পৃথক করেছেন–

...إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ...﴿٤٦﴾

"যারা তাদের মধ্য থেকে জুলুম করে, তারা ব্যতীত।" সূরা আনকাবুত : ৪৬

জালিমদের সাথে আমাদের কোনো সংলাপ নেই। এককথায় বলতে গেলে, বর্তমানে ইহুদিরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করেছে, আমাদের ভূমি জবরদখল করেছে, আমাদের জনগণকে গৃহহীন করেছে এবং আমাদের রক্ত প্রবাহিত করছে, তাই তাদের সাথে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্ক আমাদের থাকতে পারে না। কিন্তু আহলে কিতাব খ্রিষ্টানদের সাথে আমরা সর্বোত্তম পন্থায় আলোচনা করতে চাই। আমরা এ ধরনের পারস্পরিক আলোচনার জন্য আমাদের হৃদয়কে একনিষ্ঠভাবে উন্মুক্ত রাখি এবং কোনো কৌশলের আশ্রয়ও নিই না। কারণ, আমরা সংঘাতের চেয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার আবশ্যকতায় বিশ্বাসী।

International Union of Muslim Scholars-এর প্রতিষ্ঠাকালীন বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তব্যে আমি বলেছি–

> "International Union of Muslim Scholars নিজ মতের প্রতি সীমাবদ্ধ মানসিকতার কোনো সংগঠন নয়; বরং আমরা গোটা দুনিয়ার সকল ধর্ম, সভ্যতা ও দর্শনের প্রতি উদার মানসিকতার অধিকারী।"

এ কারণে আমরা বিশেষভাবে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের পারস্পরিক সংলাপকে স্বাগত জানাই। কুরআনে হাকিমে ও মুসলিমদের নিকট ঈসা আ., তাঁর মা মারইয়াম এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

আমাদের এ সংগঠন নিরেট দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকেও জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতায় বিশ্বাসী। কারণ, শুধু আল্লাহই এক। তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুই একাধিক ও ভিন্নতার অধিকারী। আর এ ভিন্নতা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। এ ভিন্নতা আল্লাহর হিকমতের সাথে সম্পর্কিত।

www.bjilibrary.com

ফলে আমাদের দ্বীন বিরোধীদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বিশ্বাসী; সাংঘর্ষিক সম্পর্কে নয়। উভয়পক্ষের পারস্পরিক সংলাপ তখনই কেবল ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন সংলাপের লক্ষ্য নির্ধারিত হবে, দুপক্ষের উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ হবে, দৃঢ় ইচ্ছা থাকবে এবং সংলাপের শিষ্টাচার রক্ষিত হবে।

অনেকগুলো ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারি। যেমন–

প্রথমত : সীমালঙ্ঘনকারী বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করা। কারণ, এ বস্তুবাদ দুনিয়ায় নাস্তিকতা প্রসার করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের বাইরে আর কোনো কিছু বিশ্বাস করে না। বস্তুবাদ জীবন সম্পর্কে এ দর্শন লালন করে যে–

"জীবন মানে তো এটাই যে, আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করব, আর মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাব। এ ছাড়া আর কিছুই হবে না।"

আল্লাহ তায়ালা তাদের এই দর্শনকে কুরআন মাজিদে উদ্ধৃত করেন–

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ...﴾

"তারা বলে– আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কালের প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের ধ্বংস করে না।" সূরা জাসিয়া : ২৪

এমন অনেক দল রয়েছে– যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস শুধু থিওরি সর্বস্ব। তারা তাদের জীবানাচার ও চিন্তাধারায় আল্লাহকে কোনো স্থান দেয় না। তারা আল্লাহকে তাদের জীবনাচারে আদেশ ও নিষেধ প্রদানের অধিকার দেয় না। এ ধরনের মিথ্যা বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই।

দ্বিতীয়ত : স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতা করা। কারণ, এ স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যবাদ নবি-রাসূলদের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'উন্নত মানবিক মূল্যবোধ' বিরোধী। আমরা দেখি যে, পাশ্চাত্যের খ্রিষ্ট ধর্মানুসারী বা যারা নিজেদের খ্রিষ্ট ধর্মানুসারী বলে দাবি করছে, তারাও উলঙ্গপনা, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যভিচার, সমকামিতা, সমলিঙ্গে বিবাহ, গর্ভপাতকে আইনগতভাবে সিদ্ধতা দান করছে।

তৃতীয়ত : ন্যায়বিচার, দয়া ও স্বাধীনতাসহ মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা করা। এ ছাড়াও কোনো জাতির স্বীয় দেশ পরিচালনা এবং স্বীয় ভূমি, স্বাধীনতা ও অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে

www.bjilibrary.com

পারস্পরিক সহযোগিতা। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হতে পারে নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জাতি। কারণ, বিশ্ববাসীর চোখের সম্মুখে প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনিদের রক্তাক্ত করা হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হচ্ছে, গাছপালা নষ্ট করা হচ্ছে, ভূমি জবরদখল করা হচ্ছে, সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে এবং পবিত্রতা পদদলিত করা হচ্ছে।

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে আল্লাহ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী প্রতিটি জাতি আল্লাহবিরোধী এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী পক্ষগুলোর বিপক্ষে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে।

www.bjilibrary.com

২৯. ইসলাম ও পাশ্চাত্য

এ বিষয়ে আলোচনা বাকি আছে যে, মুসলিম হিসেবে পাশ্চাত্যের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ও নীতি কী হবে? তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কী হবে? তাদের সাথে কি আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতামূলক সম্পর্ক সম্ভব? নাকি তাদের সাথে আমাদের চিরস্থায়ী বিরোধ ও বিবাদপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে?

নিশ্চয় ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই আল্লাহর সুবিশাল সাম্রাজের অন্তর্গত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ * فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাবে, সেদিকেই আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান।" সূরা বাকারা : ১১৫

পাশ্চাত্যবাসীরা বিশ্ববাসীরই অংশ। আর আল্লাহ তায়ালা সকল বিশ্ববাসীর কাছেই মুহাম্মাদ সা.-কে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আপনাকে বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

পাশ্চাত্যের ইসলামোফোবিয়া

সমস্যা মূলত পাশ্চাত্যবাসীর চিন্তা-চেতনায়। অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসী তাদের মন-মগজে ইসলাম সম্পর্কে এমন এক চিত্র অঙ্কন করে রেখেছে, মূল ইসলামের সাথে যার নিকটতম বা দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

মূলত, ক্রুসেড পরবর্তী সময় থেকে এখনও পর্যন্ত তারা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধ্যানধারণা পোষণ করে আসছে। ক্রুসেডকালীন সময়ে ইউরোপীয় সেনাবাহিনী ক্রমাগতভাবে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে আক্রমণ চালাতে থাকে এবং একপর্যায়ে

www.bjilibrary.com

সীমান্তবর্তী বিচ্ছিন্ন কিছু অঞ্চল জয় করে সেখানে তাদের শাসনও প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমে তারা বিজয়ী হলেও পরে ক্রমাগতভাবে মুসলিমদের নিকট পরাজিত হতে থাকে। হিত্তিনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী নিরঙ্কুশভাবে বিজয়লাভ করে। ফলে বাইতুল মাকদিস স্বাধীন হয়। মানসুরার যুদ্ধেও ইউরোপীয় সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং নবম লুইস বন্দি হয়ে বিখ্যাত ইবরাহিম ইবনে লুকমানের গৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ হন।

পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা ও মননে এ যুদ্ধগুলোর একটি মানসিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এরপরে পাশ্চাত্যে রেনেসাঁস সংঘটিত হলো। প্রাচ্যের ইসলামি সভ্যতা থেকে পাশ্চাত্যবাসী যা কিছু গ্রহণ করেছিল, তার ফলস্বরূপ মূলত পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস ঘটে। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামকে ঘৃণিতভাবে চিত্রায়িত করল; ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ আদৌ সেরকম নয়। তাই পাশ্চাত্যবাসীর মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসতে থাকল।

ফলে দেখা যায়, পাশ্চাত্যবাসীরা যখন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে কথা বলে, তখন তারা অনেক ব্যাপারেই নমনীয়, বস্তুনিষ্ঠ ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলে। কিন্তু যখন ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম উম্মাহ নিয়ে কথা আসে, তখন তাদের চরিত্র বদলে যায়। ইসলাম নিয়ে কথা বলার সময় তারা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করে ইসলামবিদ্বেষী বয়ান জাহির করে।

পাশ্চাত্যবাসীর মধ্য থেকে যারা সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক কথা বলেছেন, তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মিথ্যা বিশ্বাসের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হয়েছে। ফলে তারা স্বীয় অনুরাগের ওপর মূল বিষয়কে এবং সাম্প্রদায়িকতার ওপরে সত্যকে প্রাধান্য দিতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে গোস্তাভ লে ভোন ও উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াটসহ পাশ্চাত্যের আরও কয়েকজন লেখক ও ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমাদের পাশ্চাত্যনীতির কারণ

আমরা মুসলিমরা ইসলামের দরজাকে পাশ্চাত্যের জন্যও উন্মুক্ত রাখতে চাই। কারণ, আমাদের দ্বীনই আমাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা কারও জন্য আমাদের দরজাকে বন্ধ করে দিতে বা কারও সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্ক রাখতে চাই না। যে বিষয়গুলো আমাদের পাশ্চাত্যের প্রতি এ উদার নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে, সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে–

www.bjilibrary.com

এক. আমরা বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসারী। ইসলাম পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি মানুষের জন্যই এসেছে। তবে এ কথা সত্য যে, ইসলামের কিতাব আরবি, ইসলামের রাসূল একজন আরব এবং প্রাচ্যেই ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ইসলাম নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম দুনিয়ার সকল অধিবাসীর জন্যই এসেছে। যেমন– খ্রিষ্টধর্ম প্রাচ্যে প্রকাশ পেলেও সারা বিশ্বেই আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই. আমাদের পাশ্চাত্যের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়া তৈরি করতে আগ্রহী হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟...﴾

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" সূরা হুজুরাত : ১৩

অতএব, পারস্পরিক পরিচিতিমূলক সমঝোতাই কাম্য; শত্রুতা বা বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক কাম্য নয়। মূলত এটা বিশ্বের সকল জাতির দায়িত্ব।

আমরা ওই সকল ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের সাথে একমত হতে পারি না, যারা বলেন– "প্রাচ্য প্রাচ্যই আর পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই। এ দুটো কখনও এক হতে পারে না।" আমরা বলি– অবশ্যই এক হওয়া সম্ভব। যদি প্রবৃত্তির ওপর বিবেক ও সাম্প্রদায়িকতার ওপরে প্রজ্ঞা বিজয়ী হয়, তাহলে অবশ্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এক হতে পারবে।

তিন. বর্তমানে পুরো বিশ্ব একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। বিশেষত, যোগাযোগমাধ্যম ও ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার হওয়ার পরে তা আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। অনেকে বলেন– "আমাদের বিশ্ব একটি বড়ো গ্রামে পরিণত হয়েছে।" কিন্তু আমরা বলি– "বড়ো নয়; বর্তমান বিশ্ব একটি ছোটো গ্রামে পরিণত হয়েছে।" কারণ, বড়ো গ্রামের পূর্ব প্রান্তে বসবাস করে পশ্চিম প্রান্তে কী হচ্ছে– তা জানতে স্বাভাবিকভাবে একদিন বা দুদিন লেগে যায়। কম করে হলেও ঘটনা জানাজানি হতে তা সংঘটিত হওয়ার পরও কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। কিন্তু বর্তমানে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কী হচ্ছে তা জানছে। এমনকি ঘটনা চলাকালীন সময়েও তারা তাৎক্ষণিক জানতে বা দেখতে পারছে।

www.bjilibrary.com

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো আসমানি ধর্মের অনুসারীদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এ বিষয়গুলো সভ্যতার অনুসারীদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়াকে তরান্বিত করে। সমঝোতা ও বোঝাপড়া শত্রুতা ও দ্বন্দ্বের চেয়ে উত্তম। আর ইতঃপূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, আমরা মুসলিমরা ভিন্ন-মতাবলম্বী ও বিশেষ করে আহলে কিতাবদের সাথে পারস্পরিক সমঝোতামূলক আলাপ-আলোচনা করতে কুরআন দ্বারা আদিষ্ট হয়েছি।

পাশ্চাত্যের করণীয়

এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের করণীয় কী তার একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি–

১. পাশ্চাত্যকে তার পুরোনো বিদ্বেষ ও শত্রুতা ত্যাগ করতে হবে। কারণ, আমরা বর্তমানের সন্তান। অতীত এখন আর অবশিষ্ট নেই।

২. পাশ্চাত্যকে নতুন নতুন লোভ এবং মুসলিমদের ভূমি নিয়ন্ত্রণ করার আগ্রাসী বাসনা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ, ঔপনিবেশিকতার যুগ বিগত হয়ে গেছে।

৩. পাশ্চাত্যকে সত্যিকার অর্থেই একটি সর্বজনীন ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে হবে। নিজেদেরকে অভিজাত মনে করার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিত্যাগ করতে হবে, যেমনটি রোমানদের শাসনামলে দেখা যেত। রোমানরা নিজেদের ছাড়া বাকি সকলকে বর্বর মনে করত।

৪. পাশ্চাত্যকে কল্পিত ইসলামোফোবিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে; যেখানে গত কয়েক শতাব্দী ধরে আমরাই তাদের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হচ্ছি।

৫. মুসলিম দেশগুলোতে আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের আলোকে জীবন-কাঠামো সাজানো ও আইন রচনা করার ক্ষেত্রে তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। পাশ্চাত্য আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের কোনো জীবন-দর্শন জোরপূর্বক বা কৌশলের মাধ্যমে চাপিয়ে দিতে পারবে না। কারণ, আমরা আমাদের নিজ দেশসমূহে স্বাধীন।

৬. সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর থেকে পাশ্চাত্য মুসলিমদের শত্রু বিবেচনা করে তাদের জাতীয় আবেগ-অনুভূতিকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। এ থেকে তাদের বিরত হওয়া উচিত। লাল ঝুঁকির (The Red Danger) পতন ও

www.bjilibrary.com

হলুদ ঝুঁকির (The Yellow Danger) মুখোমুখি হওয়ার প্রাক্কালে ইসলামকে সবুজ ঝুঁকি (The green Danger) হিসেবে অভিহিতকরণের হঠকারিতা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে।

ইসলাম কেবল স্বেচ্ছাচারিতা, নাস্তিকতা, অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, পাপাচার ও বিশৃঙ্খলার জন্যই ঝুঁকি। এ ছাড়া সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্যই ইসলাম একটি রহমত। সারা বিশ্বে মুসলিমরাই কল্যাণ, ভালোবাসা ও শান্তির আহ্বায়ক।

হ্যাঁ মুসলিমদের মাঝেও কিছু কিছু সহিংস ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পাওয়া যায়। এ ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সকল মুসলিমের প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রকৃতপক্ষে তারা খুবই ছোটো কিছু দল বা গোষ্ঠী। কিন্তু পাশ্চাত্য মিডিয়া একে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কথাই বাস্তব যে, পাশ্চাতের জুলুম, ইসলামের বিপক্ষে তাদের বিদ্বেষমূলক নীতি এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তুতে পরিণতকারী দখলদার ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের সার্বক্ষণিক নির্লজ্জ অবস্থান এ সকল দল ও গোষ্ঠীকে চরমপন্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অত্যধিক নিষ্পেষণ সব সময়ই বিদ্রোহের সৃষ্টি করে।

যদি কেউ মুসলিমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, এতে মুসলিমদের চোখ প্রশান্ত হয় এবং বক্ষ প্রসারিত হয়। এরকম আচরণকারীদের আমরা মুসলিমরা প্রশংসা করি এবং অভ্যর্থনা জানাই। আমরা তাদের জন্য সব সসময়ই আমাদের হৃদয় ও গৃহের দরজা খোলা রাখি।

www.bjilibrary.com

৩০. ইসলাম ও বিশ্বায়ন

অনেকেই বিশ্বায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তারা এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়। আসলে 'বিশ্বায়ন' কী?

কারও কারও মতে বিশ্বায়ন হলো এক জাতি থেকে অন্য জাতি, এক দেশ থেকে অন্য দেশ এবং এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির মধ্যকার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও দূরত্ব দূরীকরণ। যার ফলে সমস্ত বিশ্বের মানুষ বৈশ্বিক সংস্কৃতি, বৈশ্বিক বাজার এবং বৈশ্বিক পরিবারব্যবস্থার বদৌলতে একে অপরের কাছে আসার সুযোগ পাচ্ছে। এ কারণেই কেউ কেউ বিশ্বায়নকে পৃথিবীকে একটি বিশ্বগ্রামে পরিণত করার প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।

হয়তো, বাহ্যিকভাবে বিশ্বায়নকে (Globalization) ইসলাম কর্তৃক আনীত বিশ্বজনীনতার সমার্থক মনে হতে পারে। মাক্কি সূরাগুলোতে ইসলামের বিশ্বজনীনতার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

"(হে রাসূল!) আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿١﴾

"মহা কল্যাণময় তিনি, যিনি স্বীয় বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" সূরা ফুরকান : ১

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

"এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছুই নয়। আর অল্পকাল পরে তুমি অবশ্যই এর সংবাদ জানবে।" সূরা সোয়াদ : ৮৭-৮৮

www.bjilibrary.com

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম আনীত বিশ্বজনীনতা এবং যে বিশ্বায়নের দিকে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিশেষত আমেরিকা মানবসভ্যতাকে আহ্বান করছে, এ দুইয়ের মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা আদম সন্তানদের পারস্পরিক মর্যাদানের মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ ﴿٧٠﴾

"আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।" সূরা ইসরা : ৭০

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি আকাশ ও জমিনের সবকিছু তাদের অধীন করে দিয়েছেন। আর এ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ। তাই মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে গঠিত পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর এ বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সমান এবং আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠায়ও একে অপরের সমান। আবার আদম সন্তান হওয়ার ভিত্তিতেও তারা একে অপরের সমান।

রাসূল সা. বিদায় হজের ভাষণে সমবেত জনতাকে লক্ষ করে বলেন–

> "হে জনতা! নিশ্চয় জেনে রাখো, তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! তাকওয়া ব্যতীত অনারবের ওপর আরবের কোনো মর্যাদা নেই। আরবের ওপর অনারবের কোনো মর্যাদা নেই। কালোর ওপর সাদার কোনো মর্যাদা নেই এবং সাদার ওপর কালোর কোনো মর্যাদা নেই।"[৮১]

মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া। কুরআনে হাকিম ঘোষণা করছে–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ...﴿١٣﴾

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।" সূরা হুজুরাত : ১৩

---

৮১. প্রাগুক্ত

www.bjilibrary.com

কুরআনের এ আয়াত মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে রহিত করে দিচ্ছে। কুরআন বলছে, আল্লাহ মানবজাতিকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে শুধু পরিচিতির জন্য বিভক্ত করেছেন; এর ভিত্তিতে একে অপরকে হেয় জ্ঞান করবে– এজন্য নয়।

আজ পর্যন্ত বিশ্বায়নের আহ্বান থেকে আমরা যা বুঝছি, তা হলো– বিশ্বায়ন সমগ্র পৃথিবীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া আমেরিকানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আগ্রাসন। এ আগ্রাসন বিশেষত তৃতীয় বিশ্ব এবং আরও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ওপর আরোপ করা হচ্ছে। আমেরিকা তাদের উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিশাল সামরিক শক্তি, প্রভাবশালী অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করার মানসিকতার কারণে নিজেকে গোটা বিশ্বের কর্তা ও পরিচালক মনে করে।

বিশ্বায়ন মানুষের মাঝে ভাই-ভাই আচরণে বিশ্বাসী নয়; অথচ ইসলাম মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিশ্বায়ন কোনো পক্ষের সাথে প্রতিপক্ষের পারস্পরিক সমতার আচরণেও বিশ্বাসী নয়; অথচ স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তিদের আচরণ সম্মানজনকই হয়। বিশ্বায়ন মালিকের সাথে দাসের, ক্ষমতাশালীর সাথে দুর্বলের এবং অহংকারীর সাথে নিপীড়িতদের পারস্পরিক আচরণে বিশ্বাসী।

বর্তমানে প্রকাশিত চরিত্রানুযায়ী, বিশ্বায়ন মানে হলো গোটা বিশ্ববাসীকে এক ধরনের নির্বাসিতকরণ প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বায়ন হলো আমেরিকান বিশ্ব তৈরির পায়তারা। বিশ্বায়ন হলো নব্য উপনিবেশবাদের সভ্য নাম, যা আজ তার পুরাতন পোশাক খুলে ফেলেছে এবং পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নতুন রূপ ধরেছে, যাতে বিশ্বায়ন নামক বুলির আড়ালে বিশ্ববাসীর ওপর আগ্রাসনের নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

বিশ্বায়ন মানে হলো, গোটা বিশ্বের ওপর আমেরিকার শাসন চাপিয়ে দেওয়া। আর যদি কোনো রাষ্ট্র আমেরিকার এ নীতির বিরোধিতা করে বা এর বিপক্ষে প্রতিবাদ করে, তাহলে তাকে অবরোধ, সামরিক হুমকি বা সরাসরি আক্রমণ অথবা যেকোনো পন্থায় শাস্তি দেওয়া।

এ ঘটনাই আফগানিস্তান, ইরাক, সুদান, ইরান ও লিবিয়ায় ঘটেছে। বিশ্বায়ন মানে হলো– আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার ওপর এমন এক অর্থনৈতিক নীতি চাপিয়ে দেওয়া, যা শুধু আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।

www.bjilibrary.com

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অধিকাংশই আজ আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন– বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (International Monetary Fund) ও ডব্লিউটিও (World Trade Organization)।

বিশ্বায়নের আরও মানে হলো এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া– যা বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যে সংস্কৃতি স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বীকৃতি দেবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে এসব নীতির বৈধতাদানে জাতিসংঘকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি প্রদান বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্ররোচনার মাধ্যমে এসবে নীতিতে একমত হতে বাধ্য করা হয়।

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা সম্মেলনে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে এমন একটি চুক্তি পাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল– যা গর্ভপাত, সমলিঙ্গ বিবাহ, অবাধ যৌনাচার ও আইনানুগ বিবাহ বহির্ভূত সন্তান জন্মদানসহ অন্যান্য অনৈতিক কাজকে বৈধতা দান করবে। অথচ, এসব কর্মকাণ্ড সকল আসমানি ধর্মের মূলনীতিবিরোধী। এমনকি এসব কাজ আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি, মূল্যবোধ ও সভ্যতার বিরোধী।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, মিশরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কার রাবেতা আলম ইসলামি, ইরান ইসলামি প্রজাতন্ত্র, বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনসমূহ এমনকি ভ্যাটিকান ও গীর্জার ধর্মযাজকদের সাথে একাত্ম হয়ে এ বিধ্বংসী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছে যে, সকলেই আজ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। এ সংকট আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস এবং রাসূলদের প্রদর্শিত চারিত্রিক মূল্যবোধকে হুমকির মুখে ফেলবে।

বিশ্বায়নের এ আগ্রাসী মনোভাব ১৯৯৫ সালের বেইজিং নারী সম্মেলন ও নিউইয়র্ক নারী সম্মেলনে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি সম্মেলনই ছিল কায়রো সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়ক।

প্রত্যেক মানুষ ও জাতির স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যেন কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের ওপর সীমালঙ্ঘন না করে এবং জোরপূর্বক অন্য কারও আত্মপরিচয় মুছে দিতে চেষ্টা না করে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম প্রত্যেক জাতির স্বকীয়তা ও নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে। এমনকি প্রাণীজগতের ক্ষেত্রেও ইসলাম এ নীতি অনুসরণ করে। হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন–

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

"যদি কুকুর আলাদা একটি প্রজাতি না হতো, তবে আমি তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিতাম।"[৮২]

হাদিসের এ নির্দেশনাকে কুরআনের এ আয়াত সমর্থন করে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

"আর জমিনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা ডানা দিয়ে ওড়ে এমন প্রতিটি পাখি তোমাদের মতো এক-একটি জাতি।" সূরা আনআম : ৩৮

যদি প্রাণীদের ব্যাপারেই এ অবস্থা হয়, তাহলে মানবজাতির ব্যাপারে কী হবে? কিন্তু যদি কোনো জাতি স্বেচ্ছায় অন্য জাতির দ্বীন, মিশন ও ভাষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাথে মিশে যেতে চায়– তা ভিন্ন কথা। যেমন– মিশর ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন জাতি ইসলামকে দ্বীন ও আরবিকে ভাষা হিসেবে স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। তারা এ উম্মাহর সাথে শুধু মিশেই যায়নি; বরং এ উম্মাহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান অংশে পরিণত হয়েছিল। তারা এ উম্মাহকে নেতৃত্বও দিয়েছিল।

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের প্রকাশিত রূপ আমাদের বলছে– বিশ্বায়নের সর্বশেষ পরিণতি হলো দুর্বলদের বিরুদ্ধে শক্তিশালীদের উন্নতি, দরিদ্রদের পরিবর্তে ধনীদের সমৃদ্ধি ও দরিদ্র দক্ষিণ মেরুর পরিবর্তে ধনী উত্তর মেরুর অগ্রগতি।

যদি বিশ্বায়ন নামক ফাঁকা বুলির আড়ালে ব্যাবসা, অর্থনীতি, আমদানি, রপ্তানি, সংস্কৃতি ও মিডিয়া প্রতিটি অঙ্গনে দুর্বলদের শোষণকারী বিশ্বায়ন নামক দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে তা শুধু ওই সমস্ত শক্তিশালী জোট ও দেশের

---

৮২. মুসনাদে আহমাদ [১৬৭৮৮], হাদিসটির তাখরিজকারীরা বলেন, এর সনদ সহিহ। এর রাবিরা শায়খানের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত রাবি। আবু দাউদ : সঈদ [২৮৪৫], তিরমিযি : আল আহকাম ওয়াল ফাওয়ায়িদ [১৪৮৬], নাসায়ি : আস সঈদু ওয়ায-যাবায়িহ [৪২৮০], ইবনে মাজাহ : সঈদ [৩২০৫]। হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

জন্যই উপকারী হবে– যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তিশালী মিডিয়া ও উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী। বিশ্বায়নের ফলে সর্বাধিক লাভবান হবে আমেরিকা। কারণ, তারাই আজ ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্বে সর্বোচ্চে অবস্থান করছে।

আর যারা তাদের ভাষায় তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব এবং বিশেষত মুসলিম দেশগুলো, তাদের জন্য এ বৈশ্বিক অগ্রগতিতে শক্তিশালীদের উচ্ছিষ্টাংশ ছাড়া কিছু নেই। যদি উন্নত বিশ্বের নিকট দান করার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা-ই এই অনুন্নতদের ভাগ্যে জুটবে মাত্র।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট

এটাই সামগ্রিক ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি দাওয়াত এবং এর প্রধান বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

এ ত্রিশটি মূলনীতির আলোকে আমরা মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে আহ্বান করছি– যা আকিদা ও শরিয়াহ, ইবাদত ও মুয়ামালাত, চরিত্র ও মূল্যবোধ, দ্বীন ও দুনিয়া, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং উম্মাহ ও রাষ্ট্র ইত্যাদির সমন্বয়ে পূর্ণতা পায়। আমরা এ মূলনীতিগুলো নিজেরা বিশ্বাস করি এবং মানবজাতিকে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এ মূলনীতিগুলোর দিকে আহ্বান করি। এ মূলনীতিগুলোর বিরোধীদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করি।

দল, মত, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে আমরা এ প্রধান মূলনীতিগুলোর দিকে দাওয়াত দিই। আমরা তাদেরকে এ মূলনীতিগুলো শিক্ষা দিই এবং এগুলোকে তাদের চিন্তা-চেতনা ও হৃদয়ে গেঁথে দিই, যেন এ মূলনীতি মানসপটে লালন করেই ছোটোরা বড়ো হয়ে উঠতে পারে এবং প্রাপ্তবয়স্করা বার্ধক্যে পৌঁছতে পারে।

আমরা অমুসলিদেরও এ মূলনীতিগুলোর দিকে দাওয়াত দিই, যেন তারা ইসলামপন্থি ও নির্ভরযোগ্য মুসলিম স্কলারদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে। কারণ, ইসলামের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য স্কলারদের কথাই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আমরা সমস্ত মানবজাতিকে আহ্বান করি–

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

"হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে– যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে– আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বন্দেগি করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না। আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে নিজের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা এ দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদেরকে এ কথা বলে দাও– তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা অবশ্যই মুসলিম।" সূরা আলে ইমরান : ৬৪

www.bjilibrary.com

আমরা মানবজাতিকে আল্লাহর এ বাণী পড়ে শোনাই–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ...﴿١٣﴾

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে শ্রেণিকরণ করেছি– যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান।" সূরা হুজুরাত : ১৩

আর আমাদের সর্বশেষ কথা তো এই যে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত।

***

www.bjilibrary.com

পাঠসঞ্চয়

www.bjilibrary.com

প্রচ্ছদ প্রকাশন-এর প্রকাশিত বই

তাফসির		
০১.	যুবদাতুল বায়ান (১ম খণ্ড) সূরা ফাতিহার তাফসির	ড. আহমদ আলী
০২.	যুবদাতুল বায়ান (২য় খণ্ড) সূরা বাকারাহর তাফসির	ড. আহমদ আলী
সিরাত/নবিজীবনী		
০৩.	নবিজীবনের সৌরভ	ড. নূরুদ্দিন ইতির অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
০৪.	প্রিয় নবি প্রিয় প্রতিচ্ছবি	খুররম মুরাদ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
০৫.	রাসূলুল্লাহর সাথে রোমাঞ্চকর একদিন	অধ্যাপক মফিজুর রহমান
০৬.	ছোটদের মহানবি	মীর মশাররফ হোসেন
০৭.	উম্মুল মুমিনিন (রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণ)	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
মনীষী/জীবন-কর্ম-চিন্তাধারা		
০৮.	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
০৯.	আয়িশা বিনতে আবু বকর রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
১০.	সেনাপতি : খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

www.bjilibrary.com

১১.	মুয়াজজিন : বিলাল রা.	বাপ্পা আজিজুল
১২.	উমর ইবনে আবদুল আজিজ	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান
১৩.	আলিম ও স্বৈরশাসক	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : আবুল হাসান
১৪.	আল্লামা ইকবাল : মননে সমুজ্জ্বল	সংকলন : আবু সুফিয়ান
১৫.	ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : শাহাদাত হোসাইন
১৬.	দ্য ব্যালট অর দ্য বুলেট (ম্যালকম এক্সের জীবন ও বক্তৃতা)	অনুবাদ : সাইফুল্লাহ, জাওয়াদ, সালেহ সানাউল্লাহ
১৭.	সাইয়িদ কুতুব পরিবার	ড. আব্দুস সালাম আজাদী
১৮.	প্রেসিডেন্ট মুরসি : আরব বসন্ত থেকে শাহাদাত	সংকলন : ওয়াহিদ জামান
১৯.	হোয়াট আই বিলিভ (অন্বোপলব্ধির দার্শনিক বয়ান)	ড. তারিক রমাদান অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য		
২০.	লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস)	ফিরাস আল খতিব অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২১.	কারফিউড নাইট	বাশারাত পীর অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
২২.	মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান	ফাহমিদ-উর-রহমান
২৩.	ইসলাম ও শিল্পকলা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
২৪.	আল মাহমুদ : ইসলামি রচনাবলি	আল মাহমুদ সংকলন : আতিফ আবু বকর

www.bjilibrary.com

জীবনবিধান ইসলাম		
২৫.	জীবনবিধান ইসলাম	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৬.	ইসলামের ব্যাপকতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : তারিক মাহমুদ
২৭.	শারহুল উসুলিল ইশরিন : ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যা	ড. আবদুল কারিম যাইদান অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
আত্মগঠন/আত্মপর্যালোচনা		
২৮.	মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৯.	ইসলামিক ম্যানারস (জীবনঘনিষ্ঠ আদব-শিষ্টাচার)	আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩০.	পাবলিক ম্যাটারস (জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি)	ড. সালমান আল আওদাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩১.	এইম ফর দ্য স্টারস	নোমান আলী খান, ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
দাওয়াহ		
৩২.	অমুসলিম দাওয়াহ	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী খুররম জাহ মুরাদ
৩৩.	ফ্রম এমটিভি টু মক্কা	ক্রিস্টিয়ানা বেকার অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
অর্থনৈতিক বিধান		
৩৪.	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি		
৩৫.	ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি	মুহাম্মাদ আসাদ অনুবাদ : অধ্যাপক শাহেদ আলী

৩৬.	দ্বীন কায়েমের নববি রূপরেখা	ডা. ইসরার আহমাদ অনুবাদ : ফাহাদ আবদুল্লাহ
৩৭.	গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	ড. আহমদ আলী
৩৮.	কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.	মিয়া গোলাম পরওয়ার
দাম্পত্য-জীবন		
৩৯.	লাভ এন্ড রেসপেক্ট (দাম্পত্য সুখের অজানা রহস্য)	ড. এমারসন এগারিচেস অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
বিবিধ		
৪০.	কারবালা ইমাম মাহদি দাজ্জাল গজওয়ায়ে হিন্দ	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৪১.	তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান

www.bjilibrary.com

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইউসুফ আবদুল্লাহ আল কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে, মিশরে। পড়াশোনা করেছেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। জীবনের বড়ো অংশ কাটিয়েছেন কাতারে। কাতারের শিক্ষাকাঠামো পরিগঠনে তাঁর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান।

ড. কারযাভীর ইলমি অঙ্গনে সামসময়িক বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত ও আলোচিত নাম। বিশ্বব্যাপী পরিচিতির অন্যতম কারণ হলো তাঁর রচনাকর্ম। লিখেছেন প্রায় দুইশত বই। গবেষণা ও লেখায় পুনরাবৃত্তির চেয়ে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সামসময়িক সমস্যার সমাধানে। কখনও-বা পুরোনো বিষয়কে হাজির করেছেন নতুন বিন্যাস ও আঙ্গিকে। জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদিতে গভীরতর আলোচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। উসতায কারযাভীর বইগুলো অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর বহুলকথিত প্রায় সব ভাষায়। বাংলায় প্রতিনিয়ত তাঁর নতুন নতুন অনূদিত বই প্রকাশিত হচ্ছে।

৯৬ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনসফর শেষ করে শাইখ ইউসুফ আল কারযাভী ২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী ০১৮৬৬৮৭৬৪৭০

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন

জন্ম ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০ সালে; নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায়। গাজীপুরের টঙ্গীতে বসবাস।

পড়াশোনার হাতেখড়ি মায়ের হাতে। তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী থেকে ২০১৯-এ আলিম করেছেন। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে অনার্স অধ্যয়নরত।

অনুবাদ-সাহিত্যে সম্ভাবনাময় তরুণ সাজ্জাদ হোসাইন অনুবাদ করে চলেছেন বিশ্ববিখ্যাত আলিমদের বই। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে *ইমাম হাসান আল বান্নার ওযিফা*; ড. আবদুল কারিম যাইদান রচিত *ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতি*; ড. নূরুদ্দিন ইতির রচিত *নবিজীবনের* সৌরভ, ড. ইউসুফ আল কারযাভী রচিত *কুরআনের সান্নিধ্যে, মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য, জীবনবিধান ইসলাম, ইসলাম ও মানবিক মূল্যবোধ*।

আমাদের দাওয়াত : জীবনবিধান ইসলাম বইটি মূলত الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (International Union for Muslim Scholars)-এর ইশতেহার হিসেবে লিখিত। লিখেছেন বর্তমান বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলিম ড. ইউসুফ আল কারযাভী। ইসলামি জীবনবিধানের একটি সামগ্রিক পরিচয় তিনি এখানে তুলে ধরেছেন– সংক্ষেপে, সহজে ও মৌলিকভাবে।

ইসলামি জীবনবিধানের ওপর সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিতে বইটি অনন্য উপহার হতে পারে পাঠকের জন্য। দাঈর ইলমি প্রস্তুতি কিংবা দাওয়াতি উপকরণ হিসেবেও বইটি হবে দারুণ সহায়ক। কেউ যদি জানতে চায়, ইসলামি জীবনবিধান কী? তাকে আপনি এই বইটির পাঠ দিতে পারেন। চমৎকার ভারসাম্যের সাথে সে পাঠক ইসলামি জীবনবিধানের সামগ্রিক ও মৌলিক বুঝ পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

প্রচ্ছদ
প্রকাশন